বার্ষিক প্রতিবেদন | ২০১৯-২০২০

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৯-২০২০)

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

প্রকাশকাল	■	**অক্টোবর, ২০২০**		
উপদেষ্টা	■	**মোহাম্মদ ইউসুফ, মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।**		
বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি	■	ইকবাল হোসেন চাকলাদার (উপ-সচিব) উপ-পরিচালক (আরইটিসি)	ঃ	আহবায়ক
	■	মোঃ মজিবর রহমান সহকারী পরিচালক (বাজার সংযোগ-০১)	ঃ	সদস্য
	■	ড. নাসরিন সুলতানা সহকারী পরিচালক (গবেষণা)	ঃ	সদস্য
	■	আব্দুল মান্নান সহকারী পরিচালক (কৃষি ব্যবসা ও উন্নয়ণ শাখা)	ঃ	সদস্য
	■	মোঃ রশিদুল ইসলাম সহকারী পরিচালক (গষেণা শাখা)	ঃ	সদস্য
	■	মোঃ বায়েজীদ বোস্তামী সহকারী পরিচালক (আইসিটি)		
	■	আলী কবির সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	ঃ	সদস্য
	■	আফরিন হোসেন সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	ঃ	সদস্য
	■	মোঃ জাহিদুল ইসলাম সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও সমন্বয়)	ঃ	সদস্য সচিব
স্বত্ব	■	**কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।**		

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ মূলত কৃষি প্রধান দেশ। উর্বর মাটি আর অনুকুল আবহ্ওায়ার কারণে এদেশে প্রচুর শস্য উৎপাদিত হয়। স্বাধীনতার পর দেশে প্রায় ৭ কোটি মানুষ ছিল আর এখন ১৬ কোটির উপরে। স্বাধীনতার পর মাথাপিছু জমি ছিল ২৮ তাংশ, যা কমতে কমতে এখন হয়েছে ১০ শতাংশ। তারর্পও বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে কৃষিবান্ধব এ সরকারের প্রচেষ্টায় কৃষিতে অভ'তপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। অথচ স্বাধীণতার পরে বাংলাদেশেকে তলাবিহীন ঝুড়ি হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। বিদেশিদের সকল অনুমান মিথ্যা প্রমাণ করে প্রধামন্ত্রী দেখিয়েছেন, বাংলাদেশ কোন দেশের উপর সাহায্য নির্ভর দেশ নয়। বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। যেটি সারা পৃথিবীতে প্রশংশিত হচ্ছে নন্দিত হচ্ছে।

বিগত ৪০ বছরে কৃষিক্ষেত্রে ও খাদ্য নিরাপত্তায় বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। বিশেষত প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, আবাদযোগ্য জমি হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দক্ষিণঅঞ্চলে লবণাক্ততার পরিমাণ বাড়ার চ্যালেঞ্জের মধ্যেও বাংলাদেশ দানাদার খাদ্যে আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ। বাংলাদেশের এ অর্জন অন্যান্য দেশগুলোর জন্য রোল মডেল ও উদাহরণ।

এখন কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে হবে। এবছর মহামারি করোনার কারণে শাকসবজি, মৌসুমি ফলসহ কৃষিপণ্যের স্বাভাবিক পরিবহন এবং সঠিক বিপণন ব্যাহত হয়েছে। কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য সময়মতো বিক্রি করতে পারেন নি, কৃষিপণ্যের একটা বিরাট অংশ বিপণনের অভাবে এবছর অপচয় ও নষ্ট হয়েছে। করোনাকালে প্রান্তিক কৃষকেরা যাতে ন্যায্যমূল্য পেতে পারে এবং সেই সাথে ভোক্তারা যাতে তাদের চাহিদা মোতাবেক সহজে, স্বল্প সময়ে এবং সঠিক মূল্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য ও কৃষিপণ্য পেতে পারে সে লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করায় আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে সাধুবাদ জানাই।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেকদন ২০১৯-২০২০ প্রকাশ একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০ প্রকাশের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক

ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এম, পি

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ মূলত কৃষি প্রধান দেশ। বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের অন্যতম বড় খাত হচ্ছে কৃষি। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৯ অনুসারে দেশের মোট জনশক্তির ৪০.৬ শতাংশ কৃষিকাজের সাথে সম্পৃক্ত এবং জিডিপির ১৩.৬০শতাংশ কৃষির অবদান। দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে যেমন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র দূরীকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তায় কৃষি খাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

কৃষির উন্নয়ন ও গুণগত উৎপাদন বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার প্রধান ও অপরিহার্য শর্ত হলো উন্নত ও দক্ষ বিপণন ব্যবস্থা। দক্ষ বিপণন ব্যবস্থার উপরই নির্ভর করে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গৃহীত কর্মসূচীর সফলতা। দক্ষ বিপণন ব্যবস্থা কৃষককে তাদের পণ্য উৎপাদনে উৎসাহিত করে, যা ভোক্তার কাছে বিক্রয়ের মাধ্যমে সর্বোচ্চ আয় নিশ্চিত করে। কৃষি বিপণন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা কৃষককে কি উৎপাদন করতে হবে এবং বিক্রয়ের জন্য তা কিভাবে তৈরী করতে হবে, কখন ও কোথায় কিভাবে বিক্রয় করতে হবে, বাজারজাত করতে গিয়ে কৃষককে কতগুলি কাজ সম্পাদন করতে হবে, বাজার সম্প্রসারণের জন্য তাকে কি কাজ করতে হবে, বিভিন্ন বাজার পদ্ধতির মধ্যে কৃষক কোনটি গ্রহণ করবে ইত্যাদি বিষয়ে উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে কৃষককে সাহায্য করে।

কৃষক উৎপাদক ও ভোক্তা সহায়ক বিপণন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় স্বল্প জনবল নিয়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষি বিপণন ব্যাবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ যেমন- সংগ্রহ ও একত্রীকরণ, শ্রেণীকরণ, গ্রেডিং, প্যাকেজিং, গুদামজাতকরণ, পরিবহণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বন্টন, পাইকারী ও খুচরা, অর্থায়ন, ঝুকি বহন, বিপণন তথ্য ও গবেষণা, বাজার সংযোগ স্থাপন ইত্যদি কার্যক্রম সাফল্যের সাথে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সম্পাদন করছে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০ প্রকাশ একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০ এ অত্র অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম ফুটে উঠেছে। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০ প্রকাশের সাথে জড়িত সংশিলষ্ট সকলকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মোঃ নাসিরুজ্জামান

মোহাম্মদ ইউসুফ
মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

মুখবন্ধ

কৃষি আমাদের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি এবং জীবন-জীবিকার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে কৃষির অবদান অপরিসীম।কৃষি প্রধান দেশের কৃষির উন্নয়ন ব্যতীত সার্বিক সফলতা বা আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন অসম্ভব। বহু বছরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, সুদীর্ঘ পরিকল্পনা, আর খেটে খাওয়া মেহনতি কৃষকের শ্রম, ঘাম আর রক্তের বিনিময়ে আমাদের কৃষিতে আজকের এই অর্জন। এই অর্জন তখনই সত্যিকারের সফলতা ও দীর্ঘস্থায়ী সুফল বয়ে আনবে যখন এদেশের কৃষক ভালো থাকবে, কৃষকের অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থায়ী উন্নতি হবে। কৃষি, কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ীর উন্নয়নে একটি কার্যকর বিপণন ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপলব্ধি করেছিলেন যে, কৃষির উন্নয়ন ব্যতীত বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য তিনি স্বাধীনতার পর দেশ পুনর্গঠনে কৃষির উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছিলেন এবং সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। মূলত কৃষি উন্নয়নের বীজ তখনই বপিত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্ব, দূরদর্শী চিন্তাধারা, সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যমাত্রা ও সময়োপযোগী কৃষি বান্ধব নীতি ও পরিকল্পনার ফলে কৃষি ক্ষেত্রে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ এক রোল মডেল। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় গুরুত্বারোপ, পঞ্চবার্ষিকী কর্মপরিকল্পনা, অভিলক্ষ্য ২০২১, রুপকল্প ২০৪১, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা বা শত বর্ষের ডেল্টা প্ল্যানের মতো দীর্ঘ, মধ্য ও স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কৃষিকে দেয়া হয়েছে সর্বোচ্চ গুরুত্ব।

কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে কৃষি বিপণন আইন ২০১৮ পাশ করা হয়েছে। উৎপাদনের সাথে বিপণনকে দেয়া হচ্ছে সর্বোচ্চ গুরুত্ব। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরও স্বল্প জনবল ও বিভিন্ন দুর্বলতা সত্ত্বেও সরকাররের উন্নয়নের যাত্রায় অংশীদার। ২০১৯-২০ অর্থবছর ছিল কৃষি পণ্য বিপণনে অন্যতম চ্যালেঞ্জের বছর। অর্থবছরের শুরুর দিকে সরবরাহ কম থাকায় পিঁয়াজের বাজারে অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। তখন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বছর শেষে বিশ্বব্যাপী মহাদুর্যোগ কোভিড-১৯ দেখা দেয়। বাংলাদেশে মার্চ থেকে করোনার ভয়াবহতা শুরু হয়।

ভয়াবহ এ দুর্যোগকালীন সময়ে খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদতা নিশ্চিতকরণ, দেশব্যাপী কৃষি পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা, কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা, যৌক্তিকমূল্যে ভোক্তাদের পণ্য ক্রয় নিশ্চিত করা, ঘাটতি অঞ্চলে উদ্বৃত্ত অঞ্চলের কৃষি পণ্য সরবরাহ, গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ, মূল্য স্থিতিশীল রাখা, চাহিদা অনুযায়ী আগামী বছরের লাভজনক উৎপাদন আগ্রহ ধরে রাখা, দুর্গম ও চরাঞ্চলের কৃষি পণ্য বিক্রি ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখা ইত্যাদি বিপণন কার্যক্রম অত্যন্ত জটিল ও দুঢ়হ হয়ে পরে । খুবই সীমিত সংখ্যক জনবল, লজিস্টিক স্বল্পতা ও নানাবিধ দূর্বলতা স্বত্তেও স্বল্পতায় ইচ্ছা থাকা স্বত্ত্বেও কৃষি বিপণন অধিদপ্তর প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষক, ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদের জন্য উক্ত বিপণন সেবা দিতে ছিল সদা তৎপর। মহামারি করোনাকালীন সময়ে জীবণের ঝুঁকি নিয়ে মাঠ পর্যায়ের প্রত্যেকটি অফিস খোলা রেখে কৃষক, ব্যবসায়ী ও ভোক্তা সকলের জন্য স্বাভাবিক বিপণন সেবা প্রদানে আমাদের কর্মকর্তাগন দিনরাত পরিশ্রম করে গেছেন। মাঠ পর্যায়ের দুই জন কর্মকর্তা মহামারীকালীন সময়ে সেবা প্রদান করতে গিয়ে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। আমি তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের গবেষণা ও বাজার সংযোগ শাখা হতে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন পণ্যের বাজার তথ্য, উৎপাদন খরচ, যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন, তুলনামূলক প্রতিবেদন দিয়ে সরকারকে বিভিন্ন সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা হয়েছে। নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বছরব্যাপী কৃষি পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে অত্র অধিদপ্তর সর্বদা সচেষ্ট থেকেছে। কৃষকদের মৌসুমে অভাবতাড়িত বিক্রয় রোধে শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় কৃষকদেরকে শস্য জমা রেখে ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা করা হয়েছে। বিভিন্ন কর্মসূচী, প্রকল্প এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা ও বিভিন্ন শ্রেনীর অংশীজনকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বছরব্যাপী বাস্তবায়নকৃত অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যাবলি এই বার্ষিক প্রতিবেদনে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। অত্র প্রতিবেদননটি কৃষক, ব্যবসায়ী, ভোক্তা, প্রতিষ্ঠান, গবেষণাকারী ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠান তথা সকল শ্রেনীর অংশীজনের জন্য অত্যন্ত কার্যকর একটি উৎস হবে বলে আশা রাখি।

ইকবাল হোসেন চাকলাদার (উপ-সচিব)
উপ-পরিচালক (আরইটিসি)

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির চাবিকাঠি কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন তথা গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশকে অবারিত করার মাঝেই নিহিত। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ পৃথিবীতে চাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, সবজি উৎপাদনে ৩য়, আম উৎপাদনে ৭ম, মিঠা পানির মাছ উৎপাদনে ৩য়, ধান উৎপাদনে এবং শাক-সবজি ফল উৎপাদনে বিস্ময়কর সফলতা বৃহত্তর কৃষি উন্নয়ন অগ্রযাত্রার অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত। স্বাধীনতার পর হতে গত প্রায় পাঁচ দশকে কৃষি জমি আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেলেও শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় চার গুন।

কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, পণ্য সংরক্ষণাগার স্থাপন, বাজার তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সমবায় বিপণন ব্যবস্থা জোরদারকরণ করতে ইতোমধ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক কিছু প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষকগণ যাতে তাদের উৎপাদিত পণ্য যৌক্তিক মূল্যে বিক্রি করে লাভবান হতে পারে সে সাথে পাইকারি ব্যবসায়ী, ফড়িয়া ও খুচরা ব্যবসায়ীও যেন অধিক মুনাফার আশা না করে যৌক্তিক মূল্যে পণ্য বিপণন করতে পারে সেদিকে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সজাগ দৃষ্টি রয়েছে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সারাদেশ হতে সুদীর্ঘকাল ধরে কৃষি পণ্যের বাজারদর সংগ্রহ করে সরকারী, বেসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ কৃষক ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে তা সরবরাহ করে আসছে। কৃষি পণ্যের চাহিদা ও যোগান নিরুপন, মজুত ও মূল্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, গুরুত্বপূর্ণ কৃষি পণ্যের উৎপাদন খরচ নির্ণয় ও মূল্য বিস্তিতি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। এ সংস্থা গ্রামের কৃষিজীবী মানুষের কাছে বিপণন সুবিধা পৌছে দেয়ার জন্য বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষক বিপণন দল গঠন, উৎপাদক ও ক্রেতা সাধারণের সাথে যোগসূত্র স্থাপনের দায়িত্ব পালন করে আসছে।

তাছাড়া কৃষকদের দরকষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার কৃষক সংগঠন যেমন- দলগত বিপণন, চুক্তি ভিক্তিক বিপণন, উৎপাদক সমবায়, বাজারজাতকরণ সমিতি প্রভৃতি গঠন ও উন্নয়ন এবং বেসরকারি উভয় প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায় এগুলিকে প্রাতিষ্ঠানিকিকরণে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে।

সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলে কৃষকগন বাড়ীতে বসেই দেশের যে কোন অঞ্চলের তথা সারা বিশ্বের কৃষি সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য মুহূর্তের মধ্যে জানতে পারবে, ফলে বিপণনের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহজ হবে যা কৃষকের ক্ষতি সমূহকে হ্রাস করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং পরবর্তী বৎসরের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

বর্তমানে করোনা পরিস্থিতিতে কৃষকের উৎপাদিত সবজি ও মৌসুমী ফলমুল বিপণন, সরবরাহ ও ন্যায্যমুল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ত্রান হিসেবে সবজি অন্তর্ভূক্তিকরণ, উদ্বৃত্ত কৃষিপণ্য ঘাটতি এলাকায় প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ, অতিরিক্ত মজুদ ও মুনাফা রোধে বাজার মনিটরিং, কৃষকের উৎপাদিত সবজি সরাসরি কৃষক কর্তৃক ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় বাজারজাতকরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া অন লাইন প্লাটফর্মে কৃষকেরা যেন তাদের উৎপাদিত পণ্য সরাসরি বিক্রয় করতে পারে সে লক্ষ্যে "ফুড ফর নেশন" নামক একটি আন লাইন কৃষি মার্কেট চালু করা হয়েছে।

কৃষি উন্নয়ন সহায়ক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর "বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৯-২০" প্রকাশ করছে। প্রতিবেদনটিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিভিন্ন তথ্য রয়েছে, যা কৃষক ব্যবসায়ীসহ সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষের উপকারে আসবে বলে আমি আশা করি। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এ প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, তাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন।

বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা

মোহাম্মদ ইউসুফ
মহাপরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

আহবায়ক

ইকবাল হোসেন চাকলাদার (উপ-সচিব)
উপ-পরিচালক (আরইটিসি)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

সদস্য

মোঃ মজিবর রহমান
সহকারী পরিচালক (বাজার সংযোগ-০১)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

সদস্য

ড. নাসরিন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (গবেষণা)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

সদস্য

মোঃ রশিদুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক (গবেষণা শাখা)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

সদস্য

আব্দুল মান্নান
সহকারী পরিচালক (কৃষি ব্যবসা ও উন্নয়ন শাখা)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

সদস্য

মোঃ বায়েজীদ বোস্তামী
সহকারী পরিচালক (আইসিটি)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

সদস্য

আলী কবির
সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সদস্য

আফরিন হোসেন
সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সদস্য সচিব

মোঃ জাহিদুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও সমন্বয়)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পরিচিতি	১১
০২	সিটিজেন চার্টার	১২-১৬
০৩	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো	১৭
০৪	অধিদপ্তর প্রধানগণের নামের তালিকা	১৭-১৮
০৫	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের গুরত্বপূর্ণ সেবাসমূহ	১৯-২৫
০৬	অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জন ও চ্যালেঞ্জ	২৬
০৭	২০১৯-২০ অর্থ বছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জন	২৭-২৮
০৮	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের চ্যালেঞ্জসমূহ	২৯-৩০
০৯	অধিদপ্তরের কার্যক্রম	৩১
১০	সদর দপ্তরের কার্যক্রম	৩৩
১১	বাজার সংযোগ শাখা	৩৩-৩৫
১২	নীতি ও পরিকল্পনা শাখা	৩৬-৩৭
১৩	ফিল্ড সার্ভিস	৩৮
১৪	গবেষণা শাখা	৩৮-৫২
১৫	গুদাম ব্যবস্থাপনা শাখা	৫৩-৫৪
১৬	প্রশাসন ও হিসাব শাখা	৫৫-৫৮
১৭	প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখা	৫৯-৬২
১৮	বাজার নিয়ন্ত্রণ শাখা	৬৩-৬৫
১৯	কৃষি ব্যবসা ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা শাখা	৬৫-৬৮
২০	আইসিটি সেল	৬৯-৭০
২১	বিভাগীয় কার্যালয় সমূহের কার্যক্রম	৭১
২২	ঢাকা বিভাগ	৭১-৭৩
২৩	চট্টগ্রাম বিভাগ	৭৩-৭৪
২৪	রাজশাহী বিভাগ	৭৫-৭৬
২৫	খুলনা বিভাগ	৭৬-৭৭
২৬	বরিশাল বিভাগ	৭৭-৭৮
২৭	সিলেট বিভাগ	৭৯-৮০
২৮	রংপুর বিভাগ	৮১-৮২
২৯	অধিদপ্তরের প্রকল্প/কর্মসূচী	৮৩
৩০	কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কাঁঠালের বহুমুখী ব্যবহার সম্প্রসারণ কর্মসূচি	৮৪
৩১	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প	৮৫
৩২	বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা প্রকল্প	৮৬
৩৩	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি)	৮৭
৩৪	অনলাইন প্রাইস মনিটরিং সংক্রান্ড় ইলেকট্রনিক ডিসপেন্ঢবোর্ড স্থাপন কর্মসূচি	৮৮
৩৫	বাজেট (অনুন্নয়ন+উন্নয়ন)	৮৯
৩৬	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেট	৯০
৩৭	কর্ম পরিকল্পনা	৯১
৩৮	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা	৯২-৯৫
৩৯	কলা, আলু, গম, কাঁঠাল, টমেটো, ভুট্টা ও আমের পণ্য প্রবাহ	৯৬-৯৭
৪০	মানচিত্রে অধিদপ্তরের অবকাঠামো	৯৮-১০৩
৪১	ফটো গ্যালারী	১০৪-১০৭

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পরিচিতি

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পরিচিতি

পটভূমি:

অবিভক্ত ভারত উপমহাদেশে ১৯২৮ সনের 'রয়েল কমিশন অন এগ্রিকালচার' কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রদানের লক্ষ্যে একটি ব্যাপক ভিত্তিক কৃষি বিপণন কাঠামো সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রেখে উৎপাদকদের উৎসাহব্যঞ্জক মূল্য প্রদানের জন্য কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারকে সুপারিশ করে।

অধিদপ্তরের সৃষ্টি :

- নয়াদিল্লিতে সদর দপ্তর করে ১৯৩৪ সনে এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং এডভাইজার নিয়োগ করা হয় । অতঃপর ১৯৩৫ সনে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক পর্যায়ে মার্কেটিং স্টাফ নিয়োগ করা হয়।
- ১৯৪৩ সনে অবিভক্ত বাংলায় মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট স্থায়ী করা হয় এবং সিনিয়র মার্কেটিং অফিসারের পদবীকে ডাইরেক্টর অব এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং এ রূপান্তর করা হয়।
- ১৯৮২ সন পযন্ত কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নাম ছিল " কৃষি বাজার পরিদপ্তর " ।
- ১৯৮২ সনে এনাম কমিটি কর্তৃক কৃষি বিপণন অধিদপ্তরকে পুনর্গঠন করা হয় এবং ১৯৮৩ সনে যে সকল পরিদপ্তরের অফিস প্রধানের বেতন স্কেল যুগ্ম-সচিব বা তদূর্ধ পদমর্যাদার ছিল, সে সকল পরিদপ্তরকে সরকার "অধিদপ্তর " হিসেবে ঘোষনা করে।

রূপকল্প (Vision):

উৎপাদক, বিক্রেতা ও ভোক্তা সহায়ক কৃষি বিপণন ও কৃষি ব্যবসা উন্নয়ন।

অভিলক্ষ্য (Mission):

আধুনিক সুবিধা সম্বলিত বাজার অবকাঠামো নির্মাণ এবং কৃষিপণ্যের বিপণন ও সরবরাহ ব্যবস্থায় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের চাহিদা ও যোগান নিরূপন, মজুদ ও মূল্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যের মূল্য ধারার আগাম প্রক্ষেপণ এবং এ বিষয়ক তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রচার।

প্রধান কার্যাবলী (Functions):

কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ অনুসারে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যাবলি নিম্নরুপ:-

১) কৃষি বিপণন তথ্য ব্যবস্থাপনা;
২) কৃষিপণ্যের মূল্য নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
৩) কৃষি বিপণন ও কৃষি ব্যবসা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ
৪) কৃষক ও কৃষিপণ্যের বাজার সংযোগ সৃষ্টি ও সুষ্ঠু সরবরাহের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
৫) কৃষিপণ্য উৎপাদন এবং বিপণন ও ব্যবসা সম্পর্কিত অর্থনৈতিক গবেষণা পরিচালনা;
৬) কৃষিপণ্য উৎপাদন ও ব্যবসায় নিয়োজিত কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী, রপ্তানিকারক ও ব্যবসায়ী সমিতিসমূহের সহিত নিবিড় সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ;
৭) সুষ্ঠু বিপণনের স্বার্থে কৃষিপণ্য উৎপাদন এলাকায় বাজার অবকাঠামো, গুদাম, হিমাগার, কুলচেম্বার, ইত্যাদি নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ;
৮) কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের মজুদ বা গুদামজাতকরণ, পণ্যের গুণগতমান, মেয়াদ, মোড়কীকরণ ও সঠিক ওজনে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;
৯) কৃষিপণ্যের সর্বনিম্ন মূল্য ও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন;
১০) কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
১১) কৃষিপণ্যের মূল্য সহায়তা প্রদান;
১২) কৃষিপণ্যের অভ্যন্তরীন ও রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ;
১৩) কৃষিভিত্তিক শিল্প ও ব্যবসার উন্নয়ন, উৎসাহ প্রদান, প্রসার এবং চুক্তিভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থার কার্যপদ্ধতি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
১৪) বাজারকারবারি অথবা কৃষি ব্যবসায়ী সংগঠন, সমিতি, সংস্থা, কৃষিভিত্তিক সংগঠন ও সমবায় সমিতিসমূহকে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তালিকাভুক্তকরণ এবং, প্রয়োজনে জাতীয় এবং জেলা পর্যায়ে কৃষিভিত্তিক সংগঠন সমূহের ফেডারেশন অথবা কনসোর্টিয়াম গঠন;
১৫) বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সুপারশপে সংরক্ষিত কৃষিপণ্যের গুণগতমান, নির্ধারিত মূল্য ও বিপণন কার্যক্রম পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পরামর্শ প্রদান;

১৬) কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের বিপণন কার্যক্রম সংক্রান্ত মান সংরক্ষণ, পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ; এবং সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন

সিটিজেন চার্টার

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি:

ক) নাগরিক সেবা:

নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	বাজারদর তথ্য সরবরাহ	দৈনিক বাজারদর: i. তথ্য সংগ্রহ ii. সংকলন iii. তথ্য সরবরাহ সাপ্তাহিক বাজারদর: i. সংকলন ii. তথ্য সরবরাহ মাসিক বাজারদর: i. সংকলন ii. তথ্য সরবরাহ বাৎসরিক বাজারদর i. তথ্য সংগ্রহ ii. সংকলন iii. তথ্য সরবরাহ; মৌসুমী ফসলের: i. তথ্য সংগ্রহ ii. সংকলন iii. তথ্য সরবরাহ	আবেদন পত্র, বাজার তথ্য শাখা, সদর দপ্তর, জেলা অফিস এবং ওয়েব সাইট।	বিনামূল্যে	**দৈনিক বাজারদর:** দুপুর ১২:০০ হতে বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত **সাপ্তাহিক বাজারদর:** সকাল ০৯:০০ হতে বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত **মাসিক বাজারদর:** সকাল ০৯:০০ হতে বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত **বাৎসরিক বাজারদর** সকাল ০৯:০০ হতে বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত **মৌসুমী ফসলের:** সকাল ০৯:০০ হতে বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত	উপ-পরিচালক (বাজার সংযোগ) ফোনঃ ০২-৯১১৩০৫৯ মোবাঃ ০১৫৫২৩৩৬১৬৪ ইমেইলঃ dewanahossain @gmail.com
২	ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিপণন তথ্য সরবরাহ	১. www.dam.gov.bd ওয়েবসাইটে প্রবেশ ২. বাজারদর মেন্যুতে প্রবেশ	অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট ïïï.ফধস.মড়া.নফ	বিনামূল্যে	যে কোন সময়	জেলা বাজার কর্মকর্তাও উপ-পরিচালক (বাজার সংযোগ) ফোনঃ ০২-৯১১৩০৫৯ মোবাইল: ০১৫৫২-৩৩৬১৬৪ ই-মেইল: dewanahossain @gmail.com
৩	বাজার কারবারীদের	**প্রদানের ক্ষেত্রে:** ১. আবেদনপত্র গ্রহণ	৪. নির্ধারিত আবেদন ফরম,	নতুন/নবায়ন লাইসেন্স ফিঃ	০৫ (পাঁচ) কর্মদিবস	জেলা বাজার কর্মকর্তা।

নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীশা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন	২. আবেদনপত্র সহ সংশিণ্টষ্ট কাগজপত্র যাচাই-বাছাই ৩. সরেজমিনে পরিদর্শন ৪. লাইসেন্স প্রদান **নবায়নের ক্ষেত্রে:** ১.আবেদনপত্র গ্রহণ ২.আবেদনপত্রসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র যাচাই-বাছাই ৩. লাইসেন্স নবায়ন	ট্রেজারি চালান, সকল জেলা মার্কেটিং অফিস। ৫. সভাপতি, সংশ্লিষ্ট গুদাম কমিটি, মাঠ কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংক। ৬. সকল জেলা মার্কেটিং অফিস	১. পাইকারী, ব্যবসায়ী/ আড়ৎদার অথবা মজুদদার- ৫০০/-, ২. কমিশন এজেন্ট, দালাল, ও গুদামজাতকারী- ৪০০/-, ৩. কয়াল, পরিমাপকারী, নমুনা যাচাইকারী, যাচনদার অথবা শ্রেণী বিন্যাসকারী- ১০০/-		
৪	শস্য গুদামজাত ও জমার বিপরীতে ঋণ প্রদান	• গুদামরক্ষক কর্তৃক আদ্রতা, পোকামাকড় পরীক্ষা করা • ওজন করে বিষমুক্ত বস্তায় সংরক্ষণ করা • গুদামজাত করা • গুদামরক্ষকের নিকট থেকে শস্য জমার রশিদ সংগহ • বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত " গুদামে শস্য জমাকারীদের ঋণ সুবিধা প্রদান সংক্রান্ড় নিয়মাবলী অনুসরণপূর্বক ঋণ প্রদান। (সোনালী, জনতা, রূপালী, রাকাব, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক)	• শস্য জমার রশিদ • পাশবই • আবেদন ফরম • ঋণ বিতরণপত্র • বন্দোবস্ত পত্র	কুইন্টাল প্রতি ১০ টাকা ভাড়া।	খাদ্য শস্য ০৬ মাস বীজ ০৯ মাস	উপ-পরিচালক (শস্য ঋণ ও গুদাম ব্যবস্থাপনা) ফোনঃ ০২-৯১২৩৬৭১
৫	বাজার অবকাঠামো ও পরিবহন সুবিধা প্রদান	• আবেদন গ্রহণ • MMC কর্তৃক আবেদনপত্র যাচাই এবং চূড়ান্ত অনুমোদন • স্পেস বরাদ্দ ও পরিবহন সুবিধা প্রদান	আবেদনপত্র সেন্ট্রাল মার্কেট, গাবতলী, ঢাকা এবং জেলা মার্কেটিং অফিস।	বিনামূল্যে	০২ (দুই) কর্মদিবস	• মীর এনামুল ইসলাম (সহকারী পরিচালক) বিভাগীয় কার্যালয়, কৃষি

নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা। মোবাইল: ০১৭২৭-৫৮৫৯৭৪ • ম্যানেজার, সেন্ট্রাল মার্কেট, গাবতলী, ঢাকা। মোবাইল: ০১৭২৭৫৮৫৯৭৪
৬	অভিযোগ গ্রহন ও নিস্পত্তি	• অভিযোগ গ্রহণ • নিস্পত্তিকারীর নিকট প্রেরণ • চুড়ান্ত নিস্পত্তি	বাজার নিয়ন্ত্রণ শাখা, সদর দপ্তর ও জেলা মার্কেটিং অফিস।	বিনামূল্যে	২১ (একুশ) কর্মদিবস	উপ-পরিচালক (আরইটিসি) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ফোনঃ ৯১১৪৮২২ ই-মেইলঃ dd_retcf@dam.gov.bd

খ) প্রাতিষ্ঠানিক সেবাঃ

নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	গুদাম/ হিমাগার সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ।	• তথ্য সংগ্রহ • সংকলন • তথ্য সরবরাহ	সদর দপ্তর ও জেলা মার্কেটিং অফিস।	বিনামূল্যে	০৩ (তিন) কর্মদিবস	সহকারী পরিচালক (গুদাম সংক্রান্ত তথ্য) ই-মেইলঃ shahid.bc.bd@gmail.com মোবাঃ ০১৯১২২৮৩৮৬৭ নাসরিন সুলতানা, সহকারী পরিচালক (হিমাগার সংক্রান্ত তথ্য) ই-মেইলঃ nasrin.sultana448@gmail.com মোবাইল: ০১৭৩০০৪০৯৬
২	বাজারদর তথ্য সরবরাহঃ	• নিয়মিত তথ্য প্রেরণ	• বাজার তথ্য শাখা, সদর দপ্তর ও জেলা অফিস।	বিনামূল্যে	সকাল ০৯:০০ হতে বিকাল	উপ-পরিচালক

নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীশা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
			• ওয়েব সাইট।		৫:০০ টা পর্যন্ত ওয়েব সাইটের মাধ্যমে যে কোন সময়	(বাজার সংযোগ) ফোনঃ ০২-৯১১৩০৫৯ মোবাঃ ০১৫৫২৩৩৬১৬৪ ইমেইলঃ dewanahossain@gmail.com এবং সংশিণ্টষ্ট জেলা বাজার কর্মকর্তা।
৩	১১ থেকে ২০ গ্রেড পর্যন্ত শুন্য পদে জনবল নিয়োগ	• বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ • আবেদনপত্র গ্রহণ • পরীক্ষা গ্রহণ ও মূল্যায়ণ • নিয়োগপত্র জারী	ছবি এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ফর্মে আবেদন। প্রধান কার্যালয়, খামারবাড়ী, ঢাকা।	নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত আবেদন ফি।	০৪ (চার) মাস।	মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর। ফোনঃ ৯১১৪৩১০ E-mail: dg@ dam.gov.bd

গ) অভ্যন্তরীণ সেবা:

নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীশা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	জিপিএফ মঞ্জুরী	• আবেদনপত্র গ্রহণ ও যাচাই • মঞ্জুরীপত্র জারী	i. জিপিএফ এর ব্যালেন্স সীট ii. অধিদপ্তরের হিসাব শাখা	বিনামূল্যে	০৩ (তিন) কর্ম দিবস	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর। ফোনঃ ৯১১৪৭৬৫ sayed.nandan@yahoo.com
	অর্জিত ছুটি/শ্রান্তি বিনোদন ছুটি	• আবেদনপত্র গ্রহণ ও যাচাই • মঞ্জুরীপত্র জারী	i. ছুটির আবেদন পত্র ii. ছুটি প্রাপ্তির হিসাব ii. অধিদপ্তরের প্রশাসন শাখা	বিনামূল্যে	০৩ (তিন) কর্ম দিবস	
	পেনশন মঞ্জুরী	• আবেদনপত্র গ্রহণ ও যাচাই • মঞ্জুরীপত্র জারী	i. নর্ধারিত পেনশন আবেদন ফরম ii.পাসপোর্ট সাইজ ছবি iii. পিআরএল মঞ্জুরীর আদেশ. iv. প্রাপ্য পেনশনের উত্তরাধিকারী ঘোষণাপত্র v. নমুনা স্বাক্ষর ও হাতের পাঁচ আংগুলের ছাপ vi.এস,এস,সি সার্টিফিকেট vii দায়িত্ব হস্তান্তরের কপি viii. সরকারী বাসায় বসবাস	বিনামূল্যে	১৫ (পনেরো) কর্মদিবস	

নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
			না করার প্রত্যয়ন পত্র ix. আনুগত্য সনদপত্র x. নাগরিকত্ব সনদপত্র xi. না-দাবী সনদপত্র xii. অঙ্গীকারনামা xiii. অডিট প্রত্যয়ন পত্র xiv. চাকুরীর বিবরণী। xv. প্রত্যাশিত শেষ বেতন সনদ			
	যানবাহন	প্রাধিকারভূক্ত কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের অফিসিয়াল কাজে যানবাহন ব্যবহারের আদেশ জারী	যথাযথ প্রক্রিয়ায় আবেদন। প্রধান কার্যালয়, খামারবাড়ী, ঢাকা		০৩ (তিন) মাস	

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো

সংস্থার নাম	পদের ক্যাটাগরি	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	ক) ১ম শ্রেণি			
	স্থায়ী ক্যাডার (এলআর ব্যতীত)	৯২	২৫	৬৭
	নন ক্যাডার	২৭	১৫	১২
	উপমোট (প্রথম শ্রেনি):	**১১৯**	**৪০**	**৭৯**
	খ) ২য় শ্রেনি	৪৫	০০	৪৫
	গ) ৩য় শ্রেনি	৩৬২	২১৮	১৪৪
	ঘ) ৪র্থ শ্রেনি	৩৪৮	১৬৯	১৭৯
	(ক+খ+গ+ঘ) সর্বমোট:	**৮৭৪**	**৪২৭**	**৪৪৭**

অধিদপ্তর প্রধানগণের নামের তালিকা

ক্রমিক	অধিদপ্তর প্রধানগণ	পদবী	মেয়াদ
০১	জনাব টি হোসেন, টিকিউএ	পরিচালক	০১-০১-১৯৬১ হতে ০৮-০১-১৯৭০
০২	জনাব কাজী মজির উদ্দিন	পরিচালক	০৯-০১-১৯৭০ হতে ০৩-১১-১৯৭৭
০৩	জনাব এ, কে, এম, বজলুর রহমান	পরিচালক	০৪-১১-১৯৭৭ হতে ১১-০১-১৯৮২
০৪	জনাব কাজী মজির উদ্দিন	পরিচালক	১২-০১-১৯৮২ হতে ৩০-০৩-১৯৮৭
০৫	জনাব মোঃ সুজাউদ্দৌলা	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	৩১-০৩-১৯৮৭ হতে ৩১-১২-১৯৮৭
০৬	জনাব মোঃ সিরাজ উদ্দিন শিকদার	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	০১-০১-১৯৮৮ হতে ৩১-০৬-১৯৮৮
০৭	জনাব এ, কে, এম, বজলুর রহমান	পরিচালক	০১-০৭-১৯৮৮ হতে ৩১-০৩-১৯৯১
০৮	জনাব দবির উদ্দিন আহমেদ	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	০১-০৪-১৯৯১ হতে ৩১-০৩-১৯৯৩
০৯	জনাব আতিকুর রহমান	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	০১-০৪-১৯৯৩ হতে ২৮-০১-১৯৯৪
১০	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	২৯-০১-১৯৯৪ হতে ২৭-০১-১৯৯৭
১১	জনাব মোঃ মমিনুল হক	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	২৮-০১-১৯৯৭ হতে ২৪-০৮-২০০৪
১২	জনাব সিরাজুল ইসলাম	পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	২৫-০৮-২০০৪ হতে ৩০-১০-২০০৮
১৩	জনাব ড. এম, এ মোমেন	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	০১-১১-২০০৮ হতে ১০-০১-২০০৯
১৪	জনাব আকমল হোসেন আজাদ	পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	১১-০১-২০০৯ হতে ১৫-০২-২০০৯
১৫	জনাব এ, জেড এম শফিকুল ইসলাম	পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	১৬-০২-২০০৯ হতে ০২-০৫-২০০৯
১৬	জনাব মোঃ মাহ্ফুজ-উল আলম	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)	০৩-০৫-২০০৯ হতে ২৪-১১-২০১০
১৭	জনাব মোঃ মমিনুল হক	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	২৪-১১-২০১০ হতে ২৮-০৪-২০১১
১৮	জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ(এনডিসি)	পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	২৮-০৪-২০১১ হতে ০৮-০৫-২০১১
১৯	জনাব ছিদ্দিকুর রহমান	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)	০৮-০৫-২০১১ হতে ০৬-০২-২০১২
২০	জনাব মোহাম্মদ আজহারুল হক	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	১৫-০৩-২০১২ হতে ০২-০৪-২০১২

ক্রমিক	অধিদপ্তর প্রধানগণ	পদবী	মেয়াদ
২১	জনাব আবদুল্লাহ্ আল মোহসীন চৌধুরী	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)	০২-০৪-২০১২ হতে ০১-০৪-২০১৪
২২	জনাব কাজী ওবায়দুর রহমান	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	০১-০৪-২০১৪ হতে ২৯-০৫-২০১৪
২৩	জনাব মোঃ মাহবুব আহমেদ	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)	২৯-০৫-২০১৪ হতে ৩০-০৯-২০১৫
২৪	জনাব মোঃ মাহবুব আহমেদ	মহাপরিচালক	০১-১০-২০১৫ হতে ২৭-০৯-২০১৮
২৫	ড. মোছাম্মাৎ নাজমানারা খানুম	মহাপরিচালক	২৭-০৯-২০১৮ হতে ১০-০৩-২০১৯
২৬	মোহাম্মদ ইউসুফ	মহাপরিচালক	১০-০৩-২০১৯ হতে অদ্যবধি

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের গুরত্বপূর্ণ সেবাসমূহ

কোভিড-১৯ কালীন সময়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপঃ

মহামারী করোনায় জনজীবন বিধ্বস্ত হয়ে পরে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি কৃষক। সার্বিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা ভেঙে পরে। কৃষি পণ্যের সাপ্লাই চেইন ও ভ্যালু চেইন অকার্যকর হয়ে পরে এবং পচনশীল কৃষি পণ্য নিয়ে কৃষক ও ব্যবসায়ীরা মারাত্মক ঝুকির মুখে পরে। করোনা পরিস্থিতিতে কৃষি পণ্যের বিপণন, সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা ও কৃষকের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর হতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ঃ

- ✓ ত্রাণের প্যাকেটে সবজি অন্তর্ভূক্ত করা কিংবা সরাসরি ত্রাণ হিসেবে সবজি বিতরণ করার লক্ষ্যে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণকে আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হয়েছে;
- ✓ লকডাউন এলাকার উদ্বৃত্ত কৃষিপণ্য ঘাটতি এলাকায় প্রেরণের ক্ষেত্রে ট্রাক চলাচলের জন্য জেলা প্রশাসনের বিশেষ অনুমতির ব্যবস্থা করার জন্য তাদেরকে আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং নির্বিঘ্নে যাতায়াতে অধিদপ্তরের লোগো ও ব্যানারযুক্ত পরিবহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে ;
- ✓ কম খরচে কৃষি পণ্য পরিবহণে বিআরটিসি এ কৃষক বন্ধু ডাকসেবা ব্যবহারে সার্বিক সহযোগিতা করা হচ্ছে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রচার ও মধ্যস্থতা করা হচ্চে;
- ✓ করোনা পরিস্থিতির মাঝেও কৃষি পণ্যের সরবরাহ ঠিক রাখা, অতিরিক্ত মজুদ যাতে কেউ করতে না পারে এবং একই সাথে কোনো পর্যায়ের ব্যবসায়ীরা যাতে বাড়তি মূল্য না রাখতে পারে সে জন্য জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ বাজার মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে;
- ✓ দেশের বিভিন্ন জেলায় জেলা প্রশাসন ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উদ্যোগে উন্মুক্ত স্থানে কৃষি বাজার স্থানান্তরের বিষয়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ গুরতুপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে;
- ✓ করোনা পরিস্থিতিতেও রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউস্থ সেচ ভবনে নরসিংদী, মানিকগঞ্জ, সাভার সহ ঢাকার আশেপাশ থেকে পরিবহন সুবিধা প্রেরণের মাধ্যমে কৃষকের বাজার চালু রাখা হয়েছে;
- ✓ চুয়াডাঙ্গা, নরসিংদী, পিরোজপুর সহ বেশ কিছু জেলায় কৃষকের উৎপাদিত সবজি ভ্যান গাড়ির মাধ্যমে বিক্রয়ের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
- ✓ দিনাজপুর জেলার গাবুরা বাজার হতে ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ,কুমিল্লা,সিলেট, ভৈরব, নরসিংদী, নোয়াখালী, মানিকগঞ্জ সহ সারা দেশে ট্রাক যোগে টমেটো প্রেরণ করা হয়েছে;
- ✓ লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলার কুমড়ীরহাট এনসিডিপি গ্রোয়ার্স মার্কেট হতে প্রতিদিন ২/৩ ট্রাক সবজি জেলা মার্কেটিং অফিসারের সার্বিক তত্তাবধান ও সহযোগিতায় বিভিন্ন জেলায় প্রেরন করা হয়েছে;
- ✓ চাকলারহাট এনসিডিপি মার্কেট ও পঞ্চগড় স্থানীয় পাইকারী বাজার হতে টমেটো ঘাটতি অঞ্চলে প্রেরণের জন্য সার্বক্ষণিক ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়েছে;
- ✓ টিসিবির পণ্য ন্যায্যমূল্যে বিক্রয়ের জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিত মনিটর অব্যাহত রাখা হয়েছে;
- ✓ বগুড়া থেকে প্রতিদিন ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে ২০-২২ ট্রাক সবজি ঢাকা চট্টগ্রাম সহ বিভিন্ন জেলায় প্রেরণ করা হয়েছে। তাদের সাথে সবসময় যোগাযোগ রাখা হয়েছে যেন কোন পণ্য অবিক্রীত না থাকে;
- ✓ খাগড়াছড়ি জেলায় কৃষক কর্তৃক অবিক্রিত আনারস ছোট ছোট ভ্যানে করে পাড়া ও মহল্লায় বিক্রয়ের ব্যবস্থা নেয়া হয় এবং এসময় তারা সব আনারস বিক্রি করতে সক্ষম হয়;
- ✓ ভোলা জেলায় ত্রাণ হিসেবে তরমুজ বিতরনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং এছাড়া স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে বরিশাল, মাগুরা, পাবনা, ঈশ্বরদী, বগুড়া ও রংপুরসহ বিভিন্ন জেলায় তরমুজ প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

- ✓ বড় কৃষক , আড়ৎদার, পাইকার, কমিশন এজেন্ট, পরিবহণ ব্যবসায়ী ইতাদি বিভিন্ন কৃষি পণ্যের সাপ্লাই চেইইনের অংশীজনের পূর্নাঙ্গ তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে যার মাধ্যমে কৃষকের বাজার সংযোগ সহজ হয়েছে।
- ✓ এছাড়াও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের এটুআই কর্তৃক উন্নয়নকৃত ফুড ফর নেশন ওয়েবসাইটটিতে সারাদেশের কৃষি ব্যবসায়ীদের ডাটাবেইজ সংযোজন ও সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

১) বাজার সংযোগ সম্পর্কিত সেবা ঃ

কৃষক/উৎপাদক/উদ্যোক্তাগণের উৎপাদিত পণ্য সরাসরি ভোক্তা/টার্মিনাল মার্কেট/সুপার মার্কেটে বিক্রির লক্ষ্যে বাজারকারবারীদের সংযোগ স্থাপনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ৬৪টি জেলা অফিসের মাধ্যমে এ সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রদানকৃত সেবা ঃ

- ভোক্তা/টার্মিনাল মার্কেট/সুপার মার্কেটের বাজারকারবারীদের সরাসরি সংযোগ স্থাপনে প্রয়োজনীয় সভা আয়োজন এবং চুক্তি সম্পাদনে সহায়তা প্রদান;
- বাজারকারবারীগণের সাথে উৎপাদক/উদ্যোক্তা/কৃষক বিপণন দল এর সাথে সংযোগ স্থাপনে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন ;
- অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন অবকাঠামো/লজিস্টিক ব্যবহারের সুযোগ প্রদান ;

সেবা প্রদান প্রক্রিয়া ঃ

- অধিদপ্তরের ৬৪টি জেলা অফিসের মাধ্যমে বিনামূল্যে বাজার সংযোগ স্থাপনে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া অধিদপ্তরের আওতাধীন অবকাঠামো/লজিস্টিকের সংশ্লিষ্ট ব্যবহার নীতিমালার আলোকে নির্ধারিত ভাড়া/সার্ভিস চার্জ প্রদান সাপেক্ষে ব্যবহার করা যেতে পারে।

২) বাজারে প্রবেশাধিকারের সুযোগ সৃষ্টি:

কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তাগণের সহজে বাজারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন (সমাপ্ত) প্রকল্প/কর্মসূচীর অধীনে গ্রোয়ার্স, পাইকারী, সেন্ট্রাল মার্কেট, এসেম্বল সেন্টার ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়। এ সকল বাজার অবকাঠামোসমূহ রাজধানী ঢাকা, জেলা সদর এবং উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত। এসকল বাজার অবকাঠামো সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় কমিটি কর্তৃক পরিচালনা করা হয়ে থাকে। অধিদপ্তরাধীন বাজার অবকাঠামোসমূহের আওতায় সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন ধরণের বিপণন সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রদানকৃত সেবা ঃ

- ওপেন স্পেসে সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ী/বাজারকারবারীদের জন্য বিপণন কার্যক্রম সম্পাদনের সুযোগ সৃষ্টি
- মহিলা কর্নারে মহিলাদের বিপণন সুবিধা প্রদান ;
- দলগত বিপণনের সুবিধার্থে কৃষক বিপণন দল/ব্যবসায়ী/অন্যান্য গ্রুপের সভা আয়োজনের জন্য অফিস কক্ষ ব্যবহারের সুবিধা প্রদান ;
- বাজারে অবস্থিত গুদামে অবিক্রিত পণ্য সংরক্ষণের সুবিধা প্রদান ;
- বাজারে অবস্থিত দোকানের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে ব্যবসা করার সুবিধা প্রদান;

সেবা প্রদান প্রক্রিয়া ঃ

অধিদপ্তরের আওতাধীন বিপণন অবকাঠামো ব্যবহারের বিষয়ে বিদ্যমান নীতিমালার অধীনে আগ্রহী কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ী/ উদ্যোক্তাগণ/বাজারকারবারীগণ সংশ্লিষ্ট বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট থেকে বিদ্যমান স্পেস/দোকান/সংরক্ষণ গুদাম বরাদ্দ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন।

৩) শস্য সংরক্ষণ সুবিধা প্রদান ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষক এবং ভূমিহীন ও বর্গাচাষীদের উৎপাদিত শস্য সংরক্ষণ সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। রংপুর, শেরপুর, মাগুরা ও বরিশাল অঞ্চলের ২৭টি জেলার ৫৬টি উপজেলায় অবস্থিত ৮১টি গুদামের মাধ্যমে এই কার্যক্রমটি অব্যাহত আছে। ৮১টি গুদামের মধ্যে ১২টি গুদাম নিজস্ব এবং অবশিষ্ট ৬৯টি গুদাম স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিকট হতে বার্ষিক ভাড়ার ভিত্তিতে ব্যবহার করা হচ্ছে।

প্রদানকৃত সেবা ঃ

- নির্ধারিত গুদামসমূহে এলাকার সংশ্লিষ্ট কৃষক/ভূমিহীন/বর্গাচাষী তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য সংরক্ষণ করতে পারেন ;
- সংরক্ষিত শস্যের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট কৃষক/ভূমিহীন/বর্গাচাষী নির্ধারিত ব্যাংক শাখা হতে ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।

সেবা প্রদান প্রক্রিয়া ঃ

অধিদপ্তরের আওতাধীন শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। গুদামের আওতাধীন তালিকাভূক্ত কৃষকগণ গুদাম পরিচালনা কমিটির মাধ্যমে নির্ধারিত হারে ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে গুদামে শস্য জমা রাখতে পারেন।

৪) ই-বিপণন সেবা ঃ

বিশ্বব্যাপী কৃষি ক্ষেত্রে ICT-এর প্রয়োগ ও প্রসারের মাধ্যমে e-agriculture, e-marketing, e-commerce, e-trading, virtual market প্রভৃতি পদ্ধতির উন্মেষ ঘটছে। বিশেষ করে সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনা ও commodity exchange-এর উন্নয়ন ও প্রসারে ICT-এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন ধরণের তথ্য সেবার পাশাপাশি ই-বিপণন সেবা প্রদানের মাধ্যমে কৃষকগণ মধ্যস্থ বাজার কারবারীগণকে এড়িয়ে সরাসরি ক্রেতার সাথে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারেন।

প্রদত্ত সেবাসমূহ ঃ

- ইন্টারনেট ও মোবাইলের মাধামে বিভিন্ন কৃষিপণ্যের দেশব্যাপী বাজারদর সংগ্রহ ও প্রচার করা;
- www.dam.gov.bd-ওয়েব-সাইট এর মাধ্যমে কৃষি বিপণন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্যাদি প্রচার করা হয়।
- কৃষি বাজার অবকাঠামোগত তথ্য সেবা প্রদান করা হয়।
- ইন্টারনেট ভিত্তিক ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ই-বিপণন সেবা যেখানে কৃষকগণ বিনামূল্যে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিষয়ক তথ্য ক্রেতা সাধারণের জন্য প্রদর্শন করতে পারবেন এবং ক্রেতাগণও তাদের পছন্দ অনুযায়ী সরাসরি কৃষক ভাইদের সাথে যোগাযোগ করে ক্রয়কার্য সম্পাদন করতে পারেন।
- বিভিন্ন গুররত্বপূর্ণ বাজারে ইলেক্ট্রনিক ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন কৃষিপণ্যের বাজারদর প্রদর্শন।

সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া ঃ

- কম্পিউটার, মোবাইল ও ট্যাবের মাধ্যমে যে কেউ কৃষিপণ্যের বাজারদর বিষয়ক তথ্য বিনামূল্যে পেতে পারেন;
- যে কোন কৃষিপণ্যের বাজারদর নিয়মিতভাবে জানার জন্য অত্র অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জেলা অফিসের মাধ্যমে Push Service-গ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারেন;
- ই-বিপণন সেবা গ্রহণের জন্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট এ (www.dam.gov.bd)ব্রাউজ করে জবমরংঃৎধঃরড়হ-এর জন্য বিনামূল্যে আবেদন করতে পারেন।

৫) সাপ্লাই চেইন সম্পর্কিত সেবা ঃ

বিভিন্ন কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইন উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন ধরণের লজিস্টিক ব্যবহারে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচীর আওতায় সংগৃহীত এ সকল লজিস্টিক কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইন উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। এ সকল লজিস্টিক এর মাধ্যমে নিম্নোক্ত সেবাসমূহ প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রদানকৃত সেবা ঃ

- কুলভ্যান ও ট্রাকের মাধ্যমে পরিবহন সুবিধা প্রদান ;
- কৃষিপণ্য সংরক্ষণের নিমিত্ত কুল চেম্বার সুবিধা প্রদান ;
- কৃষক দলের জন্য স্বল্প দূরত্বে পরিবহনের জন্য ভ্যান প্রদান ;
- পণ্যের সঠিক ওজন পরিমাপের জন্য ডিজিটাল ওজন পরিমাপক যন্ত্র প্রদান ;
- পণ্য পরিবহন/প্যাকেজিং এর জন্য প্লাস্টিক ক্যারেট সুবিধা প্রদান ;
- ভারী পণ্য স্থানান্তরের জন্য এ্যাসেম্বল সেন্টারে ক্রেনের ব্যবহার ;

সেবা প্রদান প্রক্রিয়াঃ

অধিদপ্তরের আওতাধীন লজিস্টিকের ব্যবহারের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। আগ্রহী কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তাগণ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট থেকে নির্ধারিত হারে ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে পণ্য পরিবহণের জন্য কুলভ্যান,ট্রাক এবং পণ্য সংরক্ষণের জন্য কুলচেম্বার ভাড়া নিতে পারবেন। এছাড়া বাজারে স্থাপিত ডিজিটাল ওজন পরিমাপক যন্ত্র ও প্লাস্টিক ক্যারেট বিনামূল্যে ব্যবহার করতে পারবেন।

৬. কৃষক বিপণন দল গঠন ঃ

দরিদ্র জনগোষ্ঠির দেশ বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষকই ক্ষুদ্র ও মাঝারী ধরণের যে কারণে তাদের নিজস্ব উৎপাদিত স্বল্প পরিমাণের কৃষিপণ্য বড় বাজারসমূহে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া অনেক ক্ষেত্রেই লাভজনক হয় না। অন্যদিকে কৃষি উপকরণ ক্রয়ের ক্ষেত্রেও ছোট কৃষকগণের বিভিন্ন খাতে খরচের হারসমূহ বড় কৃষকের তুলনায় অনেক বেশী হয়ে থাকে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তোরণের উপায় হিসেবে দল ভিত্তিক বিপণনে উৎসাহ এবং সহযোগিতা প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রদত্ত সেবাসমূহ ঃ

- কৃষক দল গঠন।
- কৃষক/উদ্যোক্তা/প্রক্রিয়াজাতকারী প্রশিক্ষণ।
- লজিস্টিক সাপোর্ট।
- অধিদপ্তরের আওতায় নির্মিত বাজার অবকাঠামোসমূহে প্রবেশে এবং বিভিন্ন সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়ে থাকে।

সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া ঃ

- নির্বাচিত এলাকায় দলভিত্তিক বিপণনের সুফল সম্পর্কে অবহিতকরণ, প্রচারণা, ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠান।
- অধিদপ্তর কর্তৃক আগ্রহী কৃষক বাছাই, দল গঠন এবং সহযোগিতা প্রদান।
- যে কোন এলাকায় কৃষকগণ স্ব-প্রণোদিত হয়ে দলভিত্তিক বিপণনে আগ্রহ প্রকাশ করলে অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।
- এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য কৃষক ভাইদের কোন বাড়তি খরচ বহন করতে হয় না।

৭. কৃষি ব্যবসায় ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঃ

বাংলাদেশের কৃষি আজ ধীরে-ধীরে বাজারমুখী কৃষিতে রুপান্তরিত হচ্ছে এবং অন্যান্য খাতের সাথে তাল মিলিয়ে কৃষি ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ বৃদ্ধির অপার সম্ভাবনা উম্মোচিত হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে কৃষি ব্যবসা ও কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়নে অত্র অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। এর আওতায় আগ্রহী কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাগণকে বিভিন্ন ধরণের সেবা ও সহযোগীতা দেয়া হয়ে থাকে।

প্রদত্ত সেবাসমূহ ঃ

- কৃষি ব্যবসায় এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান।
- কৃষি ব্যবসা এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে পরামর্শ ও গবেষণা ধর্মী সেবা।
- কৃষি ব্যবসায় এবং উদ্যোক্তাগণকে বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত এবং উদ্বুদ্ধকরণের জন্য প্রচারণা ও প্রণোদনা।
- আগ্রহী কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাগণকে সফল কৃষি ব্যবসায় এবং উদ্যোক্তাগণের কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য সহযোগীতা।

সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া ঃ

- অধিদপ্তরের আওতায় সমাপ্ত বাংলাদেশ এগ্রিবিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের সহযোগী এনজিও এর মাধ্যমে কৃষি ব্যবসা এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- অধিদপ্তরের আওতায় নির্মিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষি ব্যবসা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান।
- প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তাগণকে কোন আর্থিক খরচ বহন করতে হয় না।
- বিভিন্ন প্রকল্প সহায়তায় আগ্রহী কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাগণকে বিভিন্ন সফল উদ্যোগ ও কার্যক্রম পরিদর্শন করানো হয়।
- স্ব-প্রণোদিত হয়ে কৃষি ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাগণ পরামর্শ সেবা চাইলে তা প্রদান করা হয়।

৮. মূল্য সংযোজন সহায়ক সেবা ঃ

কৃষিখাতের উন্নয়নের সাথেসাথে বিশ্বায়ন এবং ভোক্তাগণের জীবনমান ও খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে কৃষি ও প্রাণীজ পণ্যের প্রক্রিয়াজাত এবং মূল্য সংযোজনী কার্যক্রম সর্বত্রই ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের কৃষিখাতেও মূল্য সংযোজনী কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই কার্যক্রমকে উৎসাহ এবং সহযোগিতা প্রদানের জন্য অত্র অধিদপ্তর বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

প্রদত্ত সেবাসমূহ ঃ

- বিভিন্ন প্রকল্প সহায়তায় শস্য উৎপাদনকারী গুররত্বপূর্ণ এলাকায় স্থাপনকৃত প্রসেসিং-কাম-ট্রেনিং সেন্টার এর মাধ্যমে পণ্যের প্রক্রিয়াজাত এবং মূল্য সংযোজনী সম্পর্কিত প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;
- অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রসেসিং-কাম-ট্রেনিং সেন্টারসমূহের সুবিধাসমূহ উদ্যোক্তা বা আগ্রহী কৃষকগণ নির্দিষ্ট নমুনা পণ্য (Sample Product) তৈরীর ব্যাপারে ব্যবহার করতে পারেন।

সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া ঃ

- অধিদপ্তর সারা বছর ব্যাপী সময়ে-সময়ে নির্দিষ্ট বিষয় ভিত্তিক প্রয়োগিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে যেখানে আগ্রহী কৃষক/উদ্যোক্তাগণ বিনা খরচে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেন।
- আগ্রহী কৃষক/উদ্যোক্তা, কৃষি ব্যবসায়ীগণ স্ব-প্রণোদিত হয়ে দলবদ্ধভাবে আবেদন করলে অধিদপ্তর সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নিয়ে থাকে।
- সংশ্লিষ্ট সেন্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে নির্ধারিত হারে ফি প্রদান সাপেক্ষে প্রসেসিং -কাম-ট্রেনিং সেন্টারের সুবিধাদি ব্যবহার করতে পারেন।

৯) বিপণন সহায়ক ঋণ কার্যক্রম ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বিপণন কার্যক্রমে সহায়তার জন্য ঋণ প্রদানের সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে নিম্নরুপ ০২(দুই) ধরণের ঋণ সুবিধা বিদ্যমানঃ

- **কৃষি ব্যবসা উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ ঃ**
  সমাপ্ত বাংলাদেশ এগ্রিবিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের অধীনে গঠিত রিভলভিং ফান্ডের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী কৃষি ব্যবসা কার্যক্রমকে সহায়তা করার নিমিত্ত ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রদত্ত সেবাসমূহ ঃ

- কৃষি ব্যবসা কার্যক্রমকে সহায়তার নিমিত্ত ঋণ প্রদান ;
- ঋণের পরিমাণ ৩৫,০০০/- হতে ৩,৫০,০০০/- টাকা ;
- ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ ০৩(তিন) বছর ;
- গ্রেস পিরিয়ড সর্বোচ্চ ০৩(তিন) মাস ;
- সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্তৃক ঋণ গ্রহিতা উদ্যোক্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরামর্শ সেবা প্রদান।

সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া ঃ

সমাপ্ত বাংলাদেশ এগ্রিবিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত ০৩ (তিন)টি এনজিও (যথাঃ ব্র্যাক, আশা, টিএমএসএস)-এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে। ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশিণ্টষ্ট এনজিও কর্তৃক নির্ধারিত হারে সুদ পরিশোধ করতে হয়।

i. শস্য গুদাম ঋণ ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত সমাপ্ত শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্প যা পরবর্তীতে রাজস্বখাতে স্থানান্ড়রিত এবং বর্তমানে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় অভাবতাড়িত বিক্রয়রোধ করার নিমিত্ত জমাকৃত শস্যের বিপরীতে ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে ।

প্রদত্ত সেবাসমূহ ঃ

- দলগতভাবে কাজ করার জন্য গ্রুপ গঠন;
- শস্য সংরক্ষণের সুবিধা;
- জমাকৃত শস্যের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট তফসিলভুক্ত ব্যাংকের সংযুক্ত শাখার মাধ্যমে ঋণ প্রদানের সুবিধা;
- বিপণন বিষয়ক পরামর্শ সেবা প্রদান।

সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া ঃ

স্থানীয় গুদাম উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক জমাকৃত শস্যের বিপরীতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রাপ্ত ঋণের বিপরীতে নির্দিষ্ট হারে সুদ পরিশোধ করতে হয়।

১০) লাইসেন্সিং ও বিপণন সংক্রান্ত আইনের প্রয়োগ ঃ

কৃষি ও প্রাণিজ পণ্যের বিপণন ব্যবস্থা একটি দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার অন্যতম চালিকা শক্তি। আর সুষ্ঠু ও কার্যকরী বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন হয়ে পরে একটি শক্তিশালী আইনগত ভিত্তির। উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে বাজার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের সুযোগ কম থাকলেও উন্নয়নমুখী দেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে সময়ে সময়ে বাজার ব্যবস্থা এবং বাজারকারবারীদের কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করা অপরিহার্য হয়ে পরে।

প্রদত্ত সেবাসমূহ ঃ

অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রয়োগকৃত কৃষিপণ্য আইন, ১৯৬৪ (১৯৮৫ সনে সংশোধিত)-এর আওতায় কৃষক এবং খুচরা ব্যবসায়ী ছাড়া কৃষিপণ্যের সকল ধরণের ব্যবসায়ী বা বাজারকারবারীগণকে বিপণন লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

- বাজারকারবারীগণ ও ক্রেতা সাধারণের মাঝে কোন সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধানে আইনের আওতায় অত্র অধিদপ্তর মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করে থাকে।
- পরিমিত বাটখারা ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার বাজার কর্মকর্তার মাধ্যমে বাজারকারবারীগণ তাদের ব্যবহৃত বাটখারা এবং ভোক্তাগণ তাদের ক্রয়কৃত পণ্যের ওজন যাচাই করার সেবা গ্রহণ করতে পারেন।

সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া ঃ

- কৃষিপণ্যের বাজারসমূহের পরিস্থিতি ও সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক বাজার নির্বাচন করে তাকে প্রজ্ঞাপিত বাজার হিসাবে ঘোষণা দেয়া হয়।
- প্রজ্ঞাপিত কৃষিপণ্যের বাজারসমূহের বাজারকারবারীগণকে নির্দিষ্ট ফর্ম এর মাধ্যমে সরকার নির্ধারিত ফি প্রদান করে বিপণন লাইসেন্স এর জন্য আবেদন করতে হয়।
- অধিদপ্তর উক্ত আবেদন যাচাই করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিপণন লাইসেন্স ইস্যু করে।
- চাষী এবং খুচরা ব্যবসায়ীকে এই লাইসেন্সিং কার্যক্রম হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।
- ব্যবসায়ীগণ স্ব-প্রণোদিত হয়ে তাদের বাটখাড়া যাচাই এর জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা মার্কেটিং অফিসের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জন ও চ্যালেঞ্জ

২০১৯-২০ অর্থ বছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জন

- কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে সরাসরি কৃষকের অংশগ্রহণে ঢাকাস্থ মানিক মিয়া এভিনিউতে একটিসহ সারদেশের ৩৭টি জেলায় কৃষকের বাজার চালু করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ কালীন সময়ে নিরাপদ কৃষি বিপণন ব্যবস্থার অংশ হিসেবে খুলনা জেলায় হাতের মুঠোয় কাঁচাবাজার নামে মোবাইল এপ্স ভিত্তিক অনলাইন বিপণন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে এবং বিভিন্ন জেলায় ভ্রাম্যমান কাঁচাবাজার চালু করা হয়েছে;
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাভূক্ত মাঠ পর্যায়ের ৬৪টি জেলা অফিস ও ৪টি উপজেলা অফিস হতে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক ভিত্তিতে পাইকারী, খুচরা ও কৃষকপ্রাপ্ত বাজারদর সংগ্রহ ও সংকলন পূর্বক ওয়েবসাইট (www.dam.gov.bd) ও অন্যান্য মাধ্যমে ৬০,৮৭০ বাজার তথ্য ১২,০৬৫ বুলেটিন ও ৯১০ টি প্রতিবেদন আকারে প্রচার করা হয়েছে।
- কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, দরকষাকষির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ, কৃষি ব্যবসার উন্নয়ন, কৃষি পণ্যের ডিজিটাল মার্কেটিং ব্যবস্থার উন্নয়ন, সহজ বিজ্ঞাপন ও বাজার সংযোগের জন্য www.krishokerbazar.gov.bd নামে একটি অনলাইন প্লাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে;
- সুষ্ঠু ও আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রচলিত কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ এর যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে প্রায় ১০০০ টি নিয়ন্ত্রিত বাজারের প্রায় ৫০,০০০ জন কৃষিপণ্যের বাজারকারবারীদের মধ্যে লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন বাবদ সরকারী কোষাগারে প্রায় ১,৮৪০ লক্ষ টাকা জমা করা হয়েছে।
- কৃষকদের অভাবতাড়িত বিক্রয় রোধ করার জন্য শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ৮১টি গুদামের মাধ্যমে ৩০২৫ জন কৃষকের ৩০২৪ মেঃ টন শস্য জমার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট তফসিলী ব্যাংকের মাধ্যমে ৩৮৬ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে;
- অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক, প্রশাসনিক, কৃষি বিপণন, বাজার তথ্য, আইসিটি ইত্যাদি বিষয়ে সর্বমোট ৪২০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীরকে ৬০ ঘন্টা অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে থাইল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ড, মালোয়শিয়া, জার্মানিসহ বিভিন্ন দেশে মোট ১০ (দশ) জন কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।
- কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, বাজার সংযোগ স্থাপন ও কৃষকদের দরকষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচীর অধীনে প্রায় ২০০০ টি কৃষক গ্রুপ/কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে। এই সকল গ্রুপে সর্বমোট ৫০০০০ জন কৃষক সদস্য রয়েছেন।
- কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বাজার ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচীর আওতায় কর্তনোত্তর প্রযুক্তি, দেশীয় ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ, শাক-সব্জি ও ফল মূল প্যাকেটজাতকরণ, ফ্রেশকাট, মিক্সড সব্জি ও ফলমূল বিপণন, ব্যবসা ব্যবস্থাপনা দক্ষতা, মূল্য সংযোজন, উচ্চমূল্যের ফসল সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় ৯৫০০০ জন কৃষক/উদ্যোক্তা/বাজারকারবারী/সুপারশপ প্রতিনিধি/বাজার কমিটির সদস্যগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচীর অধীনে আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে ০৯টি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে;

- নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের বাজারদর ও কৃষি বিপনন তথ্য কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী ও সাধারণ ভোক্তাসহ সকল শ্রেণীর নিকট সহজলভ্য করার জন্য দেশব্যাপী ৬৪ টি জেলায় ৭০ টি ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ০৬টি গবেষণা শাখা ও অন্যান্য শাখা ও জেলা হতে থেকে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে কৃষিপণ্যের মূল্যভিত্তিক ৩০০টি প্রতিবেদন এবং প্রায় ২০০০০টি পোস্টার, হ্যান্ডবিল, স্টিকার, ব্রুশিয়ার, বুকলেট ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে;
- খুচরা বাজারে কৃষিপণ্যের বাজারমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখতে খুচরা, পাইকারী, আড়ৎদার, সুপারশপ ও অন্যান্য কৃষি ব্যবসায়ীদের সাথে আলাপ আলোচনা করে কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারন করা হয়েছে এবং তদানুযায়ী সারা দেশে বাজার মনিটরিং কার্যক্রম এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনা কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

বিশেষ অর্জন/স্বীকৃতি ঃ

- জাতীয় সবজি মেলা ২০১৯ এ অংশগ্রহণ করে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তৃতীয় স্থান অর্জন করে;
- পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় উন্নয়ন মেলায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিশেষ পুরস্কার লাভ।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের চ্যালেঞ্জসমূহ

বিপণনকে বলা হয় অদৃশ্যমান কিন্তু সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ কাজ। কৃষিপণ্যের বিপণন অত্যান্ত দূঢ়হ, জটিল ও চ্যালেঞ্জিং কাজ। পৃথিবীর সকল দেশের কৃষি বিপনে রয়েছে নানাবিধ সমস্যা। কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপণনে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের রয়েছে বহুমুখী চ্যালেঞ্জ। যেমন:

১) প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত জনবলের অভাব:

- দেশব্যাপী বিপণন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবলের অভাব।
- অনুমোদিত নিয়োগবিধি না থাকায় শূন্য পদে নিয়োগ কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।
- উপজেলা পর্যায়ে অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো নেই। ফলে সরাসরি কৃষকের সান্নিধ্যে গিয়ে তাদের সরাসরি সেবা প্রদান করা যাচ্ছেনা।
- জেলা পর্যায়ে মাত্র ০১ জন কর্মকর্তা এবং ১-২ জন জনবল দ্বারা কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ এর সুবিশাল বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তর পুনর্গঠন কার্যক্রমের আওতায় প্রস্তাবিত ৪,১৮৬টি পদের মধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২,৬০৪টি পদ (উপজেলাসহ) সৃজনের সম্মতি প্রদান করা হলেও চূড়ান্তভাবে মাত্র ৪০০টি পদ সৃজনের অনুমোদন পাওয়া গেছে। যার দ্বারা দেশব্যাপী বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করা দূঢ়হ ব্যাপার।
- উপযুক্ত জনবলের অভাবে বিপণন সংশ্লিষ্ট অগ্র ও পশ্চাদ সংযোগ, মূল্য সংযোজন, চাহিদা সরবরাহ, প্রক্ষেপণ, গ্রেডিং, প্রমিতকরণ, শ্রেণিকরণ, ব্র্যান্ডিং, সাপ্লাই চেইনসহ দল ও চুক্তি ভিত্তিক বিপণন সহায়তা পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছেনা।
- প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবে অস্থিতিশীল ও অস্বাভাবিক বাজার পরিস্থিতিতে তাৎক্ষনিক কার্যক্রম গ্রহণ অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

২) প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস-এর অভাব ঃ

- আধুনিক যুগোপযোগী বিপণন সেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস যেমনঃ নিজস্ব অফিস ভবন, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রয়োজনীয় যানবাহন, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, গ্রেডিং সর্টিং, প্যাকিং হাউজ, পর্যাপ্ত বাজার অবকাঠামোর সুবিধার অভাব।কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্য সংযোজনী কার্যক্রমে সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি ও লজিস্টিক্স-এর অভাব রয়েছে।
- নিরাপদ খাদ্য, কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষক, ল্যাব, মেশিনারিজ, বিভিন্ন উপকরণাদি ও লজিস্টিক সাপোর্টের অভাব রয়েছে।
- প্রক্রিয়াজাতকারী, কৃষি ব্যবসায়ী বিশেষ করে রপ্তানী সম্প্রসারনে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক্স এর ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে।
- নিরাপদ খাদ্য , কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চিতরণের প্রয়োজনীয় কারিগরী যন্ত্রাদি ও উপকরণের অভাব রয়েছে।
- পঁচনশীল কৃষিপণ্যের উদ্বৃত্ত অঞ্চল হতে ঘাটতি অঞ্চলে পরিবহনে পর্যাপ্ত সংখ্যক কুলিং ভ্যান, রিফার্ড ভ্যান বা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবহন ব্যবস্থার ঘাটতি রয়েছে।

৩) বিপণন বিষয়ে আধুনিক কারিগরী দক্ষতার অভাব ঃ

- আধুনিক প্রযুক্তিগত ও কারিগরী দক্ষতা সম্পন্ন জনবলের অভাবে যুগোপযোগী বিপণন সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না।
- আধুনিক কৌশলগত বিপণন এবং আন্তর্জাতিক বাজার ব্যবস্থা সম্পর্কে উন্নত প্রশিক্ষণের অভাবে কারণে কাঙ্খিত মাত্রায় রপ্তানী বাজার-এর উন্নয়ন সম্ভবপর হচ্ছে না
- আন্তজার্তিক বাজারে কৃষিপণ্যের অনুপ্রবেশ ও নতুন নতুন বাজারের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ঋঅঙ, ডঞঙ সহ অন্যান্য কৃষিপণ্য সংশ্লিষ্ট ব্যবসার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী কৃষিপণ্যের ব্যবসা সম্প্রসারণ করা সম্ভব হচ্ছেনা।

৪) নীতি ও আইনগত কাঠামোর দূর্বলতা ও সংস্কার ঃ

- কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ পাশ হলেও কৃষি বিপণন বিধিমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন থাকায় কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রদান, নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের মূল্য সহনীয় রাখা, কৃষি ব্যবসা সম্প্রসারণ , চুক্তিভিত্তিক বিপণন, সমবায় বিপণন সম্প্রসারনসহ কৃষিপণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধির মত গুরত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছেনা।
- কৃষিপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় আইনগত কাঠামোর দূর্বলতার কারণে এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না।
- কৃষক, উৎপাদক ও ভোক্তার স্বার্থ রক্ষার্থে আধুনিক বিপণন সহায়ক নীতি প্রণয়ন আবশ্যক।

৫) আন্তঃমন্ত্রণালয় ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ঃ

- কৃষি পণ্যের উৎপাদন, বিপণন, বানিজ্য সম্প্রসারণ, গবেষণা ও নীতি নির্ধারনের সাথে জড়িত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। উক্ত সমন্বয়হীনতার কারণে দ্রুত বিপণন সেবা কৃষক, ভোক্তা ও ব্যবসায়ীর নিকট পৌছানো সম্ভব হচ্ছেনা।
- উৎপাদক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী ও ভোক্তা পর্যায়েও সমন্বয় দূঢ়হ হয়ে পড়েছে।

৬) বিপণন অবকাঠামোর দূর্বলতা ঃ

- কৃষকের ন্যায্য মূল্য প্রদানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক এসেম্বল সেন্টার ও কৃষক মার্কেটের অভাব রয়েছে।
- কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু ও নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ শৃঙ্খল বজায় রাখার জন্য শীতলীকরণের সুযোগসহ প্রয়োজনীয় পরিবহন ব্যবস্থার অভাব রয়েছে।
- কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ-এর জন্য প্রয়োজনীয় কুল চেম্বার ও কোল্ড ষ্টোরেজ ইত্যাদির অভাব রয়েছে।
- গুরত্বপূর্ণ পঁচনশীল কৃষিপণ্য সংরক্ষণের জন্য বিশেষায়িত কুল চেম্বারের অভাব রয়েছে।
- কৃষকের দর কষাকষির সক্ষমতা অর্জনের মত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কৃষক সংগঠনের অভাব রয়েছে।
- গ্রামীণ কৃষকের প্রাথমিক কর্তনোত্তর ক্ষতি হ্রাসে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক হিমাগার বা স্বল্প মূল্যে সংরক্ষণ ব্যবস্থার ঘাটতি রয়েছে।
- ই-কৃষি বিপণন ব্যবস্থা না থাকায় মধ্যসত্ত্বভোগীদের দৌড়াত্ম নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছেনা।

অধিদপ্তরের কার্যক্রম

কৃষিপণ্য বিপণনে অনুসরণীয় কার্যক্রম
বসতবাড়িতে সংরক্ষণাগার নির্মাণ
পণ্য শ্রেণী বিন্যাস
উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ
দরকষাকষির সক্ষমতা
কৃষিপণ্য বিপণনে অনুসরণীয় কার্যক্রম
প্যাকেজিং
পণ্য পরিষ্কার করণ
বিপণন পরিকল্পনা প্রণয়ন
উদ্যোক্তা উন্নয়নে সহায়তা গ্রহণ
মোবাইল অ্যাপস ব্যবহার
প্রক্রিয়াজাতকরণ
ব্যয় প্রাক্কলন প্রস্তুত
ই-বিপণনের সুবিধা গ্রহণ
বাজার কারবারীদের সাথে সংযোগ স্থাপন
ই-সেবা গ্রহণ
দল ভিত্তিক বিপণন
বাজার অবকাঠামো ব্যবহার
কৃষি ভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন
বিপণন প্রশিক্ষণ গ্রহণ
হিসাব সংরক্ষণ
পণ্য বাছাইকরণ
বাজার সংযোগ স্থাপন
বাজার তথ্য সংগ্রহ
সঠিক সময় পণ্যকর্তন
কুল ভ্যান/কুল চেম্বার ব্যবহার
শস্য গুদামজাত করণ
সহজ শর্তে কৃষি ঋণ গ্রহণ

সদর দপ্তরের কার্যক্রম

বাজার সংযোগ শাখা

কার্যাবলী ঃ

- বাজার তথ্য সেবা সমৃদ্ধ ও জোরদারকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বাজারদর ও বাজার তথ্য কৃষক পর্যায়, পাইকারী ও খুচরা পর্যায় হতে সংগ্রহ, পণ্যের যোগান, পণ্যের সরবরাহ ও উৎপাদনের পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংকলন, সংরক্ষণ পূর্বক তা কৃষক, ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদের নিকট যথাসময়ে সরবরাহ ও প্রচারের ব্যবস্থা করা।
- কৃষিপণ্যের যোগান, চাহিদা ও বাজারদর নিয়মিতভাবে মনিটর করা এবং পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে বাজারদরের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ চিহ্নিত করে বাজারদর স্থিতিশীল রাখার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা।
- বিভিন্ন বাজারের বাজারদরসহ প্রয়োজনীয় তথ্য বেতার, টিভি এবং ওয়েব-সাইটসহ অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা। খাদ্য শস্যসহ বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ ফসলের মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতির সাপ্তাহিক পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা এবং প্রয়োজনবোধে মাসিক, বার্ষিক ও বিশেষ পর্যালোচনা প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করা।
- পণ্যের যোগান ও মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে ঢাকা শহরের বিভিন্ন পাইকারী ও খুচরা বাজার নিয়মিতভাবে মনিটরিং ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা।
- পণ্যের যোগান ও বাজারদরের মধ্যে কোন ধরণের অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হলে বাজারের ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে সমাধান করা।
- পাইকারী ও খুচরা বাজারদরের পার্থক্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে ফসলের উৎপাদন খরচ ও বিপণন ব্যয়ের আলোকে খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
- বাজার তথ্য শাখায় রক্ষিত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সরকারী/বেসরকারী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা।
- আন্তঃমন্ত্রণালয় ও আন্তঃসংস্থা আয়োজিত সভার জন্য তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন এবং প্রয়োজনবোধে মহাপরিচালকের পক্ষে সভায় যোগদান করা। কৃষি ব্যবসায়ী এবং নিরাপদ সবজি উৎপাদনকারী কৃষকদের তথ্য সংগ্রহ পূর্বক প্রকাশ করা।

প্রদানকৃত সেবাসমূহ :

- সকল জেলা সদর বাজারের প্রধান-প্রধান কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের পাইকারী, খুচরা ও কৃষকপ্রাপ্ত বাজারদরসহ অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ এবং কৃষক, ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ।
- জেলা ভিত্তিক প্রধান প্রধান ২০টি বাজারের কৃষক প্রাপ্ত/মৌসুমী ফসলের পাক্ষিক বাজারদর সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ এবং কৃষক, ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ।
- সকল জেলা সদর বাজারের প্রধান প্রধান কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের সাপ্তাহিক (সপ্তাহান্তর বুধবার) বাজারদর তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ এবং কৃষক, ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ।
- কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের সংরক্ষিত বাজারদর প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে চাহিদা অনুযায়ী গবেষণা কাজে ব্যবহারের লক্ষ্যে সরবরাহ।
- সকল জেলায় একটি করে নিরাপদ সবজি কর্ণার স্থাপন করে নিরাপদ ভাবে উৎপাদিত সবজির বিপণন ব্যবস্থা করা এবং কৃষক ও ভোক্তার মধ্যে যোগ সূত্র স্থাপন করা।

প্রাতিষ্ঠানিক সেবা:

৬৮টি বাজার হতে প্রধান প্রধান কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের পাইকারী ও খুচরা, ১২৮টি বাজার হতে কৃষকপ্রাপ্ত বাজারদর, জেলা ভিত্তিক প্রধান-প্রধান ২০টি বাজারের মৌসুমী ফসলের পাক্ষিক, জেলা সদর বাজারের প্রধান-প্রধান কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের সাপ্তাহিক বাজারদর তথ্য সংগ্রহ, সংকলন এবং সংরক্ষিত তথ্য সরকারের গুরত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়।

বাজার তথ্য সরবরাহ:

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর ও জেলা অফিস হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা যেমন- হাসপাতাল, পুলিশ, সিভিল সার্জন, সমাজসেবা অধিদপ্তর, কোল্ড স্টোরেজ মালিক ও কোল্ড স্টোরেজ এ্যাসোসিয়েশন, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, র‌্যাব, সেনাবাহিনী ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, বাৎসরিক ভিত্তিতে বাজারদরসহ

অন্যান্য বাজার তথ্য সরবরাহ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে অত্র শাখা হতে লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তরে সর্বমোট ১,১১৫টি পত্রের মাধ্যমে তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে।

ওয়েব সাইট এর মাধ্যমে বাজার তথ্য প্রচার ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের www.dam.gov.bd নামে একটি নিজস্ব ওয়েব-সাইট রয়েছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত সকল প্রকার বাজার তথ্য এই ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। এই ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন বাজার হতে সংগৃহীত পাইকারী ও খুচরা বাজারদর এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, বরিশাল, সিলেট ও খুলনার সদর বাজারের গুরত্বপূর্ণ ৩৬টি পণ্যের দৈনিক বাজারদর এর সাথে বিগত মাসের ও বছরের বাজারদরের তুলনামূলক পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে। সকল জেলা সদর বাজারের গুরত্বপূর্ণ কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের দৈনিক বাজারদর প্রতিবেদন সরাসরি ওয়েবসাইট এ প্রকাশ করা হচ্ছে। এই ওয়েবসাইট হতে যে কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান তার প্রয়োজনে বাজারদরসহ অন্যান্য বাজার তথ্য ডাউনলোড করে নিতে পারেন বিনামূল্যে।

যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন ঃ

অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার মূল্য প্রদর্শন ও পণ্যমূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে পণ্যের মূল্য পর্যালোচনা কালে কিছু-কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে পণ্যমূল্যের পার্থক্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার স্বার্থে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বিভিন্ন সময়ে পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী, সুপার শপ, সিটি কর্পোরেশন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সমন্বয়ে মতবিনিময় সভা করে থাকে। উক্ত সভাসমূহে পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে পণ্যের মূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, খুচরা পর্যায়ে চাল, ডাল, তেল ও চিনির ক্ষেত্রে পাইকারী মূল্যের সাথে ৮%, ফল, ব্রয়লার মুরগী ও ডিম ১২%, কক/সোনালী ১৫%, পিয়াজ, রসুন, আদা ও আলু ২০% এবং কাঁচা মরিচ ও সকল প্রকার পঁচনশীল শাকসব্জীতে ৩০% অতিরিক্ত মূল্য (বিপণন ব্যয়+মুনাফা) যোগ করে যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করে কারওয়ান বাজার, নিউমার্কেট, মোহাম্মদপুর টাউনহল ও মিরপুর-১নং বাজারের ব্যবসায়ী সমিতিকে প্রতিদিন প্রতিবেদন প্রদান এবং যৌক্তিক মূল্য অনুযায়ী ক্রয় বিক্রয়ের জন্য খুচরা ব্যবসায়ীদের অনুরোধ ও ব্যবসায়ী সমিতির সাথে যৌথভাবে বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে। তাছাড়া অনুরুপভাবে সুপারশপ আগোরা, স্বপ্ন, মিনা বাজার ও প্রিন্স বাজারকে নির্ধারিত যৌক্তিক মূল্যে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করার জন্য যৌক্তিক মূল্যের তালিকা প্রেরণ ও বাজারদর মনিটরিং করা হচ্ছে।

বাজারসমূহের তদারকি প্রতিবেদন প্রণয়ন ঃ

বাজার তথ্য শাখা হতে মাসিক ভিত্তিতে ৬৪টি জেলার প্রধান-প্রধান বাজারসমূহ পরিদর্শন করে বাজারসমূহের তদারকি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নিয়মিতভাবে বাজার পরিদর্শন করেন। বাজার পরিদর্শন কালে কর্মকর্তাগণ বাজারে কৃষিপণ্যের সরবরাহ ও মজুদ এবং বাজারের সার্বিক পরিস্থিতি নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। প্রতিবেদনে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে (মাসিক ভিত্তিতে) দেশের সকল জেলার পরিদর্শিত বাজারের সংখ্যা ৩,২৮০টি (প্রায়), প্রধান প্রধান আমদানীকৃত পণ্যের নাম ও পরিমাণ, বিভিন্ন জেলাসমূহে পণ্যসমূহের সরবরাহ পরিস্থিতি জানা যায। চবংঃরপরফব/ঐবৎনরপরফব/ঋড়ৎসধষরহব/ঈধৎনধরফব-এর ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মতবিনিময় সভার সংখ্যা ১,২০২টি, যৌক্তিক মূল্য ও মেট্রিক পদ্ধতি বাস্তবায়ন বিষয়ক সভার সংখ্যা ১,০৫৮টি। সর্বোপরি বাজারে সার্বিক পরিস্থিতি প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়।

কোল্ড স্টোরেজ ও গুদামসমূহ তদারকি প্রতিবেদন ঃ

কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অন্যতম দায়িত্ব বাংলাদেশের সকল গুদাম তদারকি করা। বাজার সংযোগ শাখা দেশের সকল জেলার গুদামসমূহের তদারকি প্রতিবেদন মাসিক ও বার্ষিক ভিত্তিতে প্রস্তুত করে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে পরিদর্শিত কোল্ড স্টোরেজের সংখ্যা ১,২১২টি, পরিদর্শিত গুদামের সংখ্যা ২,৯৯২টি, কোল্ড স্টোরেজ/গুদামের ধারণক্ষমতা, সংরক্ষণকৃত পণ্যসমুহের নাম, কোল্ড স্টোরেজ/গুদামে সংরক্ষিত পণ্যের পরিমাণ এ সকল তথ্য সন্নিবেশিত থাকে।

কৃষিপণ্যের মূল্যের হ্রাস/বৃদ্ধির প্রতিবেদনঃ

কৃষিপণ্যের মূল্য প্রতিনিয়তই উঠানামা করে। মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে কৃষিপণ্যের মূল্যের হ্রাস/বৃদ্ধির প্রকৃত কারণ জানা প্রয়োজন। এই বিবেচনায় বাজার সংযোগ শাখা মাসিক ভিত্তিতে পণ্যের হ্রাস/বৃদ্ধির প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। প্রতিবেদনে দেশের সকল জেলার বাজারে মূল্য বৃদ্ধি/হ্রাস প্রাপ্ত পণ্যের নাম, পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস পাওয়ার কারণ, করণীয় সম্পর্কে জেলা কর্মকর্তা এবং বিভাগীয় কর্মকর্তার মতামত প্রতিফলিত হয়।

সাপ্তাহিক মূল্য পরিস্থিতি প্রতিবেদন প্রণয়ন ঃ

বাজার সংযোগ শাখা হতে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ঢাকা চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর সদর বাজারের গুরত্বপূর্ণ ৩৬টি কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের বাজারদর এর সাথে একই সময়ের মাসিক ও বাৎসরিক মূল্য পরিস্থিতি, সরবরাহ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। এই প্রতিবেদনে গুরত্বপূর্ণ পণ্যের বাজারদরের হ্রাস/বৃদ্ধি, হ্রাস/বৃদ্ধির হার, হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ ও সরবরাহ পরিস্থিতি বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। সাপ্তাহিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা প্রতিবেদন তৈরী ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে এই প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়ে থাকে।

এছাড়াও বাজার সংযোগ শাখা হতে গুরত্বপূর্ণ ২০টি জেলার অতিপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারদরের সাপ্তাহিক পরিস্থিতি বিষয়ক পর্যালোচনা প্রতিবেদন তৈরী করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনে গুরত্বপূর্ণ ২০টি কৃষিপণ্যের সাপ্তাহিক বাজারদরের সাথে একই সময়ের মাসিক ও বাৎসরিক বাজাদরের হ্রাস/বৃদ্ধির বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। উভয় প্রতিবেদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের অবগতি ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনার জন্য প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

বাজার মনিটরিং এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা ও টাস্কফোর্স সভায় যোগদান ঃ

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজারদর সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রতি কর্মদিবসে ঢাকা মহানগরীর ০৮টি বাজার মনিটরিং করছেন। এই বাজারগুলোর মধ্যে ০৪টি হতে পাইকারী ও অন্য ০৪টি হতে খুচরা বাজারদরসহ অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। বাজার মনিটরিং এর উদ্দেশ্য হলো বাজারদর সংগ্রহ, বাজাদরের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ চিহ্নিতকরণ, এলাকা ভিত্তিক পণ্যের যোগান সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সঠিক মূল্যে পণ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা। বাজারদর পর্যবেক্ষণে দেখা যায় কিছু কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে মূল্যের পার্থক্য অনেক বেশী যা ভোক্তা সাধারণ অবগত নয়। ভোক্তা সাধারণকে অবগত/সচেতন করার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত মনিটরিং টিমে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের একজন করে কর্মকর্তা প্রতি কর্মদিবসে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রেখেছেন। জেলা পর্যায়ে মনিটরিং এর অংশ হিসেবে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ প্রতিদিন জেলা সদর বাজারের পাইকারী ও খুচরা বাজার পরিদর্শন করছেন। দ্রব্য মূল্যের অস্বাভাবিক হ্রাস/বৃদ্ধি রোধকল্পে জেলা বাজার কর্মকর্তাগণ জেলা দ্রব্যমূল্য মনিটরিং টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য হিসেবে তাঁদের দায়িত্ব পালন অব্যাহত রেখেছেন। দ্রব্য মূল্য মনিটরিং এর অংশ হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত দ্রব্যমূল্য পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং সেল এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সাথে এই দপ্তর নিবিড়ভাবে দায়িত্ব পালন করে আসছে।

নীতি ও পরিকল্পনা শাখা

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্থায়ী সংস্থা হিসেবে কৃষিপণ্যের বাজার তথ্য, গবেষণা, মার্কেট রেগুলেশন ও বাজার সম্প্রসারণ কার্যক্রম দ্বারা বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা ও ভোক্তাসেবা প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষি বিপণন ব্যবস্থা গতানুগতিক ধারা থেকে আধুনিক বাণিজ্যিকিকরণ ধারা সৃষ্টির লক্ষ্যে এই অধিদপ্তরের নীতি ও পরিকল্পনা শাখার মাধ্যমে নানামূখী কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, পণ্য সংরক্ষণাগার ও বাজার অবকাঠামো নির্মাণ, বাজার তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়ন ও দলগত বিপণন ব্যবস্থা জোরদারকরণসহ প্রযুক্তি নির্ভর বিপণন সেবা সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিভিন্ন আংগিকে কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে, যা সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

কার্যাবলী ঃ

- উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন করা ;
- বার্ষিক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, মাসিক, ত্রৈমাসিক, বাৎসরিক অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরী ও প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তদারকি ;
- উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তব কর্মসূচী প্রণয়ন, অর্থ বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ ও যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা ;
- অধিদপ্তরের আওতাধীন কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের পাইকারী বাজার অবকাঠামোর তদারকি ও ব্যবস্থাপনা করা ;
- কৃষি মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।
- অধিদপ্তরের বাস্তবায়িত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় চলমান প্রকল্প ও কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম মনিটরিং ও পরামর্শ প্রদান।
- সরকারের বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা, প্রকল্প-কর্মসূচী গ্রহণ করা।

মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভা ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নীতি ও পরিকল্পনা শাখার মাধ্যমে অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচীর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ে মাসিক এডিপি সভা আয়োজন করা। উক্ত মাসিক এডিপি সভায় প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা, বিভাগীয় উপ-পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক ও কর্মসূচী পরিচালকগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন। সভায় প্রকল্প ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমস্যা, কাজের অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়াদি আলোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরবর্তী সভায় তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে মোট ১২টি এডিপি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত ১২টি এডিপি সভায় মোট ১৮৫টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গৃহীত ১৮৫টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ১৮২টি বাস্তবায়ন করা হয়। অবশিষ্ট ০৩টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন চলমান আছে।

অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্প/কর্মসূচী ঃ

অধিদপ্তরের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ০৩টি প্রকল্প ও ০২টি কর্মসূচী চলমান ছিল। এছাড়া ২০১৯-২০ অর্থ বছরে এডিপি'র সবুজ পাতাভূক্ত ০৫টি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন ছিল।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের উন্নয়ন বাজেটঃ

১. উন্নয়ন বাজেট ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	আর্থিক অগ্রগতি (%)
০১।	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) জুলাই,২০১৮ থেকে জুন,২০২৪ পর্যন্ত	৩৮৩৬.০০	৩৪২১.০০	৩২০৮.০০ ৯৩.৭৭%
০২।	বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প ১লা অক্টোবর, ২০১৮ হতে ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত।	২০০০.০০	২৪৫.০০	২৪২.১০ ৯৮.৮২%
০৩।	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প ১লা জুলাই ২০১৯ হতে ৩০শে জুন ২০২৪ পর্যন্ত	০.০০	২৯৬.০০	২৯৫.৭৭ ৯৯.৯২%

২. রাজস্ব বাজেটে অর্থায়নকৃত কর্মসূচি ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	আর্থিক অগ্রগতি (%)
০১।	অনলাইন প্রাইস মনিটরিং সংক্রান্ত ইলেকট্রনিক ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন কর্মসূচি জুলাই,২০১৭ হতে ৩০ জুন,২০২০ পর্যন্ত	২০.৫০	২০.৫০	২০.৪৮ (১০০%)
০২।	কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কাঁঠালের বহুমূখী ব্যবহার সম্প্রসারণ কর্মসূচি জুলাই,২০১৯ হতে ৩০ জুন,২০২১ পর্যন্ত	১১১.০০	১১১.০০	১১০.৪৭ (৯৯.৫২)

ফিল্ড সার্ভিস

ফিল্ড সার্ভিস শাখার গুরত্বপূর্ণ কার্যাবলী:

- মহাপরিচালককে সার্বিক কাজে সহায়তা করা
- অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাদের ছুটি,বদলি, টাইম স্কেল/সিলেকশন গ্রেড সংক্রান্ত সুপারিশ মধ্যে মহাপরিচালক বরাবর অগ্রগামীকরণ;
- মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোতে বাজেট বরাদ্দ বিধি অনুযায়ী খরচের বিষয়টি নিশ্চিত করা;
- বছর ভিত্তিক অডিটের ব্যবস্থা করা;
- মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলো নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান;
- বাজার তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার করার নিমিত্ত আইসিটি ও কম্পিউটার সামগ্রী সংক্রান্ত যাবতীয় হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সরবরাহ ও নেটওয়ার্কিং কার্যক্রম সচল রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের প্রশাসনিক ও আর্থিক সকল কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে মহাপরিচালককে সার্বিক সঙ্গে সহায়তা করা;
- মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোতে কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান নিশ্চিত করা;
- মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলো থেকে সদর দপ্তরে প্রেরিতব্য প্রতিবেদনগুলো যথা সময়ে প্রেরণ নিশ্চিত করা ;
- মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত অধিদপ্তরের অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন করা;

গবেষণা শাখা

গবেষণা শাখার নিয়মিত কার্যাবলী

- গুরুত্বপূর্ন কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ ও অর্থনৈতিক লাভ লোকসান নিরূপন করা;
- গুরুত্বপূর্ন কৃষিপণ্যের মূল্য বিস্তৃতি, ভোক্তা পর্যায়ে বিপণন খরচ ও বিপণন মার্জিন নিরূপন করা;
- কৃষিপণ্যের মাসিক মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতির উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- মাসিক প্রাপ্ত বাজার দরের ভিত্তিতে গড় বাজার দর প্রস্তুত করা;
- গুরুত্বপূর্ন কৃষিপণ্যের মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- গুরুত্বপূর্ন কৃষিপণ্যের উৎপাদন, সরবরাহ, উদ্বৃত্ত, ঘাটতি পরিস্থিতি এবং সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;
- পণ্যের সরবরাহ, বিপণনজনিত সমস্যা চিহ্নিত ও উহার সমাধানকল্পে পরামর্শ প্রদান;
- কৃষিপণ্যের সরবরাহ বিঘ্নিত হলে, মূল্য কম/বৃদ্ধি বা কোন বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সেই পণ্যের পরিস্থিতি প্রতিবেদন (situation report) প্রস্তুত করে তা সরকারকে অবহিত করা।

গবেষণা শাখা ভিত্তিক বিশেষায়িত কার্যাবলী

গবেষণা শাখা -১ (খাদ্য শস্য এবং ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় ফসল) এর কার্যাবলী

- আমন, বোরো ও গম মৌসুমে ধান, চাল ও গমের সরকার কর্তৃক সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে উৎপাদন খরচের ব্যয় প্রাক্কলন প্রস্তুত করে তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা;
- নিয়মিতভাবে ধান, চাল, গম, আটা ও ভূট্টা ফসলের মাসিক পরিস্থিতির প্রতিবেদন তৈরী করা হয়;
- সারা দেশের সাপ্তাহাম্ভিক বাজার দর সংকলনের মাধ্যমে ধান, চাল, গম ও ভুট্টা এর জাতীয় গড় বাজার দর পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা;
- মাসিক ভিত্তিতে মোটা চাল ও গম এর জাতীয় গড় বাজার দর প্রস্তুত করে বিভিন্ন সংস্থায় প্রেরণ করা;
- মাসিক ভিত্তিতে মোটা চাল, লাল গম ও খোলা আটার জাতীয় গড় বাজার দরের প্রতিবেদন খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারন ইউনিট, খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা;
- সময় সময় কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে চাহিত তথ্য অনুসারে ধান, চাল ও গমের বাজার দর সরবরাহ ও আমদানি পরিস্থিতির উপর সার্বিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- ৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী খাদ্য শস্যের বাৎসরিক জাতীয় গড় বাজার দর প্রস্তুত করা হয়;

ডাল- কলাই, তৈলবীজ ও মসলা জাতীয় ফসল

- জাতীয় পর্যায়ে ডাল, কলাই, তেল ও মসলার মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়;
- পেয়াজ, আদা ও রসুন এর উৎপাদন খরচ নির্ণয় করে ওয়েব সাইটে প্রকাশ;
- ডাল, কলাই, তেল ও মসলার সাপ্তাহিক, মাসিক জাতীয় গড় বাজার দর হ্রাস-বৃদ্ধি এবং তুলনামূলক তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন তৈরী করা হয়;
- ৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ডাল, কলাই, তেল ও মসলার বাৎসরিক জাতীয় গড় বাজার দর প্রস্তুত করা হয়;
- মৌসুম ভিত্তিক বিভিন্ন প্রকারের ডাল, মসলা জাতীয় পণ্য বিশেষ করে পেঁয়াজ, রসুন ও আদার উৎপাদন খরচ, মূল্য বিস্তৃতি, চাহিদা ও সরবরাহ পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রেরণ করা হয়;
- পবিত্র রমজান মাস এবং ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আজহা এর সময়ে ছোলা, বুটের ডাল, মসুর ডাল, খেসারী ডাল, সয়াবিন তেল ও অত্যাবশ্যকীয় মসলার বাজার দর সহনীয় পর্যায়ে রাখার নিমিত্ত মহানগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পাইকারী বাজারের ব্যবসায় সমিতির সাথে মত বিনিময় করা হয়।

গবেষণা শাখা-২ (অর্থকরী ফসল এবং প্রাণীজ ও মৎস্য সম্পদ) এর কার্যাবলী
বাজার দর ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রণয়নঃ

- পাট, তামাক ও তুলা জাতীয় অর্থকরী ফসলের জেলা পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে খুচরা ও পাইকারী বাজার দরের প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- ইউরিয়া, টিএসপি, এমপি, দস্তা, জিপসাম, গোবরসহ জৈব ও অজৈব সারের ৬৪টি জেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পাইকারী ও খুচরা বাজারদরের সাপ্তাহিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- ৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অপ্রধান কৃষি পণ্যের যেমন- বাঁশ, নারিকেল, তেঁতুল, মধু, বনজ এবং জ্বালানি কাঠ প্রভৃতির খুচরা বাজারদরের মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- ৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ভেষজ (যেমন- আমলকী, হরতকী, নিমপাতা, মেহেদী পাতা ইত্যাদি) কৃষিপণ্যের মাসিক খুচরা বাজার দর প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।

কৃষিপণ্যের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ

প্রতি বছর কৃষক পর্যায় হতে তামাক কোম্পানী ও ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক তামাক ফসলের ক্রয়কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সহায়তার জন্য ১৯৭৭ সনে গঠিত কৃষি মূল্য উপদেষ্টা কমিটির সভা আহবানের মাধ্যমে প্রতি বছর তামাক ক্রয় বিক্রয় মৌসুমের পূর্বেই তামাক ফসলের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ করা হয়। নির্ধারিত মূল্যে তামাক ক্রয়-বিক্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ক্রয় কেন্দ্রসমূহে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সর্বনিম্ন মূল্য প্রদর্শণের পাশাপাশি লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে চাষী পর্যায়ে অবহিত করা হয়। এছাড়াও তামাকের উৎপাদন ও কিউরিং বিষয়ে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সম্মতি নির্দেশনা (Compliance Guideline) উন্নয়নের নিমিত্ত একটি সাব কমিটি গঠন করা হয়েছে যার কার্যক্রম চলমান আছে। তাছাড়া, দেশে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার তামাক ফসলের গ্রেডিং পূনঃ নির্ধারণের জন্য গঠিত সাব কমিটির কার্যক্রম চলমান আছে। পাশাপাশি তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তুলা ফসলের মূল্য নির্ধারণী সভায় অত্র অধিদপ্তর তার যথাযথ ভূমিকা রেখে আসছে।

প্রাণীজ ও মৎস সম্পদ

৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে প্রাণীজ ও মৎস্য সম্পদ এর তথ্য নিয়মিতভাবে সংগ্রহের মাধ্যেমে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও বাৎসরিক ভিত্তিতে জাতীয় পাইকারী গড় বাজারদর, তুলনামূলক বিবরণী, হ্রাস-বৃদ্ধির পর্যালোচনা প্রতিবেদন, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বাজারদর প্রস্তুতকরণ এবং উৎপাদন বিশেষায়িত জেলা চিহ্নিত করে পণ্যের উৎপাদন খরচ, বিপণন ও মূল্য বিস্তৃতি ভোক্তা ও পর্যায়ে বাজারদর সহনীয় রাখার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে জাতীয় পর্যায়ে মোরগ-মুরগী ও মাছের উৎপাদন খরচ, বিপণন ও মূল্য বিস্তৃতি সম্পর্কে অবগত/ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন পাইকারী ও খুচরা বাজারের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, উৎপাদক, আড়ৎদার, মোরগ-মুরগী ব্যবসায়ী, মাছ ব্যবসায়ী, ভোক্তা, প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও অত্র অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে ভোক্তা পর্যায়ে বাজারদর যৌক্তিক ও সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে বাজার মনিটরিং, বাজারে মূল্য প্রদর্শন, মেট্রিক পদ্ধতির বাস্তবায়ন ও ওজনে কারচুপি/প্রতারণা থেকে রক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। বাজারগুলিতে বাজার কমিটি কর্তৃক তদারকী ও সমন্বয় অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করা, যাতে ভোক্তা যৌক্তিক ও সহনীয় পর্যায়ে পণ্য ক্রয় করতে পারেন সে বিষয়ে নিয়মিত মনিটর করা হয়।

গবেষণা ও নীতি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম

IFPRI পরিচালিত Food Security এবং Climate change readiness assessment সংশ্লিষ্ট তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ এবং বিশ্লেষণী কার্যে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আত্ততাধীন FPMU কর্তৃক প্রণীত খাদ্য নীতি ও Country Investment Plan (CIP)- এর উপর পরিচালিত মনিটরিং কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ততা রয়েছে।

গবেষণা শাখা -৩ (শাকসবজি ও ফলমুল) এর কার্যাবলী

- মৌসুম ভিত্তিক শাক-সব্জির উৎপাদন খরচের ব্যয় প্রাক্কলন প্রস্তুত করা;
- মাসিক ভিত্তিক বিভিন্ন শাক-সব্জির পাইকারী ও খুচরা এবং বিভিন্ন ফলের পাইকারী জাতীয় গড় বাজার দর পরিস্থিতির পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- আলু উৎপাদন মৌসুমে হিমাগারে আলু সংরক্ষণের নিমিত্ত ঋণ প্রদানের সুবিধার্থে চলতি মূলধনের পরিমাণ নির‍ূপণের জন্য বর্তমান বাজারদর বিভিন্ন সংস্থা/ব্যাংকে সরবরাহ করা;
- শাক সব্জি জাতীয় ফসলের উৎপাদন খরচ নির্ণয় ও ওয়েব সাইটে প্রকাশ;
- আলু ফসলের উৎপাদন, বিপণন, সংরক্ষণ পরিস্থিতির উপর সার্বিক প্রতিবেদন প্রকাশ এবং প্রতি মাসে সারাদেশের আলু খালাসের প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- প্রতি বছর সারাদেশের হিমাগারের সংখ্যা, ধারণ ক্ষমতা ও সংরক্ষণের প্রতিবেদন প্রস্ত্তত করে মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন সংস্থায় প্রেরণ করা।

গবেষণা শাখাসমূহের অন্যান্য কার্যাবলী

- কৃষি বিপণন প্রক্রিয়ায় পণ্যের অবচয় ও ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এবং এর কারণ ও প্রতিকার নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সমীক্ষা পরিচালনা করা;
- মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতি সংক্রান্ড় সাপ্তাহিক, মাসিক, বার্ষিক ও বিশেষ পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পাদন করা;
- ফসলের সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- কৃষি পণ্যের সংরক্ষণ, পরিবহন এবং মিলিং সংক্রান্ড় যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও সংরক্ষণ করা;
- বার্ষিক অর্থনৈতিক সমীক্ষা সংক্রান্ড় যাবতীয় কাজ সম্পাদন এবং প্রয়োজনে খাদ্যশস্যসহ অন্যান্য ফসলের বিশেণ্ণষণমূলক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- বিভিন্ন ফসলের নির্ধারিত জমির লক্ষ্যমাত্রা, অর্জিত জমির পরিমান, মাঠে ফসলের অবস্থা, প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান, সম্ভাব্য উৎপাদন এবং জেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাগন কর্তৃক প্রেরিত এতদ্‌সংক্রান্ড় যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- বাজার দর নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা, মূল্যের গতিধারা এবং বাজারজাতকরণ সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- বিভিন্ন কৃষিপণ্যের জমি, উৎপাদনের পরিমান ও আমদানি/রপ্তানির পরিসংখ্যান বিশেণ্ঢষনপূর্বক বাৎসরিক চাহিদা, মাথাপিছু প্রাপ্যতা নিরূপণ এবং চাহিদার পূর্বাভাস (Forecasting) সংক্রান্ড় প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে কৃষিপণ্যের সরবরাহ, মূল্য পরিস্থিতি ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে সীমিত আকারে সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রশ্নমালা প্রণয়ন, বিতরণ, সংগ্রহ এবং তথ্য বিশেণ্ঢষণ পূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন কাজ সম্পাদন করা;
- কৃষি পণ্যের বিপণন, গবেষনা এবং সমীক্ষা সংক্রান্ড় যাবতীয় কাজ সম্পাদন ও তত্ত্বাবধান করা;
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিরীখে আন্ড়র্জাতিক বাণিজ্যে সর্বোচ্চ সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের সুপারিশ করা;
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতিমালার নিরীখে দেশীয় পণ্যের বাণিজ্যিক প্রসারের জন্য আন্ড়র্জাতিক বাজারে পণ্যের উৎপাদন, চাহিদা, মূল্য ও ট্যারিফ সংক্রান্ড় তথ্য সংগ্রহসহ প্রতিবেদন তৈরী ও সরকারকে সুপারিশ করা।

উল্লেখযোগ্য কৃষি পণ্যের বিপণন চিত্র

ধান এর কৃষকপ্রাপ্ত বার্ষিক জাতীয় পাইকারী গড় বাজারদর

(টাকা/কুইন্টাল)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
বোরো মোটা	১৪১৩	১৮৭০	২১২৪	১৮৮৮	১৭৩২
বোরো মাঝারী	১৬২৮	২০৩৮	২৪৪৪	২১৬৬	১৯৮৩

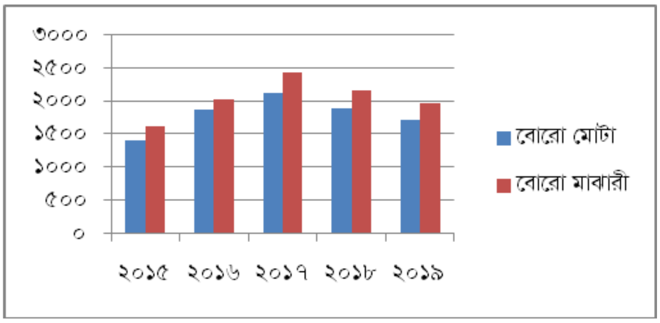

চালের বার্ষিক জাতীয় পাইকারী গড় বাজারদর

(টাকা/কুইন্টাল)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
চাল মোটা	২৬৩৫	২৬৮০	৩৭১৮	৩৪৬৯	২৭৪৫
চাল মাঝারী	৩৩২৮	৩৩৬৮	৪৩৭৯	৪১৮৩	৩৪৮৮
চাল সরু	৪১১৬	৪১৮০	৫০৪৯	৫১৮৮	৪৫৪১

চালের বার্ষিক জাতীয় খুচরা গড় বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
চাল মোটা	২৯	২৯	৪০	৩৭	৩০
চাল মাঝারী	৩৬	৩৬	৪৬	৪৪	৩৭
চাল সরু	৪৪	৪৪	৫৩	৫৫	৪৮

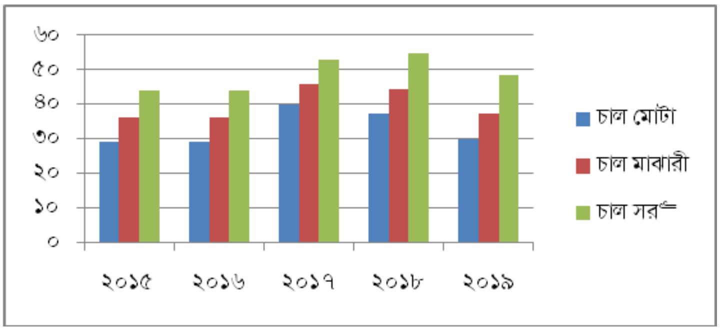

গম এর তুলনামুলক বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
কৃষক প্রাপ্ত	২০	১৯	২০	২১	২৩
পাইকারী	২২	২০	২২	২৩	২৫
খুচরা	২৪	২৩	২৪	২৫	২৭

ভুট্টার তুলনামুলক বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
কৃষক প্রাপ্ত	১৫	১৫	১৬	১৭	১৮
পাইকারী	১৭	১৭	১৭	১৯	১৮
খুচরা	২০	২০	২০	২২	২১

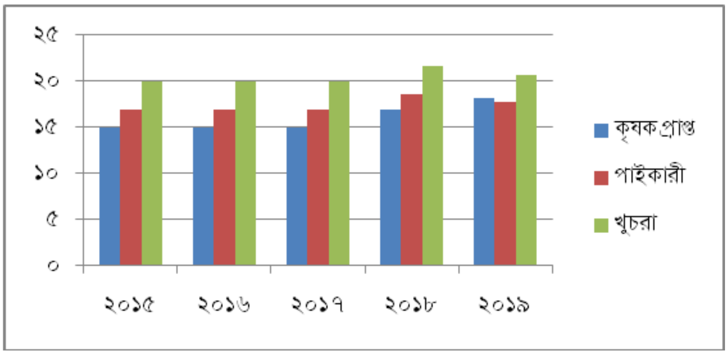

মসুর ডালের তুলনামুলক গড় বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
কৃষক প্রাপ্ত	৮৭	৭৬	৫৯	৫৬	৬৯
পাইকারী	১১০	১২৯	১০৫	৮৩	৯০
খুচরা	১১৯	১৩৯	১২১	৯২	১০০

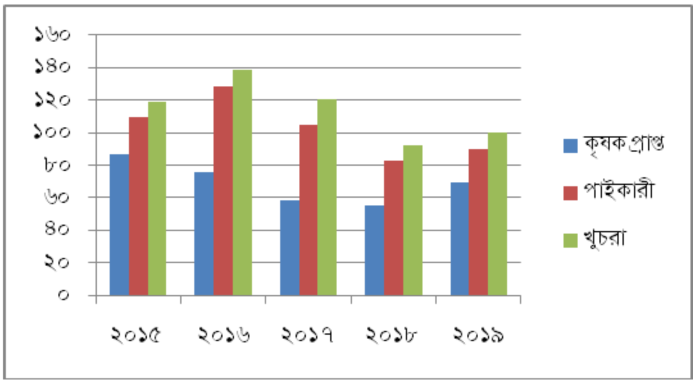

তেল ও মসলা জাতীয় ফসলের বার্ষিক জাতীয় কৃষক প্রাপ্ত গড় বাজার দর

(টাকা/কুইন্টাল)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
পেঁয়াজ	৩৩৫৬	৩৩৬১	৪১০৯	৩৩৯৫	৬৬১০
রসুন	৭০৬৬	৬৯৬৯	৫৫৪৯	৩৮৬৯	১১১৮৯
আদা	৭৪৬১	৬৫০৯	৭৩৪২	৭৯৮৩	১৩০০৩
শুকনা মরিচ	১৭২৫০	১৩১০৭	১৩৩০০	১৪০৭৮	১৮৭১৩
হলুদ	১৩৫০০	১২৫০২	১২৩৯৫	১১৮৯১	১১৩৬৭
ধনিয়া	৮৪৭৯	১০৯৫৫	৬৮৮৩	৭৬২৯	৮৩৯৮
সরিষা (তৈল বীজ)	৪৩৩৫	৪৫০২	৪৮৬৮	৪৯৬৬	৪৮১০

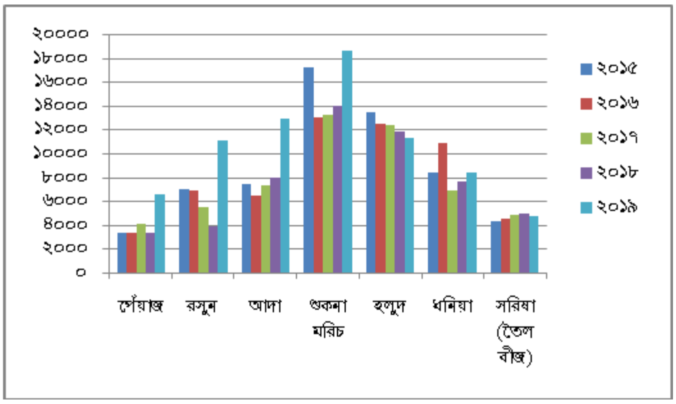

তেল ও মসলা জাতীয় ফসলের বার্ষিক জাতীয় পাইকারী গড় বাজার দর

(টাকা/কুইন্টাল)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
পেঁয়াজ	৪০০৮	২৭১৮	৩৫৩১	৩৬৭৭	৪৯৪৩
রসুন	৫৯৭৪	৭০৯১	৮৫৮০	৪৪৩৪	৯০০২
আদা	৯৩৯৩	৭৪৪৯	৬৯৭৮	৮৬৫১	১২৬৬০
শুকনা মরিচ	১৪৪৪২	১৫২৯২	১৪৬০১	১৫৪৪০	১৬৬৫৮
হলুদ	১৩৫৩৪	১৩৭০৩	১৩৫৯৬	১২৯৫৮	১২৬৭৬
ধনিয়া	১৩৩৯১	৯২১৯	৮০১২	৮৮৪২	৯৩৯১
সরিষা (তৈল বীজ)	৪৬৬৩	৪৬২৯	৪৯৩৬	৫২৩৩	৪৮৭৪

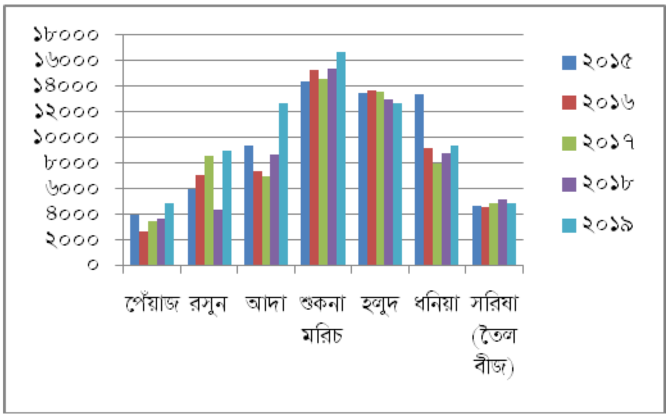

তেল ও মসলা জাতীয় ফসলের বার্ষিক জাতীয় খুচরা গড় বাজার দর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
পেঁয়াজ	৪০	৩২	৪০	৪৩	৫৬
রসুন	৭২	১২৯	১০৩	৫৫	১০৪
আদা	৬৬	৯১	৮৮	১০২	১৪৫
শুকনা মরিচ	১৬৫	১৭৩	১৬৬	১৭২	১৮২
হলুদ	১৫১	১৫২	১৫০	১৪৭	১৩৯
ধনিয়া	৬০	১০৯	৯৬	১১০	১০৯
সরিষা (তৈল বীজ)	৫৮	৫৯	৬০	৬২	৬০

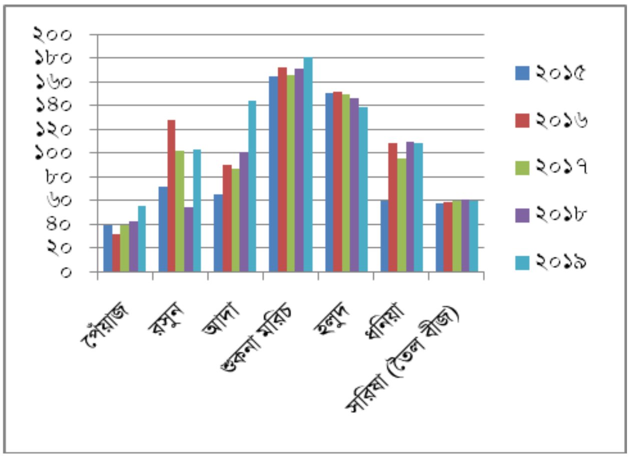

প্রাণিজপণ্যের বার্ষিক জাতীয় কৃষক প্রাপ্ত গড় বাজারদর

(টাকা/কুইন্টাল)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
মোরগ মুরগী মাঝারী	২৬৫২০	২৮১০৯	২৯৭০১	৩১৭৮৯	৩৪১৭৬
মোরগ মুরগী ফার্ম	১২৩০১	১২৮৪০	১২৩১২	১১৭৫৫	১১১৬৮
রুই মাঝারি	২০৮৫৪	২১৮১১	২২৫৪৯	২২১০৩	২৩৭১৫
কাতল মাঝারি	১৯২৩৫	২০৫৬৪	২০৮৮১	২০৪২৯	২২০১৪
পাংগাস ছোট	১০১২৯	১০২৪৬	৯৭৬০	১০২৩৯	১০৭০২
ইলিশ	৫২০৯২	৫৪২৪৫	৫৩৫৪৪	৩০২৪৩	৪৮৯৩৮

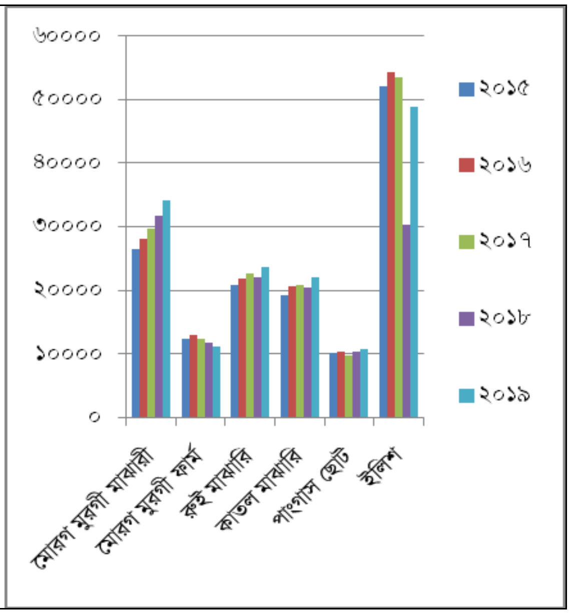

প্রাণিজপণ্যের বার্ষিক জাতীয় পাইকারী গড় বাজারদর

(টাকা/কুইন্টাল)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
মোরগ-মুরগী দেশী	২৮৫২৫	২৯৪৯১	৩০৫৯২	৩২৩৪৮	৩৪৬৬১
মোরগ-মুরগী ফার্ম	১২৫৩৬	১৩০৪৫	১২৫১২	১১৮৫৬	১১৮১৪
গরুর মাংস	৩৩২৭৫	৩৭৯৯৭	২৬৮২১	৪১৮৮৪	৪৭৭৯৯
রুই মাঝারী	২৮৮৭৩	২৯১৮৩	২৯৪০৬	২৯৩৩৬	২৯৯৯১
কাতল মাঝারী	২৬৮০৯	২৭৪২৮	২৭২৬২	২৭৮৪৭	২৯০৮৬
পাংগাস ছোট	৯৬৫৮	৯৭২৬	৯২৩৭	৮৮৩১	৯৯১৯
ইলিশ	৬৬৩৩৫	৬৮০০৭	৬৩৪৬০	৬০৪১০	৬৫৬৫৮

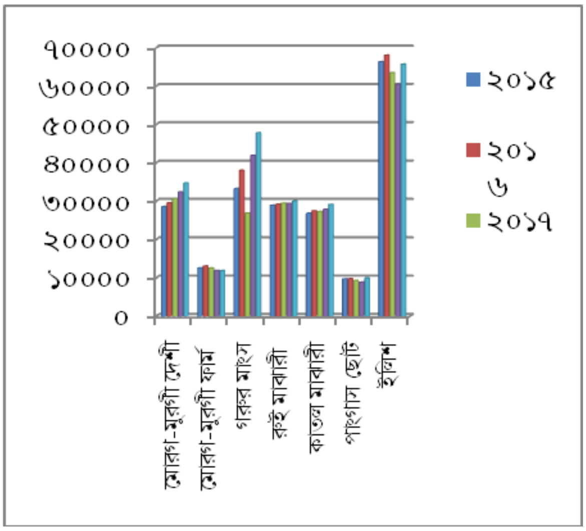

প্রাণিজপণ্যের বার্ষিক জাতীয় খুচরা গড় বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
মোরগ-মুরগী দেশী	৩০৫	৩১৯	৩৩৩	৩৪৯	৩৭৪
মোরগ-মুরগী ফার্ম	১৩৮	১৪২	১৩৭	১৩১	১৩২
গরুর মাংস	৩৪৪	৪০৩	৪৬২	৪৩০	৫০৯
রুই মাঝারী	৩২০	৩২৬	৩২৭	৩২৫	৩৩৩
কাতল মাঝারী	২৯৮	৩০৯	৩০৫	৩১২	২৫৫
পাংগাস ছোট	১১১	১১৪	১০৯	১০৪	১১৭
ইলিশ	৫৯০	৬২২	৭১৮	৭০৯	৭৬৫

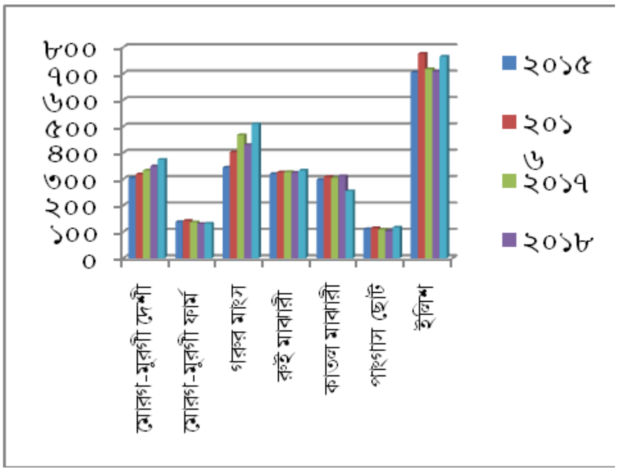

আলুর (হল্যান্ড-সাদা) তুলনামূলক বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
কৃষক প্রাপ্ত	১৬	১৪	১২	১৫	১৪
পাইকারী	১৬	১৭	১৩	১৬	১৫
খুচরা	১৯	২০	১৬	২০	১৯

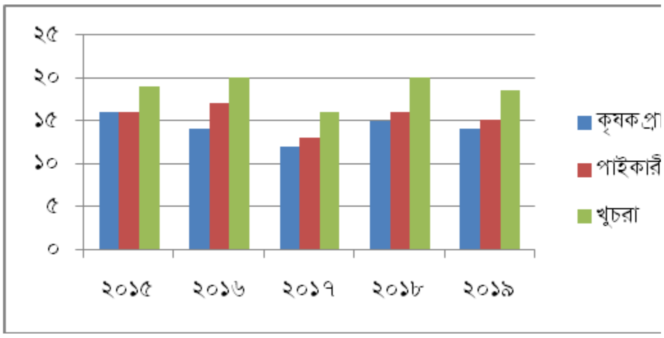

বেগুনের তুলনামূলক বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
কৃষক প্রাপ্ত	২৪	২৪	২৮	২২	২৭
পাইকারী	২৯	২৬	৩৪	২৮	৩০
খুচরা	৩৬	৩৩	৪১	৩৪	৩৮

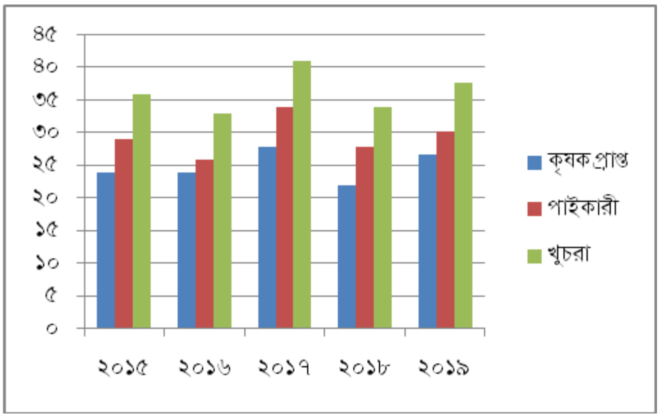

টমেটোর তুলনামূলক বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
কৃষক প্রাপ্ত	১৭	২০	১৮	১৯	৩৪
পাইকারী	৪৪	৪১	৩৪	৩৮	৪৪
খুচরা	৫৩	৫০	৪১	৪৭	৫৪

গুর–ত্বপূর্ণ অপ্রধান কৃষি পণ্যের জাতীয় বার্ষিক খুচরা গড় বাজার দর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
তেঁতুল	১৪৬	১৪৪	১১০	১১২	১১৬
নারিকেল	৪৫	৪৫	৩৫	৩৫	৩৭
কামরাঙ্গা	২৯	৩১	৩৩	৩১	৩৪
মধু	৫৯৪	৫৯৭	৫০৭	৫৪০	৫৬৯

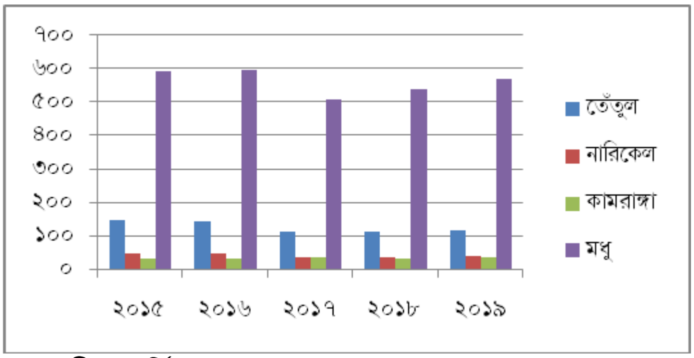

গুরুত্বপূর্ণ ভেষজ কৃষি পণ্যের জাতীয় বার্ষিক খুচরা গড় বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
আমলকি	১০৫	৮৯	১২৯	১৪৯	১৫৫
হরতকি	৭১	৬০	৬৫	৮১	৮৪
ইসবগুলের ভুষি	৬০৮	৬১০	৬৪৫	৬৭৮	৬৭৯
তুলশী	৬৬	৬৩	৬২	৬৬	৬৮
জলপাই	৭৪	৬২	৮৪	১২৯	১২৪

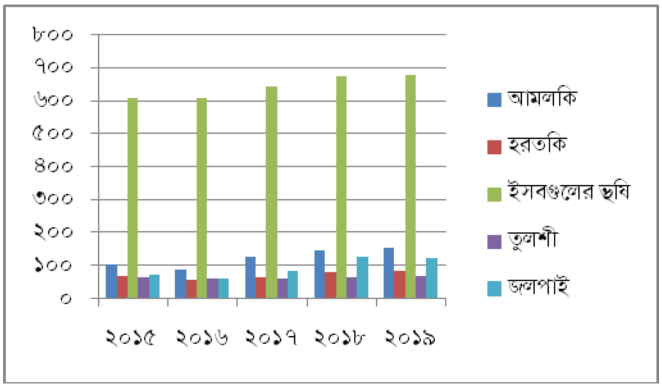

আম, পেয়ারা ও বিভিন্ন ধরনের কলার জাতীয় গড় পাইকারী বাজারদর
(টাকা/কুইন্টাল/৮০টি ও ১০০টি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
আম ল্যাংড়া	৫০৯৫	৬৬০২	৫৭৪১	৫২৯৯	৬৮৩৯
কলা চাঁপা	১৯৫	২০৫	২১৬	২৪২	২৩৫
কলা সবরি	৩০৫	৩৫৬	৩৬০	৩৮০	৪০৯
কলা সাগর	২৪৩	২৭৯	৩০৫	৩১৮	৩৩০
পেয়ারা	৩৭৪৬	৩৯১৭	৫০৮২	৫৯১০	৫০০৬

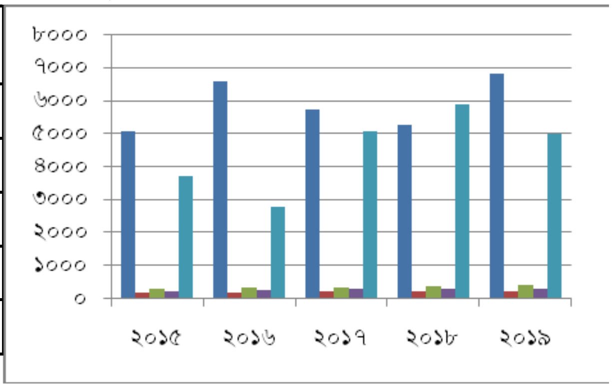

আম, পেয়ারা ও বিভিন্ন ধরনের কলার জাতীয় গড় খুচরা বাজারদর
(টাকা/কেজি/৪টি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
আম ল্যাংড়া	৬৭	৫৬	৭৪	৬৯	৮১
কলা চাঁপা	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
কলা সবরি	২১	২৪	২৪	২৫	২৬
কলা সাগর	১৭	১৮	২০	২০	২১
পেয়ারা	৫৬	৬৭	৭১	৭৮	৭৪

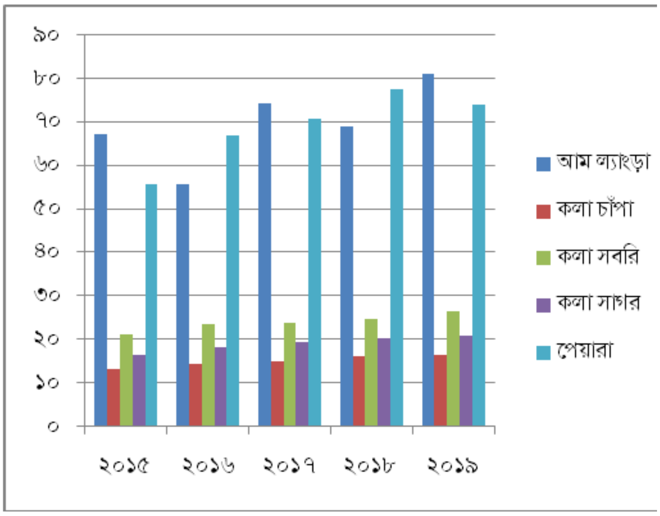

বোরো ধানের উৎপাদন খরচ (একর প্রতি) ২০২০

উপকরণের বিবরণ	ব্যয়/ টাকায়
বীজ	১০০০
সার	৬১৮৫
বালাই ব্যবস্থাপনা	১০০০
শ্রমের মজুরী	২৮৮০০
জমি চাষ/পাওয়ার টিলার	৪৫০০
সেচ	৮০০০
মূলধনের সুদ	৮১৭
জমির ভাড়া/লিজ	৮০০০
মোট উৎপাদন ব্যয়	৫৮৫০৩
ধান	৪৪০০০
খড়	৪০০০
নীট উৎপাদন ব্যয়(মোট ব্যয়-খড়ের মূল্য)	৫৪৫০৩
কেজি প্রতি উৎপাদন ব্যয়	২৪.৭৭

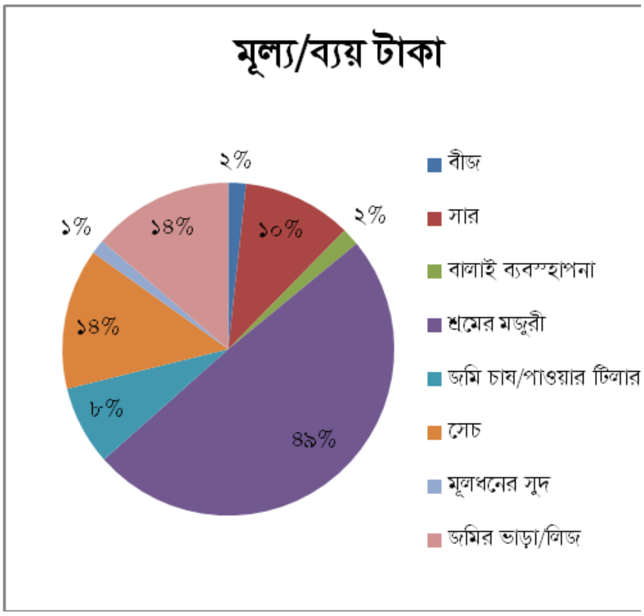

আমন ধানের উৎপাদন খরচ (একর প্রতি) ২০১৯

উপকরণের বিবরণ	মূল্য/ব্যয় টাকা
বীজ	৮৪০
সার	৫০৪৮
বালাই ব্যবস্হাপনা	১২০০
শ্রমের মজুরী	২২০০০
জমি চাষ/পাওয়ার টিলার	৩০০০
সেচ	২০০০
মূলধনের সুদ	৯৪২
জমির ভাড়া/লিজ	৮৫০০
মোট উৎপাদন ব্যয়	৪৩৫৩০
উৎপাদন ঃ	
ধান	১৭০০
খড়	২৪০০
নীট উৎপাদন ব্যয়(মোট ব্যয়-খড়ের মূল্য)	৪১১৩০
কেজি প্রতি উৎপাদন ব্যয়	২৪.১৯

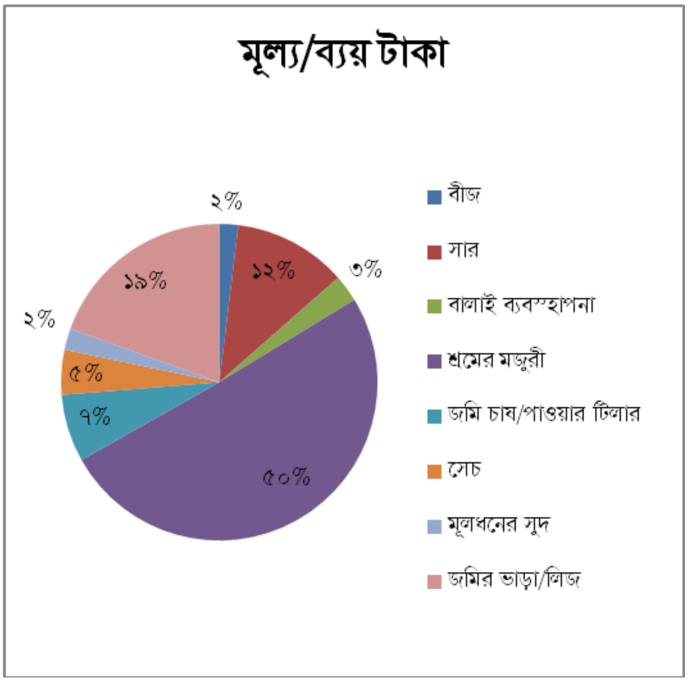

গম ফসলের উৎপাদন খরচ (একর প্রতি) ২০২০

উপকরণের বিবরণ	ব্যয়/ টাকায়
বীজ	৩০০০
সার	৫২৬০
বালাই ব্যবস্হাপনা	১২০০
শ্রমের মজুরী	২০০০০
জমি চাষ	৪৫০০
সেচ	১৫০০
মূলধনের সুদ	৫৪৯
জমির ভাড়া/লিজ	৮০০০
মোট উৎপাদন ব্যয়	৪৪০০৯
উৎপাদন ঃ	
গম	১৬০০
খড়	৩৫০০
নীট উৎপাদন ব্যয়(মোট ব্যয়-খড়ের মূল্য)	৪০৫০৯
কেজি প্রতি উৎপাদন ব্যয়	২৫.৩২

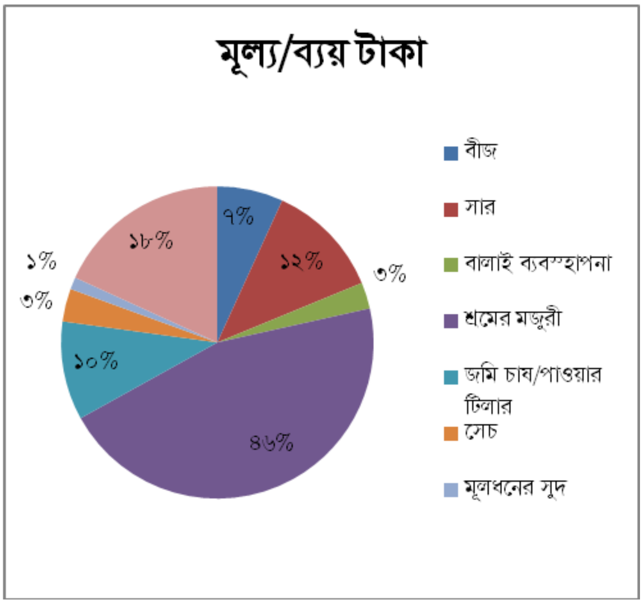

আলু ফসলের উৎপাদন খরচ

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে আলুর উৎপাদন ব্যয় কেজি প্রতি ৮.৩২ টাকা। একর প্রতি উৎপাদন খরচ ৯১,৫৫৩ টাকা এবং মোট আয় ১,৩২,০৮৪ টাকা যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ৪০,৫৩১ টাকা। একর প্রতি মোট উৎপাদন ১১,০০৭ কেজি।

২০১৯-২০২০ মৌসুমে আলুর উৎপাদন খরচ

(টাকায়)

আলুর উৎপাদন খরচ

ক্রমিক নং	উপকরণের বিবরণ	গড় ব্যয়
০১	জমি তৈরী	৪,০৪৯
০২	সার বাবদ	১৩,১৮০
০৩	বীজ বাবদ	১৮,৯১২
০৪	শ্রমিক বাবদ	২১,২২১
০৫	সেচ	৪,৭৬২
০৬	কীট নাশক	৪,১১৩
০৭	জমি লিজ/ভাড়া	১৫,০০০
০৮	খণের সুদ	৫,৭৭৬
০৯	অন্যান্য খরচ	৪,৫৪০
মোট উৎপাদন খরচ		৯১,৫৫৩
মোট উৎপাদন পরিমান কেজি)		১১,০০৭
কেজি প্রতি উৎপাদন খরচঃ		৮.৩২
গড় বাজারদর		
মোট আয়		১,৩২,০৮৪
নীট লাভ		৪০,৫৩১

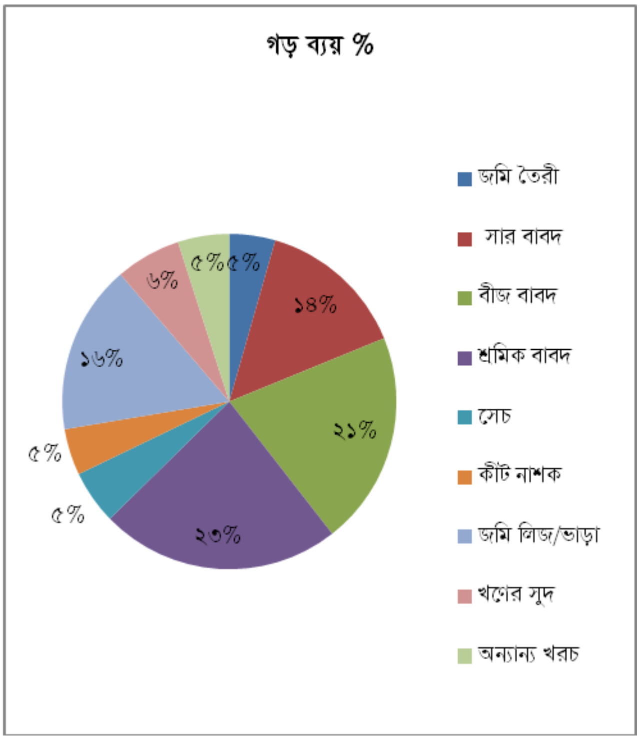

আলুর মূল্য বিস্তৃতি

প্রতি কেজি/টাকায়

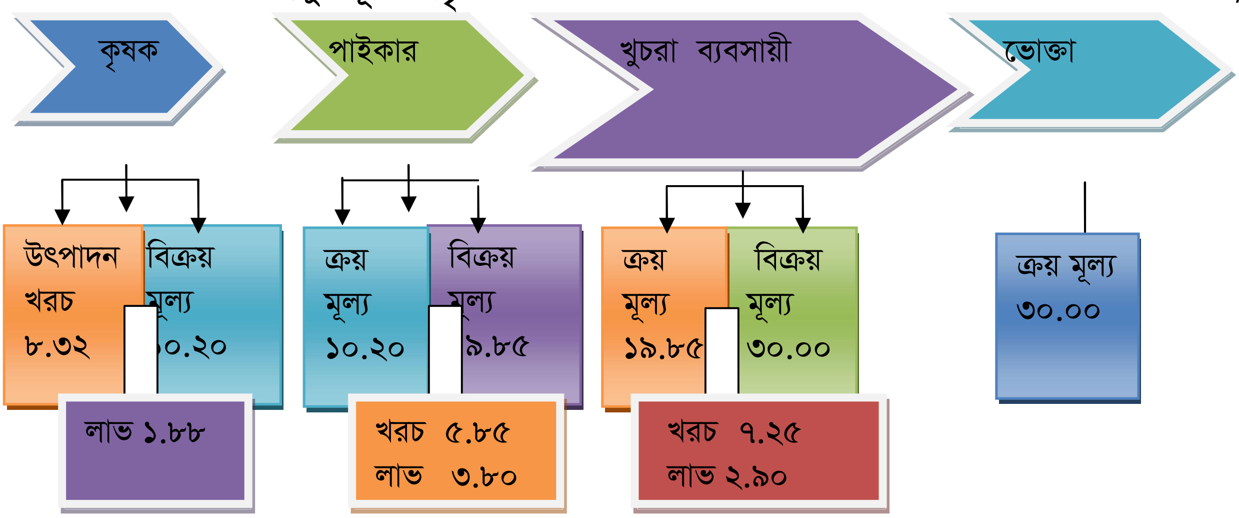

স্ট্রবেরি ফলের উৎপাদন খরচ

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে স্ট্রবেরি ফলের উৎপাদন ব্যয় কেজি প্রতি ৭৯.১৩ টাকা। একর প্রতি উৎপাদন খরচ ২,১৩,৬৬০ টাকা এবং মোট আয় ৪,৮৬,০০০ টাকা যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ২,৭২,৩৪০ টাকা। একর প্রতি মোট উৎপাদন ২৭০০ কেজি।

ক্রমিক নং	উপকরণের বিবরণ	মূল্য/ব্যয় টাকা
১	জমি তৈরী	৫২৫০
২	সার	২১২৭০
৩	বীজ বাবদ	৭৫০০০
৪	শ্রমিক খরচ	১৩৫০০
৫	সেচ	৮৬৪০
৬	কীটনাশক	৬০০০
৭	জমি লিজ/ভাড়া	৩৬০০০
৮	তারের বেড়া,খুটি,খড় বা বিচলী/পলিথিন ইত্যাদি	৪২০০০
৯	অন্যান্য	৬০০০
১০	মোট উৎপাদন খরচ	২১৩৬৬০
১১	মোট উৎপাদন পরিমান (কেজি)	২৭০০
১২	কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ	৭৯.১৩
১৩	গড় বাজারদর/কেজি	১৮০০০
১৪	মোট আয়	৪৮৬০০০
১৫	নীট লাভ	২৭২৩৪০

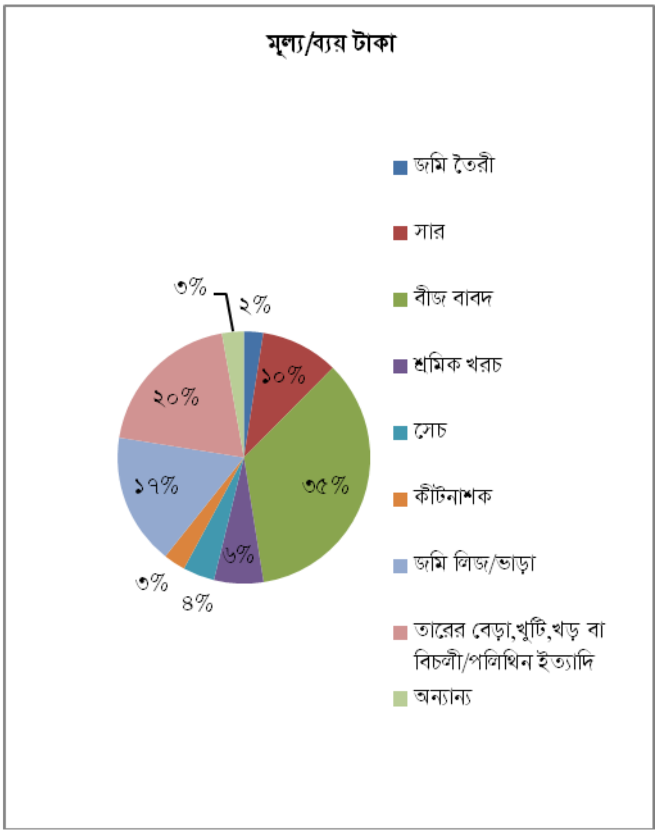

টমেটোর উৎপাদন খরচঃ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে টমেটোর উৎপাদন ব্যয় কেজি প্রতি ৭.৯৫ টাকা। একর প্রতি উৎপাদন খরচ ৯৭,৬৪৩ টাকাএবং মোট আয় ১,৭২,০৮৮ টাকা যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ৭৪,৪৪৫ টাকা। একর প্রতি মোট উৎপাদন ১২,২৯২ কেজি।

টমেটোর উৎপাদন খরচ

ক্রমিক নং	খরচের খাত	গড় খরচ (টাকা)
০১	জমি তৈরী বাবদ	৪,৬৬৭
০২	রাসায়নিক্ জৈব সার	১০,৫৬৯
০৩	বীজ	৮,০৫৪
০৪	শ্রমিক	২৮,৯৭৫
০৫	কীটনাশক	৬,৫৭১
০৬	সেচ	৬,২২৫
০৭	জমি লীজ/ভাড়া	১৬,৭৯২
০৮	ঋণের/মূলধনের সুদ	৫,১২৫
০৯	অন্যান্য খরচ	১০,৬৬৫
১০	মোট উৎপাদনের খরচ	৯৭,৬৪৩
১১	মোট উৎপাদনের পরিমান কেজি/একর)	১২,২৯২
১২	উৎপাদন খরচ (টাকা/কেজি)	৭.৯৫
১৩	মোট আয়	১,৭২,০৮৮
১৪	নীট লাভ/ক্ষতি (১৩১০)	৭৪,৪৪৫

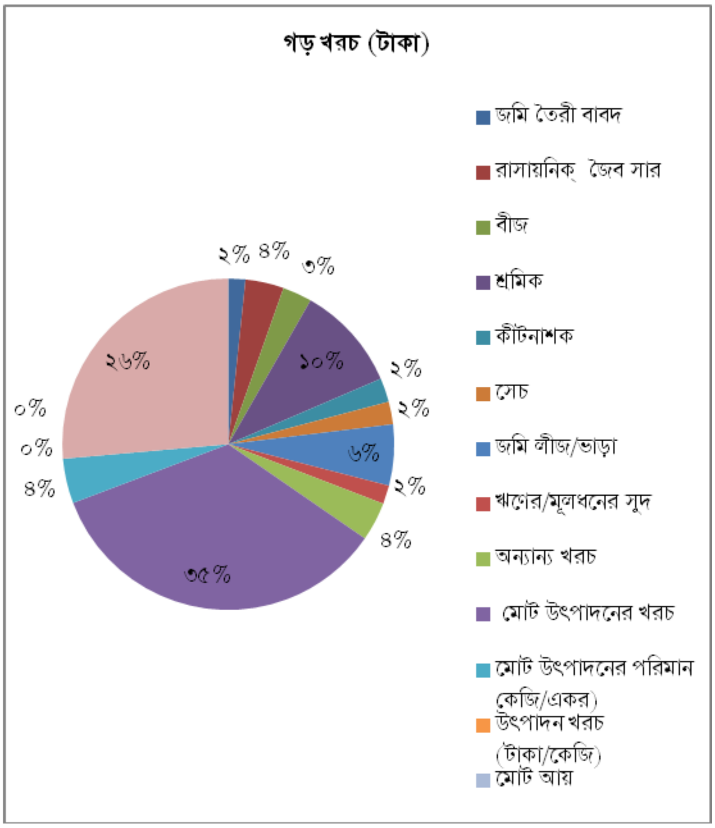

বেগুন_ফসলের উৎপাদন খরচ

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বেগুনের উৎপাদন ব্যয় কেজি প্রতি ৯.০৩ টাকা। একর প্রতি উৎপাদন খরচ ১,১১,৫০৪, টাকা এবং মোট আয় ১,৮৫,৩১০ টাকা যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ৭৩,৮০৬ টাকা। একর প্রতি মোট উৎপাদন ১২,৩৫৪ কেজি।

(টাকায়)

ক্রমিক নং	উপকরণের বিবরণ	
১	জমি তৈরী	৪,৩৬২
২	সার বাবদ	১৪,১৮৪
৩	বীজ বাবদ	৫,১৭৯
৪	শ্রমিক বাবদ	৪৩,৯২১
৫	সেচ	৬,৪৮৫
৬	কীট নাশক	৮,৯৯২
৭	জমি লিজ/ভাড়া	১৫,৪০৪
৮	ঋনের সুদ	৪,৭৯৩
৯	অন্যান্য খরচ	৮,১৮৪
১০	একর প্রতি উৎপাদন খরচ	১১১,৫০৪
১১	মোট উৎপাদন পরিমান কেজি)	১২,৩৫৪
১২	কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ	৯.০৩
১৩	মোট আয়	১৮৫,৩১০
১৪	নীট লাভ	৩৭,৮০৬

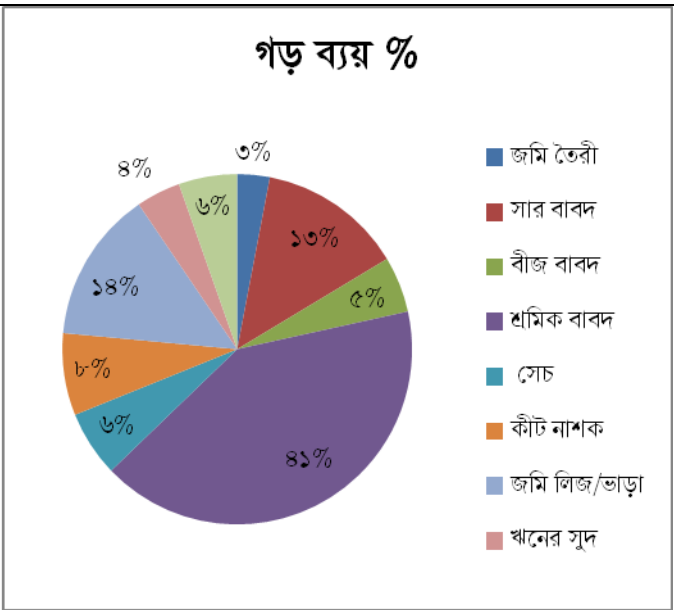

পেঁয়াজের উৎপাদন খরচ ও মূল্য বিস্তৃতি

কৃষি ক্ষেত্রে কৃষকের অবস্হান কতখানি শক্তিশালী তা জানার জন্য উৎপাদন খরচ জানা জরুরী। উৎপাদন খরচের উপর নির্ভর করে পেয়াজের বাজার মূল্য। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পেঁয়াজের উৎপাদন ব্যয় কেজি প্রতি ১৫.৬৬ টাকা। একর প্রতি উৎপাদন ব্যয় ৭৮,৩৪৪ টাতা। মোট আয় ১,৭৭,৫০০ টাকা যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ৯৯,১৫৬ টাকা।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে একর প্রতি পেঁয়াজের উৎপাদন খরচ নিম্নের ছকে দেখানো হলো।

একর প্রতি/টাকায়

ক্র ; নং	খরচের খাত	গড় ব্যয়
১	জমি তৈরী বাবদ	৪৪৯৩
২	সার বাবদ	৭১২৮
৩	বীজ বাবদ	৮২৮৬
৪	শ্রমিক বাবদ	৩৫৬৪৩
৫	সেচ বাবদ	৪০৯৩
৬	কীটনাশক বাবদ	৩৯৩১
৭	জমি লীজ/ভাড়া বাবদ	১০৭৮৬
৮	ঋনের সুদ এ অন্যান্য	৩৯৮৭
	মোট উৎপাদন খরচ	৭৮৩৪৪
	মোট উৎপাদনের পরিমান (কেজি)	৫০০০
	কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ	১৫.৬৬
	মোট আয়	১,৭৭,৫০০
	নীট লাভ	৯৯,১৫৬

পেঁয়াজের উৎপাদন ব্যয় পাইচার্টের সাহায্য দেখানো হলো

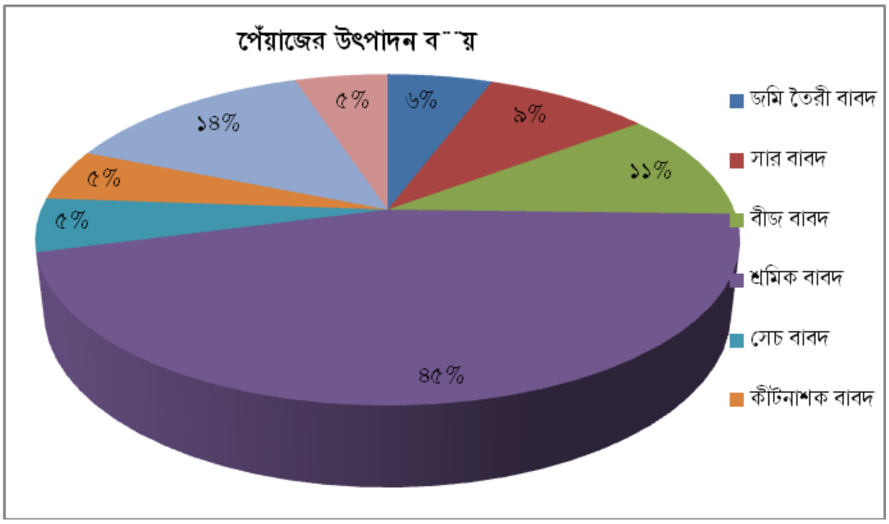

পেঁয়াজের মূল্য বিস্তৃতি

প্রতি কেজি (টাকায়)

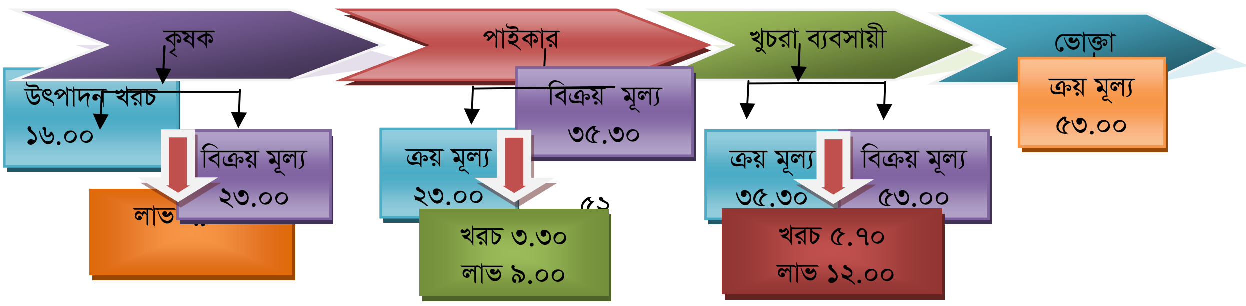

শস্য ঋণ ও গুদাম ব্যবস্থাপনা শাখা

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমটির ভূমিহীন, ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও মাঝারি কৃষক এবং বর্গাচাষী/চুক্তিবদ্ধ চাষী ও কৃষি উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত শস্যের পরিবেশসম্মত এবং সংরক্ষিত শস্যের বিপরীতে আর্থিক ঋণদানের ব্যবস্থাকারী একটি বিশেষায়িত কার্যক্রম।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ:

- কৃষকদের উৎপাদিত শস্যের অভাবতাড়িত বিক্রয় রোধ করে বিপণন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে শস্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করা।
- কৃষক/কৃষি উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত/সংরক্ষিত কৃষি ফসল/শস্য মানসম্মত উপায়ে গুদামে সংরক্ষণের সুবিধা প্রদান।
- গুদামে শস্য জমার ভিত্তিতে ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা।
- গুদামে বীজ সংরক্ষণের মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ে, সহজে উন্নত বীজ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান।
- প্রশিক্ষণ/সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষকদের গুদাম ব্যবস্থাপনায় পারদর্শি করে গড়ে তোলা।
- গুদামে শস্য জমার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলা।

বর্তমান কার্যক্রম ও সাধারণ বর্ণনাঃ

শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতাভূক্ত রংপুর, শেরপুর, মাগুরা ও বরিশাল অঞ্চলের আওতায় ২৭টি জেলায় ৫৬টি উপজেলায় ৮১টি গুদামের মাধ্যমে এই কার্যক্রমটি অব্যাহত আছে। ৮১টি গুদামের মধ্যে ১২টি গুদাম নিজস্ব এবং অবশিষ্ট ৬৯টি গুদাম স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিকট হতে বার্ষিক ভাড়ার ভিত্তিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এলজিইডি এর ৬৯ টি গুদাম কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে। চলমান গুদামসমূহের মাধ্যমে বাৎসরিক গড়ে ৪,৩৬৫ জন কৃষক পরিবারকে ৪,৯২১ মেঃ টন শস্য জমার বিপরীতে ৬০৪.৯১ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে (বিগত ৫ বৎসরের অগ্রগতির গড় হিসাব)। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন তফসিলি ব্যাংকসমূহ যথা- সোনালী, রূপালী, অগ্রণী, জনতা, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত গুদামে শস্য জমাদানকারীদের ঋণ সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত নিয়মাবলী অনুযায়ী কার্যক্রমটির মাধ্যমে গুদামে সংরক্ষিত শস্যের বিপরীতে কৃষকদের ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। গুদাম এলাকার ২ কিলোমিটারের মধ্যে জরীপের মাধ্যমে গুদাম ও ব্যাংক নির্ধারণ, কৃষকদের তালিকা তৈরী, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী গুদাম সংস্কারকরণ এবং কৃষক/গুদাম রক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া ৭ সদস্য বিশিষ্ট গুদামভিত্তিক গুদাম কমিটি এবং একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। উল্লেখ্য যে, গুদাম উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি হিসাবে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করে থাকেন।গুদাম পরিচালনা ব্যয় নির্বাহের জন্য কৃষকদের কাছ থেকে শস্য জমার বিপরীতে গুদাম ভাড়া আদায় করা হয়। আদায়কৃত ভাড়া হতে গুদামের ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

গুদাম উদ্বোধনের সময় হতে প্রথম ২৪ মাস পর্যন্ত গুদামটিকে সরকার হতে সহায়তা (আর্থিক, কারিগরী ও ব্যবস্থাপনাগত সহযোগীতা) প্রদান করা হয়ে থাকে। ২৪ মাস অতিক্রান্ত হলে গুদাম পরিচলনার দায়িত্ব গুদাম কমিটির নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং গুদাম কমিটি সংশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটির সহায়তায় গুদাম কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। এ সময় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক গুদামসমূহ সার্বিকভাবে মনিটর করা হয়ে থাকে।

অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যাদি ২০১৯-২০২০ অর্থবছর:

চলমান ৮১টি গুদামের আওতায় **২০১৯-২০২০** অর্থবছরে মোট ৩,০২৫ জন কৃষক অংশ গ্রহণ করেন এবং গুদামে **৩০২৪,** মেঃ টন শস্য জমার বিপরীতে **৩৮০.৬০** লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। নিম্নে বিভাগ অনুযায়ী **২০১৯-২০২০** অর্থ বছরের এবং বিগত ৫ বৎসরের অগ্রগতির তথ্যাদি উপস্থাপন করা হলো।

২০১৯-২০২০ সালের সেবাগ্রহীতা ও ঋণ কার্যক্রম ছক :

বিভাগের নাম	গুদাম সংখ্যা	কৃষক সংখ্যা (জন)	শস্য জমার পরিমান (মেঃ টন)	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	গুদাম তহবিলের পরিমান (লক্ষ টাকা)
ঢাকা	২০	৮২২	৫৯৯	১০৯.৬০	৬.৬০
খুলনা	১৩	৭৯৫	৭৬৫	৬৩.৬০	০.৭৫
রংপুর	৪৭	১২৩২	১৫৬৭	২০৮.০০	২৭.৫০
বরিশাল	১	১৭৬	৯৩	-	০.০৩
মোট	৮১	৩০২৫	৩০২৪	৩৮০.৬০	৩৪.৮৮

অংশগ্রহণকারী কৃষক সংখ্যা, শস্য জমা ও ঋণ বিতরণ (৫বৎসরের অগ্রগতির তথ্য):

অর্থ বছর	সুবিধাপ্রাপ্ত কৃষক সংখ্যা (জন)	শস্য জমার পরিমান (মেঃ টন)	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকায়)
২০১৫-২০১৬	৬৯৯৫	৮৫০৬	১০১৮.২৬
২০১৬-২০১৭	৩৩৯৯	৩৭৮৩	৪৬৯.৮০
২০১৭-২০১৮	৪৩৮৮	৫০০৫	৭০২.১১
২০১৮-২০১৯	৪০১৯	৪২৮৭	৪৫৩.৭৮
২০১৯-২০২০	৩০২৫	৩০২৪	**৩৮০.৬০**
সর্বমোট	২১৮২৬	২৪৬০৫	**৩০২৪.৫৫**

(২) ওয়ার হাউজ/গুদাম কার্যক্রম :

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়ার হাউজ অর্ডিন্যান্স, ১৯৫৯ এর বিধানাবলী যথাযথভাবে প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের জন্য ওয়ার হাউজের জেলা ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জুন/২০২০ পর্যন্ত ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলা হতে ১৭৭০টি ওয়ার হাউজের/গুদামের তথ্য পাওয়া যায়, যেখানে ২৫১টি গুদামের/ওয়ার হাউজের লাইসেন্স করা হয়েছে। উল্লেখিত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নিম্নে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ওয়ার হাউজ সংক্রান্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করা হলো:

৩) ওয়ার হাউজের পরিসংখ্যান ও লাইসেন্সের সংখ্যা বিভাগ অনুযায়ী দেখানো হলো :

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	ওয়ার হাউজের সংখ্যা	লাইসেন্স সংখ্যা
১।	ঢাকা	৩৬০টি	৭টি
২।	খুলনা	৫০২টি	১৬টি
৩।	চট্টগ্রাম	১৫৬টি	৬৬টি
৪।	রাজশাহী	১২২টি	২৬টি
৫।	রংপুর	১৭২টি	৫৬টি
৬।	বরিশাল	২১৭টি	৭০টি
৭।	সিলেট	১৬৫টি	নাই
৮।	ময়মনসিংহ	৭৬টি	১০টি
	মোট =	১৭৭০টি	২৫১টি

প্রশাসন ও হিসাব শাখা

প্রশাসন ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় উপ-পরিচালকের কার্যালয়, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের কার্যালয়, জেলা মার্কেটিং অফিস ও বিদ্যমান ০৪টি উপজেলা মার্কেটিং অফিসসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যালয়ের সংগে প্রশাসনিক ও আর্থিক কাজের যোগসূত্র হিসেবে প্রশাসন শাখা কাজ করে থাকে। এছাড়াও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সংঙ্গেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রশাসন ও হিসাব সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয়। প্রশাসন শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, অফিস সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র সংগ্রহ, যানবাহন পরিচালনা ও রেকর্ড সংরক্ষণ, অফিস ব্যবস্থাপনা, নন-গেজেটেড কর্মকর্তা/কর্মচারী বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রদান, বেতন ও ভাতাদি প্রদান, ক্যাশবহি, চাকুরীর খতিয়ান বহি, বিভিন্ন প্রকার রেজিষ্ট্রার লিপিবদ্ধ, বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন, চিঠি পত্রের গমনাগমন, বাজেট প্রণয়ন, জনবলের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন, নিয়োগ বিধি প্রণয়ন, বিভিন্ন প্রকার পত্র প্রেরণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ অন্যতম।

প্রশাসনিক ও সেবামূলক কার্যক্রম ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রশাসন শাখা হতে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ০৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পিআরএল ও লাম্পগ্রান্ট মঞ্জুর, ০৫ জন কর্মচারীর স্বাভাবিক পেনশন মঞ্জুর, ০৪ জন কর্মচারীর পারিবারিক পেনশন মঞ্জুর, ০৮ জন কর্মকর্তা ও ৪১ জন কর্মচারীর শ্রান্তি ও চিত্তবিনোদন ছুটিসহ ভাতা মঞ্জুর, ০৯ জন কর্মকর্তা ও ২৬ জন কর্মচারীর জিপিএফ অগ্রিম আদেশ মঞ্জুর এবং ০৪ জন কর্মচারীর জিপিএফ চূড়ান্ত উত্তোলন আদেশ মঞ্জুর করা হয়।

নিয়োগ ও পদোন্নতি ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে ৩৭তম বিসিএস এর মাধ্যমে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশক্রমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ০৬ জন সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)কে নিয়োগ প্রদানের সুপারিশ করায় জানুয়ারী, ২০২০ মাসে উক্ত কর্মকর্তাগণ যোগদান করেন। ইতোপূর্বেই কৃষি বিপণন অধিদপ্তর পুনর্গঠন হওয়ায় ৪০০টি নতুন পদ সৃজিত হয়েছে। এছাড়াও বিদ্যমান জনবলের মধ্যে অনেক পদ অবসর/মৃত্যুজনিত কারণে শুন্য রয়েছে। ফলে ক্যাডার, নন-ক্যাডার ও নন-গেজেটেট কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ সর্বমোট ৪৩১টি পদ শুন্য রয়েছে। নন-ক্যাডার নতুন নিয়োগ বিধি অনুমোদিত হওয়ায় শুন্য পদে নিয়োগ ও পদোন্নতি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং ক্যাডার নিয়োগ বিধি হালনাগাদকরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ক্যাডার নিয়োগ বিধির উক্ত হালনাগাদ কার্যক্রম সম্পন্ন হলে দ্রুত শুন্য পদে পদোন্নতি/নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

মামলা ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০১৯-২০ অর্থ বছরে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু হয় নি। তবে ইতোপূর্বে দায়ের হওয়া হাইকোর্টে রীট মামলা ০২টি ও নিম্ন আদালতে সার্টিফিকেট মামলা ০১টি এবং সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে মোট ০৩টি মামলা চলমান রয়েছে।

সাজ-পোষাক ঃ

অধিদপ্তরের গাড়ী চালকসহ ও ২০তম গ্রেডের মোট ১৬ জন কর্মচারীকে সাজ-পোষাক প্রদান করা হয়েছে।

সেন্ট্রাল ডেসপ্যাচ ঃ

সেন্ট্রাল ডেসপাচে ১৭,৩৯০ টি পত্র পাওয়া গিয়েছে এবং ৩,৬৮৭ টি পত্র ও প্রতিবেদনে ইস্যু নম্বর জারী করা হয়েছে।

লাইব্রেরী ঃ

সদর দপ্তরে ছোট পরিসরে একটি লাইব্রেরী রয়েছে। এ লাইব্রেরীতে কৃষি বিপণন, সরকারী চাকুরীর বিধি বিধান, হিসাব, আইসিটিসহ বিভিন্ন বিষয়ে ৮৯৫টি বই সংরক্ষিত আছে। অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এ লাইব্রেরী হতে সেবা গ্রহণ করে থাকেন।

অবকাঠামো ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫-এ অবস্থিত। ০৭টি বিভাগীয় কার্যালয়ের মধ্যে ০৬টি কার্যালয় নিজস্ব ভবনে অবস্থিত। শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের ০৩টি আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের কার্যালয়ের মধ্যে নিজস্ব ভবনে ০২টি ও ভাড়াকৃত ভবনে ০১টি কার্যালয় অবস্থিত। এছাড়া জেলা মার্কেটিং অফিসগুলোর মধ্যে ১১টি নিজস্ব ভবনে ও ৫৩টি ভাড়াকৃত ভবনে অবস্থিত এবং বিদ্যমান ০৪টি উপজেলা মার্কেটিং অফিস ভাড়াকৃত ভবনে দাপ্তরিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত অফিস-কাম-প্রশিক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র ১৩টি, ২১টি পাইকারী বাজার, ৬০টি গ্রোয়ার্স মার্কেট, ঢাকার গাবতলীতে ০১টি সেন্ট্রাল মার্কেট ও কৃষিপণ্যের ০৭টি এ্যাসেম্বল সেন্টার রয়েছে। এতদ্‌ভিন্ন ১২টি নিজস্ব গুদাম ও ৬৯টি এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত ভাড়াকৃত গুদামসহ মোট ৮১টি শস্য গুদাম রয়েছে।

স্থাবর সম্পত্তি ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নিজস্ব ও লীজসহ অন্যান্যভাবে প্রাপ্ত জমির উপর বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে। এ অধিদপ্তরের অধীন সর্বমোট প্রায় ২০ একর জমি রয়েছে। এর মধ্যে নিজস্ব জমির পরিমাণ ১৫.১৮ একর।

যানবাহন ঃ

এ অধিদপ্তরের টিওএন্ডইভুক্ত ১৫টি ও সেন্ট্রাল মার্কেটে ০৮টি যানবাহন রয়েছে। টিওএন্ডইভুক্ত যানবাহন দাপ্তরিক কাজে এবং সেন্ট্রাল মার্কেটের যানবাহন মার্কেটের নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবহার হয়ে থাকে। যানবাহনের বিবরণঃ

- টিওএন্ডইভুক্ত কার ০১টি, জীপ ১১টি, মাইক্রোবাস ০২টি ও ভিডিও মোবাইল ভ্যান ০১টি।
- ঢাকার সেন্ট্রাল মার্কেটে কুল ভ্যান ০৭টি ও ০১টি খোলা ট্রাক রয়েছে।

আইসিটি সরঞ্জামাদি ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তরসহ মাঠ পর্যায়ের অফিসে ১২৬টি সিপিউ, ১২৬টি মনিটর, ১২৬টি-কী বোর্ড, ১২৬টি মাউস, ১৮টি-ল্যাপটপ, ৫৯টি-ইউপিএস, ০৫টি আইপিএস, ০৫টি ডিজিটাল ক্যামেরা ও ৪১টি স্ক্যানার মেশিন ও অন্যান্য ইকুইপমেন্ট রয়েছে। এছাড়া সদর দপ্তরে একটি পূর্ণাঙ্গ ভিডিও কনফারেন্স কক্ষ রয়েছে। এ সমস্ত আইটি সরঞ্জামির মাধ্যমে দাপ্তরিক দৈনন্দিন কর্মসম্পাদনসহ অধিদপ্তরের ওয়েব-সাইট www.dam.gov.bd পরিচালিত হয় এবং তথ্য আদান-প্রদান ও গবেষনামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

প্রচারণা ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ফসলের কর্তনোত্তর ব্যবস্থাপনা, বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, আলু হতে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন খাবার তৈরী পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে পোষ্টার-১৪,৫০০টি, বুকলেট-১০০০টি, ১,৯০,০০০টি লিফলেট ও অধিদপ্তরের মিশন, ভিশন ও গৃহ পর্যায়ে আলুর সংরক্ষণ কৌশল বিষয়ে ৫২,০০০টি ফোল্ডার মুদ্রণপূর্বক কৃষক/ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা/প্রক্রিয়াজাতকারী ও ভোক্তাগণের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০ কপি মুদ্রণকরে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও মাঠ পর্যায়ের অফিসে

বিতরণ করা হয়েছে। এ অর্থ বছরে সদর দপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয় ও জেলা মার্কেটিং অফিসসমূহের মাধ্যমে কৃষি প্রযুক্তি মেলা, জাতীয় ফল মেলা, জাতীয় সব্জি মেলা ও আইসিটি মেলাসহ ৫৯টি মেলা ও বিভিন্ন স্মারক দিবসের অনুষ্ঠান ও উদ্বুদ্ধকরণ র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করা হয়।

অধিদপ্তরের জনবলের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন সংক্রান্ত ঃ

বর্তমান যুগের সংগে তাল মিলিয়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের জন্য বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনের কাজ ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ সালে শুরু হয়। প্রাথমিক অবস্থায় কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠনকৃত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-এর ভাইস চ্যান্সেলর ড.এম.এ সাত্তার মন্ডল-এঁর সভাপতিত্বে ১২ সদস্য বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ কমিটি অধিদপ্তরের কার্যক্রম বিস্তৃত জেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণসহ ৩,৪২০টি পদ সৃষ্টির জন্য সুপারিশ করে। পুনর্গঠন কার্যক্রমের এই ধারাবাহিকতায় কৃষি মন্ত্রণালয় হতে ৪,১৮৬টি পদ সৃজন ও ৩১১টি পদ বিলুপ্তির প্রস্তাব করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ৩০৭টি পদ বিলুপ্তিসহ ১৩৩টি ক্যাডার পদ স্থায়ীভাবে ও ২,৪৭১টি অস্থায়ী পদসহ মোট ২,৬০৪টি পদ সৃজনের সম্মতি জ্ঞাপন করে। সে প্রেক্ষিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ শাখা ৩০৭টি পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে ৭৮টি স্থায়ী ও ৩২২টি অস্থায়ী পদসহ মোট ৪০০টি পদ সৃজনের জন্য এবং উপজেলা পর্যায়ে ১,৯৪০টি পদ ০৫ বছর পর সৃজনের জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করে। পরবর্তীতে কৃষি মন্ত্রণালয় সৃজনকৃত স্থায়ী ৭৮টি ও অস্থায়ী ৩২২টি পদ সৃজন ও ৩০৭টি পদ বিলুপ্তির সরকারী আদেশ জারী করে এবং তা বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রাণালয় হতে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। এতদব্যতীত ময়মনসিংগ বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য সকল প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কৃষি মন্ত্রণালয় হতে ১৪/০৭/২০১৯ তারিখের ২৯৭ সংখ্যক স্মারকে ১ম শ্রেণির ০২টি ক্যাডার ও ১৪/০৭/২০১৯ তারিখের ২৯৬ সংখ্যক স্মারকে তৃতীয় শ্রেণির ০৬টি এবং ০৪/১১/২০১৯ তারিখের ৪৫৭ সংখ্যক স্মারকে চতুর্থ শ্রেণির ০১টি পদ সৃজন করা হয়।

ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিভিন্ন কাযর্ক্রম ও সেবা সম্পর্কে উপকারভোগীসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের সংগে যোগাযোগ রক্ষার্থে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যসহ নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও দপ্তর	বিষয়	ফোন, মোবাইল ও ই-মেইল নম্বর
১.	জনাব ইকবাল হোসেন চাকলাদার উপ-পরিচালক (আরইটিসি) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তি (Grievance Redress System(GRS)	ফোনঃ ৯১১৪৮২২ ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫ ই-মেইলঃ chakladerbau@gmail.com
২.	জনাব ইকবাল হোসেন চাকলাদার উপ-পরিচালক (আরইটিসি) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	সিটিজেন চার্টার সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট	ফোনঃ ৯১১৪৮২২ ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫ ই-মেইলঃ chakladerbau@gmail.com
৩.	বেগম শাহনাজ বেগম নীনা উপ-পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	ইনোভেশন সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট	ফোনঃ ৯১১৫৯৯৭ ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫ ই-মেইলঃ neenashahnaz@gmail.com
৪.	বেগম শাহনাজ বেগম নীনা উপ-পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) উন্নয়ন সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট	ফোনঃ ৯১১৫৯৯৭ ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫ ই-মেইলঃ neenashahnaz@gmail.com

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও দপ্তর	বিষয়	ফোন, মোবাইল ও ই-মেইল নম্বর
৫.	জনাব দেওয়ান আসরাফুল হোসেন উপ-পরিচালক (বাজার সংযোগ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট	ফোনঃ ৯১১৩০৯৩ ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫ ই-মেইলঃ dewanahossain@gmail.com
৬.	জনাব দেওয়ান আসরাফুল হোসেন উপ-পরিচালক (বাজার সংযোগ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	আইসিটি সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট	ফোনঃ ৯১১৩০৯৩ ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫ ই-মেইলঃ dewanahossain@gmail.com
৭.	জনাব এস,এম সাঈদ হাসান সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	কল্যাণ কর্মকর্তা	ফোনঃ ৯১১৪৭৬৫ ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫ ই-মেইলঃ sayed.nandan@yahoo.com
৮.	জনাব তৌহিদ মোঃ রাশেদ খান সহকারী পরিচালক কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট	ফোনঃ ৯১১৬১৭০ ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫ ই-মেইলঃ rkshahu@gmail.com

হিসাব সংক্রান্ত ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর, বিভাগীয়, আঞ্চলিক, জেলা মার্কেটিং অফিস, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ০৪টি উপজেলা মার্কেটিং অফিসের আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী হিসাব শাখা হতে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এ শাখা থেকে বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বরাদ্দ, সদর দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বেতন ও ভ্রমণ ভাতাদি, বিভিন্ন প্রকার বিল পাস, নিরীক্ষা সংক্রান্ত, আর্থিক আয়-ব্যয় বিবরণী প্রস্তুতসহ যাবতীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয়।

আর্থিক বাজেট ২০১৯-২০ অর্থ বছর ঃ

টেবিল-১ঃ রাজস্ব খাতের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়ের হিসাব ঃ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

মূল বাজেট বরাদ্দ	সংশোধিত বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	সমর্পণ
২৬,৯১,০০	২৭,২৫,৪১	২৫,৯৪,৮০	১,৩০,৬১

প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখা

২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখার কার্যাবলীঃ

- অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বৈদেশিক এবং অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ছকে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য প্রতি মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- অধিদপ্তরের বিভাগীয় এবং জেলা অফিসসমূহের সাথে বিভিন্ন কাজের সমন্বয় সাধন;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারী বিভাগ, অধিদপ্তর ও দপ্তরের সাথে বিভাগীয় কার্যাদির সমন্বয় সাধন;
- প্রতি মাসের ০২ (দুই) তারিখের মধ্যে অধিদপ্তরের মাসিক কার্যাবলী সম্পর্কে নির্ধারিত 'ছক'-এ কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ;
- কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- দেশের সকল জেলা মার্কেটিং অফিস হতে প্রাপ্ত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ;
- জেলা পর্যায়ের অফিস কর্তৃক সম্পাদিত বিশেষ কার্যক্রমের রিপোর্ট সংগ্রহ ও পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সরকারী-বেসরকারী সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন;
- প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা;
- প্রধান কার্যালয়ে মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করা;
- সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরে মধ্যস্থতা করা।

সমন্বয় সভার আয়োজনঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও বিভাগীয় উপ-পরিচালকগণের সমন্বয়ে প্রত্যেক মাসে মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়। মাসিক এ সভায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ও অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমের বিভিন্ন সমস্যা, কাজের অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়াদি আলোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরবর্তী সভায় তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

১.৩ বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণঃ

- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সমন্বয় শাখা হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নিম্নলিখিত প্রতিবেদনসমূহ কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছেঃ
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যাবলী সম্পর্কিত ০৯টি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সম্পর্কিত সিদ্ধান্তসমুহের ১০টি অগ্রগতি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ছক অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত ১২টি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;

- মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের নির্ধারিত ছক অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কর্মকান্ডের ০১টি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের অগ্রগতির তথ্য পুস্তিকারে প্রকাশের লক্ষ্যে (তথ্য ও ছবিসহ) কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখা হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থায় হার্ডফাইলে ৫২টি এবং ই-ফাইলে ২৯৮টি পত্র জারী করা হয়েছে।

১.৪ দেশে ও বিদেশে অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণঃ

১.৪.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণঃ

আধুনিক সেবা প্রদানের পূর্ব শর্ত হলো দক্ষ মানব সম্পদ। সে লক্ষ্যে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তাকর্মচারী/গণকে প্রশিক্ষিত করে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী এবং Refresher Training-এর আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে অফিস ব্যবস্থাপনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০১৯-২০ প্রণয়ন, নিয়মিত উপস্থিত বিধিমালা ১৯৮২, সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪, ই-ফাইলিং, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন ২০১১ এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) বিধিমালা ২০১৭, Annual Performance Agreement, 2019-2020, নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী, উপস্থাপিত উদ্ভাবনী উদাহরণের শিখন সংকলন, প্রেক্ষিত ভিন্নতা, সেবায় জনবান্ধবতার নিয়ামক, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন এবং নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন, নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা সৃজন, বাছাই ও দলগঠন, নির্বাচিত সেবার উদ্ভাবনী ডিজাইন, উদ্ভাবনী আইডিয়া ডিজাইন উপস্থাপন ও পর্যালোচনা, সেবায় উদ্ভাবনী ডিজাইন (আইডিয়া) চূড়ান্তকরণ, টিম বিল্ডিং, স্টেকহোল্ডার এ্যানালাইসিস, রিসোর্স ম্যাপিং, উদ্ভাবনী আইডিয়া বাস্তবায়নের এ্যক্টিভিটি প্ল্যান তৈরী, উদ্ভাবনী আইডিয়া বাস্তবায়নের এ্যক্টিভিটি প্লান উপস্থাপন ও চূড়ান্তকরণ, ইনোভেশন টিম ও কর্মপরিধি এবং ইনোভেশন টিমের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপনা, নাগরিক সেবায় সোশ্যাল মিডিয়া: করণীয় ও বর্জনীয়, ডিপিপি প্রণয়ন বিষয়ক, আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা, সরকারী চাকরি আইন- ২০১৮, তথ্য অধিকার আইন- ২০০৯, কৃষি বিপণন আইন ২০১৮,দাপ্তরিক সভা এবং অতিথি আপ্যায়নের জন্য চা-নাস্তা ও পানীয় সরবরাহ বিষয়ে করণীয় (ব্যবহারিকসহ), চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং গ্যাস, পানি ও বিদ্যুতের অপচয় রোধকল্পে দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা, কৃষি বাতায়নে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিপণন সংক্রান্ত ডিজিটাল সার্ভিস অন্তর্ভূক্তির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, কৃষি বাতায়নে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিপণন সংক্রান্ত ডিজিটাল সার্ভিস অন্তর্ভূক্তি, ICT in office Management: Use of free tools, E-File Management & Record Keeping, Online Price Verification,

Monitoring, Editing & Report Generating-Practical, Scope and Opportunities of DAM tributeto con to the agro-economic Development of Bangladesh, Calculation of Table IV, NPV and BCR in Excel ইতাদি বিষয়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর ,ঢাকা, চট্রগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট,ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগ এবং জেলা পর্যায়ে কর্মরত প্রায় ৪২০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ইন-হাউস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্পকর্মসূচী , ও আন্তর্জাতিক সংস্থার আর্থিক সহযোগিতায় ১০ জন কর্মকর্তা থাইল্যান্ড, মালোয়শিয়া, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, নেদারল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সম্পর্কিত তথ্যঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় নানাবিধ প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্প এবং কর্মসূচী'র মাধ্যমে মোট ১২টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয় । যথাঃ-

ক) আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় সমাপ্ত শস্য বহুমূখীকরণ কর্মসূচী'র (সিডিপি) মাধ্যমে ১৯৯৯-২০০৪ সময়ে ঢাকা, চট্রগ্রাম, রাজশাহী ও যশোরে প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প এলাকায় ডালকলাই ও তৈলবীজ প্রক্রিয়াজাতকরণে আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তরসহ প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত সংশ্লিষ্ট কৃষক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী, মিলার ও উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ৪ (চার)টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। সমাপ্ত শস্যবহুমূখীকরণ কর্মসূচী'র (সিডিপি) আওতায় নির্মিত প্রত্যেকটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৩,৫০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট দ্বিতল ভবন। প্রত্যেক ভবনের ২য় তলায় একটি প্রশিক্ষণ কক্ষ রয়েছে। সেখানে ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী একসাথে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। প্রত্যেক প্রশিক্ষণ কক্ষের পাশে প্রসস্থ খোলা জায়গা ও ১টি ব্যালকনী আছে। প্রশিক্ষণ কক্ষে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রশিক্ষণ কক্ষ ব্যবহারের জন্য মাইক্রোফোন ও প্রজেক্টর সিস্টেম আছে।

খ) অফিস-কাম-প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টারঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত সমন্বিত মান সম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় (বিপণন অংগ) -এর আওতায় প্রকল্পের অধীনে প্রকল্প চলাকালীন সময়ে প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী ১২টি জেলার মোট ১৩,৭২০ (তের হাজার সাতশত বিশ) জন কৃষক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারীর সমন্বয়ে ৬৮৬ (ছয়শত ছিয়াশি)টি গ্রুপ গঠন পূর্বক উদ্যান ফসলের বাজারজাতকরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যে নরসিংদী, কুমিলণ্ডা, রংপুর ও খুলনা জেলায় মোট ০৪ (চার)টি অফিস-কাম-প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ কাজ ২০১৪ু২০১৫ অর্থবছরে সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে ০৪ (চার)টি অফিস-কাম-প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টারে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিভাগীয় ও জেলা অফিস স্থানান্তর করা হয়েছে। চারতলা বিশিষ্ট প্রত্যেকটি অফিস-কাম- প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টারের প্রতিটি ফ্লোর ৩,৫০০ বর্গফুট আয়তনের। প্রত্যেকটি ভবনের ১ম ফ্লোর প্রসেসিং এবং ডিসপ্লে সেন্টার, ২য় তলায় অফিস, ৩য় তলায় প্রশিক্ষণ কক্ষ, সভা কক্ষ, ডাইনিং, কিচেন, প্রশিক্ষণ কর্মকর্তার রুম, ওয়েটিং পেণ্ডস এবং ৪র্থ তলায় প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন-এর সংস্থান রয়েছে। প্রত্যেকটি প্রশিক্ষণ কক্ষে প্রায় ১০০-১১০ জন প্রশিক্ষণার্থী একসাথে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। প্রশিক্ষণ কক্ষে ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া ঢাকাস্থ সাভারে প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে নির্মিত ভবনের সংস্কার ও সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও এলাকা কার্যালয় এবং আঞ্চলিক কার্যালয় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ

সমাপ্ত শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম (শগঋক)-এর আওতায় প্রকল্পের ডিডিপি অনুযায়ী প্রকল্প এলাকায় কৃষকের পণ্যের উপর্যুক্ত মূল্য প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শস্য সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, সংরক্ষণে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ, ঋণ ব্যবস্থাপনা এবং শস্যের রুপান্তরগত, স্থানগত, সময়মত ও পেশাগত উপযোগ সৃষ্টি ও বৃদ্ধিকরণ প্রভৃতি বিষয়ে হাতে কলমে কারিগরী ও প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৮৭ সালে পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলায় ০১ (এক)টি এবং ১৯৯১-৯২ সালে মাগুড়া জেলার সদর উপজেলায় ০১ (এক)টি সহ মোট ০২ (দুই)টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়। প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও এলাকা কার্যালয় পঞ্চগড় (বোদা) ৫৩ শতক জমির উপর প্রতিষ্ঠিত টিনশেড ভবন। এই ভবনটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও এলাকা কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। প্রশিক্ষণ কক্ষে ২০-৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী আবাসন সুবিধাসহ একসাথে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। প্রশিক্ষণ কক্ষে ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা আছে। এছাড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১টি ডরমেটরী আছে। ডরমিটরীতে প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন সুবিধা রয়েছে। মাগুরা আঞ্চলিক কার্যালয় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ২০ শতক জমির উপর প্রতিষ্ঠিত দ্বিতল ভবন। এই ভবনটি আঞ্চলিক অফিস- কাম- প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সেখানে ১৪-১৮ জন প্রশিক্ষণার্থী আবাসন সুবিধাসহ প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। ভবনের ২য় তলায় প্রশিক্ষণ কক্ষ ও আঞ্চলিক অফিস অবস্থিত। এই ভবনের ২য় তলায় ২টি গেষ্ট রুম আছে। সেখানে ০৪ জন থাকার ব্যবস্থা আছে এবং ভবনের নীচতলায় প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন সুবিধা রয়েছে। প্রশিক্ষণ কক্ষে ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা আছে।

অফিস-কাম-প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ

সমাপ্ত মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যয় এবং সংগ্রহোত্তর অপচয় হ্রাসকরণ-এর লক্ষ্যে প্রকল্পকালীন সময়ে ২০০টি স্বপ্রণোদিত কৃষক দলের সদস্যসহ ৪,৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করার নিমিত্ত চুয়াডাংগা জেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-কাম-অফিস ভবনটি ১৫ শতাংশ জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতি ফ্লোর ২,৫০০ বর্গফুট আয়তনের তিন তলা ভবন। ভবনের নীচ তলায় প্রশিক্ষণ কক্ষ, ২য় তলায় অফিস, ৩য় তলায় ডরমেটরী। প্রশিক্ষণ কক্ষে প্রায় ১০০ (একশত) জন প্রশিক্ষণার্থী একসাথে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। প্রশিক্ষণ কক্ষে ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা আছে। পাশে একটি ওয়েটিং, একটি ডাইনিং, একটি কিচেন, একটি রেস্ট রুম এবং সংযুক্ত ওয়াশরুম আছে।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা নীতিমালাঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্পের আওতায় কৃষক প্রশিক্ষণ, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ/সেমিনার ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য বিভিন্ন জেলায় ভিন্ন-ভিন্ন কাঠামোর উল্লেখিত ট্রেনিং সেন্টারসমূহ নির্মাণ করা হয়েছে। এই সকল ট্রেনিং সেন্টারসমূহের ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত ভিন্নতা ছাড়াও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রেও পার্থক্য বিদ্যমান। এছাড়া প্রশিক্ষণ আয়োজনের সুবিধার্থে একাধিক ট্রেনিং সেন্টারের সাথে আবাসিক সুবিধাও বিদ্যমান রয়েছে। এ সকল ট্রেনিং সেন্টারসমূহের বিদ্যমান সুবিধাবলীর পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এর ব্যবহার ও পরিচালনা বিষয়ে একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণয়নকৃত নির্দেশিকা অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ পরিচালিত হচ্ছে।

বাজার নিয়ন্ত্রণ

বাজার নিয়ন্ত্রণ শাখার কার্যাবলী:

- কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ এর আওতায় মাঠ পর্যায় হতে প্রজ্ঞাপিত বাজার হিসেবে ঘোষণা করার উপযোগী বাজারের প্রস্তাব যাচাই বাছাই পূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও গেজেটে অনুমোদনের জন্য যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।
- জেলা পর্যায় হতে প্রস্তাবিত মেয়াদ উত্তীর্ণ জেলা বাজার উপদেষ্টা কমিটির প্রস্তাব যাচাই বাছাইপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও গেজেটে অনুমোদনের জন্য যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।
- দেশের সকল নিয়ন্ত্রিত বাজারের বাজারকারবারীদের জন্য কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ এর তপসিলভুক্ত কৃষিপণ্যের ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতি ০৩(তিন) বৎসর মেয়াদে মার্কেট চার্জ নির্ধারণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।
- জেলা পর্যায়ে নিয়ন্ত্রিত বাজারসমূহে মার্কেট চার্জ বাস্তবায়নে মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা।
- দেশের সকল নিয়ন্ত্রিত বাজারসমূহে বাজারকারবারীগণকে প্রদত্ত লাইসেন্স এর হার নির্ধারণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।
- কৃষিপণ্যের লাইসেন্স এর আওতায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জেলা পর্যায়ে মনিটরিং, নিরীক্ষা ও উক্ত বিষয়ে মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ এর আওতায় জেলা পর্যায় হতে প্রাপ্ত কোন অভিযোগ মিমাংসায় প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান।
- জেলা পর্যায়ে বিদ্যমান আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন।
- জাতীয় সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন।
- জাতীয় সংসদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/কৃষিমন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর সংক্রান্ত কার্যাবলী।
- জাতীয় সংসদে জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিশের জবাব (৭১ বিধি ও ৭৩ বিধিতে প্রদত্ত) সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন।
- কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সম্পর্কিত গৃহীত যাবতীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন।
- কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির আলোচ্যসূচীর আলোকে প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন।
- জেলা প্রশাসক সম্মেলনে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সংক্রান্ত গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী।
- কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ এর বিধি প্রনয়ণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পাদন।
- বিভিন্ন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রস্তাবিত আইনের উপর মতামত প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন।
- অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়সমূহের চাহিদা মোতাবেক লাইসেন্স ফরম, আবেদন ফরম, নোটিশ ফরম ইত্যাদি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে সরকারী মুদ্রণালয় হতে মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- জেলা কার্যালয় হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রজ্ঞাপিত বাজার সমূহের লাইসেন্সধারী বাজারকারবারীদের তালিকা হালনাগাদকরণে যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।

কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ এর আওতায় বিধিমালাঃ

দেশে উৎপাদিত কৃষিপণ্য ও কৃষিজাতপণ্য বিপণন ও গুদামজাতকরণ ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য The Warehouses Ordinance, 1959 এবং The Agricultural Produce Markets Regulation Act, 1964 আইন ও অধ্যাদেশ দুটি সমন্বিত করে বাংলা ভাষায় আধুনিক ও যুগোপযোগী ''কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮'' প্রণয়ন করা হয়েছে, যা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে উক্ত আইনের আওতায় বিধিমালা প্রনয়ণপূর্বক কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, যা চুড়ান্তকরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

লাইসেন্স ইস্যুঃ

বাংলাদেশ কৃষিপণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৬৪ (সংশোধিত, ১৯৮৫) এর অধীনে প্রজ্ঞাপিত বাজারের সংশ্লিষ্ট বাজার কারবারীর অনুকূলে লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন করা হয়ে থাকে। কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ এর আওতায় প্রস্তাবিত কৃষি বিপণন বিধিমালা চূড়ান্ত অনুমোদনের পর উক্ত বিধিমালার আওতায় লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন করা হবে।

রাজস্ব আদায়ঃ

বিদ্যমান বাজার নিয়ন্ত্রন আইনের আওতায় সংশ্লিষ্ট বাজারকারবারীদের লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নের জন্য নির্ধারিত হারে ফি প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীর বাজারকারবারীদের জন্য ধার্যকৃত লাইসেন্স ফি ও নবায়ন ফি সংক্রান্ত তথ্য এবং গত ০৪ বছরের বিভাগওয়ারী রাজস্ব আদায়ের হিসাব নিম্নরূপঃ

টেবিল-১ ঃ কৃষিপণ্যের বাজারকারবারীদের শ্রেণী ভিত্তিক লাইসেন্স প্রদান

শ্রেণী বিভাগ	লাইসেন্স ফি	লাইসেন্স নবায়ন ফি
ক) পাইকারী ব্যবসায়ী, আড়ৎদার, মজুদদার	৫০০/-	৫০০/-
খ) কমিশন এজেন্ট, ব্রোকার (দালাল), গুদামজাতকারী	৪০০/-	৪০০/-
গ) ওজনদার, পরিমাপকারী, নমুনা সংগ্রহকারী, যাচনদার অথবা গ্রেডার	১০০/-	১০০/-

টেবিল-২ ঃ রাজস্ব আদায়ের পরিমান

বিভাগ	অর্থ বছর			
	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-২০১৯	২০১৯-২০২০
ঢাকা	৫২.২৬	৫২.৯৯	৫৩.২১	৫০.৩৮
চট্টগ্রাম	৩৭.৩৬	৩৪.২৮	৩৬.১৬	৩১.৫৭
সিলেট	৭.৯৫	৮.৩১	৭.৯৬	৭.১৫
রাজশাহী	২২.১	২১.৯১	২১.৭৩	২২.৪৬
রংপুর	৬.২১	৮.4	৮.৯৯	৮.১৬
খুলনা	২৩.১৫	২৩.৭২	২৪.৮১	১৯.৯৩
বরিশাল	১৩.১১	১৩.০১	১৪.১১	১৪.৬৩
মোট	**১৬২.১৪**	**১৬২.৬২**	**১৬৬.৯৭**	**১৫৪.২৮**

২০১৬-১৭ হতে ২০১৯-২০ পর্যন্ত বিভাগ ওয়ারী রাজস্ব আদায়ের লেখচিত্র

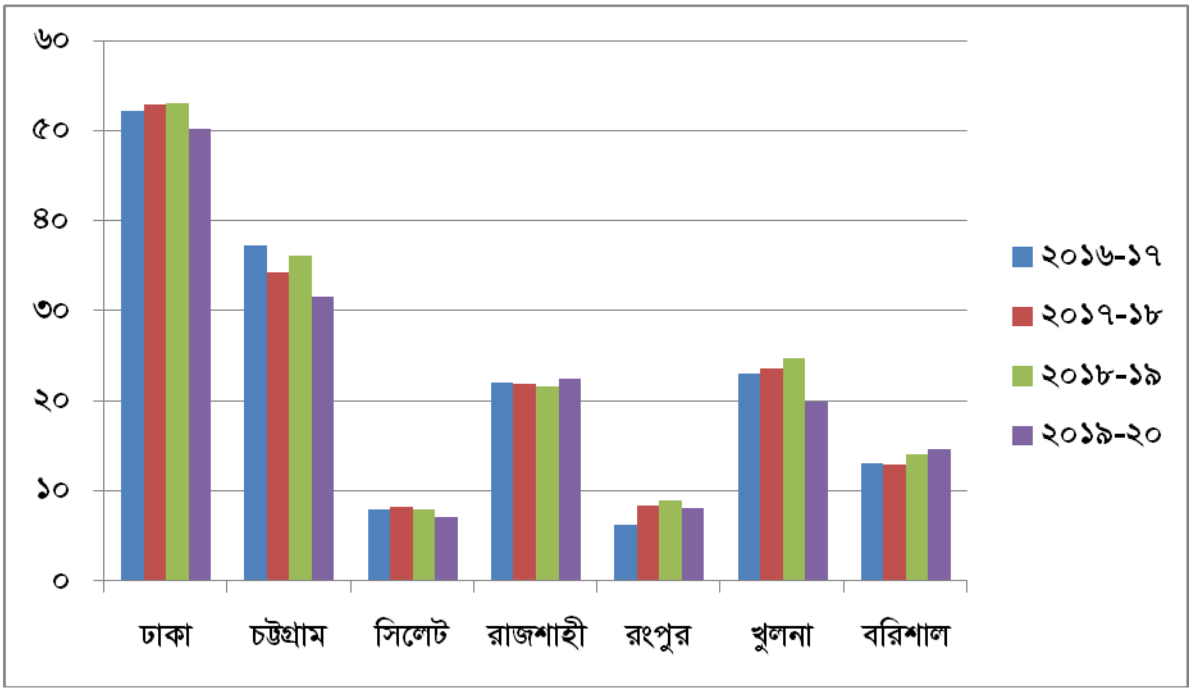

কৃষি ব্যবসা ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা শাখা

বাজার ব্যবস্থাপনা শাখার কার্যাবলী ঃ

- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন বাজার অবকাঠামোসমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম নীতিমালা অনুযায়ী সম্পাদন করা হচ্ছে কি না তা তদারকি করা।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন বাজার অবকাঠামোর সামগ্রীক কার্যক্রম ও আয়-ব্যয় বিষয়ে মনিটরিং এবং প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন বাজার অবকাঠামোসমূহ পরিচালনার বিষয়ে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন এবং বিদ্যমান নীতিমালা সংশোধন বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদন।
- অধিদপ্তরের আওতাধীন বাজার অবকাঠামো চালুকরণে নীতিগত পরামর্শ প্রদান।

পটভূমি (এনসিডিপি, পাবা ও সেন্ট্রাল মার্কেট) ঃ

বাজারে কৃষকদের সহজ প্রবেশাধিকারের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৮২টি বাজার নির্মাণ করা হয়। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরাধীন "কৃষিপণ্যের পাইকারী বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের" আওতায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধাদি যেমন দোকান/স্টল, গুদাম, সেড, টয়লেট, টিউবওয়েল, কসাইখানা, গোহাটা প্রভৃতি আইটেম সম্বলিত প্রকল্পভূক্ত ৬টি জেলায় ৬টি পাইকারী বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। পরবর্তীতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর আর্থিক সহায়তায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (লীড এজেন্সী) ও ৫টি সহযোগী সংস্থার (কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, এলজিইডিসহ অন্যান্য) সমন্বয়ে নর্থওয়েস্ট ক্রপ ডাইভারসিফিকেশন প্রজেক্ট (এনসিডিপি)-এর আওতায় প্রকল্পভূক্ত ১৬টি জেলায় ১৫টি পাইকারী, ৬০টি গ্রোয়ার্স এবং ঢাকার গাবতলীতে প্রায় ৭.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ০৩ তলা বিশিষ্ট সেন্ট্রাল মার্কেটটির নির্মাণ কাজ ৩০/০৬/২০০৯ তারিখে সমাপ্ত হয়। ''উত্তর-পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ'' প্রকল্প এর আওতায় উৎপাদিত উচ্চমূল্য ফসলের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থায় কার্যকর সরবরাহ চেইন ও প্রকল্প এলাকায় নির্মিত বাজারসমূহের জন্য ফরওয়ার্ড লিংকেজ স্থাপনের জন্য সেন্ট্রাল

মার্কেটটি নির্মাণ করা হয়। সার্বিক সুবিধাদি সম্বলিত এ ধরণের গ্রামীণ বাজার বাংলাদেশে এই প্রথম। উল্লেখিত অবকাঠামোর উন্নয়নের ফলে প্রকল্পের আওতায় বাজারসমূহ স্বয়ংসম্পূর্ণ, আধুনিক ও মডেল বাজার হিসেবে গড়ে উঠেছে।

সেন্ট্রাল মার্কেটের আয়তন ও অবস্থান ঃ

সেন্ট্রাল মার্কেটটি সর্বমোট ১.৪১ একর জমির উপর নির্মিত। বাস্তবে মার্কেট স্থাপনার আওতায় ১.০০ একর জমি এবং অবশিষ্ট ০.৪১ একর জমি পার্শ্ববর্তী রাস্তা ও পুকুর হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। বর্ণিত সেন্ট্রাল মার্কেটটি ঢাকার গাবতলীর তুরাগ নদীর তীরে অবস্থিত। বাজারটি ঢাকা আরিচা মহাসড়ক হতে গাবতলী বেড়িবাঁধ ধরে প্রায় ১/২ কিঃমিঃ দক্ষিণে অবস্থিত। বেড়িবাঁধ হতে মার্কেটের সাথে পাকা সংযোগ সড়ক রয়েছে।

বিদ্যমান অবকাঠামোর সুবিধা ঃ

নং	অবকাঠামোর সুবিধার বিবরণ	পরিমাণ
০১	জমির পরিমান	১.৪১ একর
০২	ওয়াশিং এরিয়া	২২০ বর্গফুট
০৩	অকশন এরিয়া	৯১৭ বর্গফুট
০৪	সর্টিং, গ্রেডিং এবং ড্রাইং এরিয়া	৫০০ বর্গফুট
০৫	ড্রাই ষ্টোরেজ	১,২৫২ বর্গফুট
০৬	প্রিকুলিং এরিয়া	৩০৫ বর্গফুট
০৭	কুলিং এরিয়া	৬৯০ বর্গফুট
০৮	গোডাউন	৩৬৪ বর্গফুট
০৯	আন্ডার গ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার	৫০ বর্গফুট
১০	টয়লেট এরিয়া	৭১৬ বর্গফুট
১১	মার্কেট ম্যানেজমেন্ট কমিটি অফিস	৫৪৫ বর্গফুট
১২	ট্রেনিং সেন্টার	১,৬৩৫ বর্গফুট
১৩	ভেজিটেবলস সেলস এরিয়া	৫,৪৬৫ বর্গফুট
১৪	উইমেন্স কর্ণার	৫৪০ বর্গফুট
১৫	ফ্রুট এন্ড স্পাইসেস সেলস এরিয়া	৩,১৭০ বর্গফুট
১৬	স্পেসিয়ালাইজড এরিয়া ফর ভ্যালু এডিশন	২,৩৪৮ বর্গফুট
১৭	লোডিং-আনলোডিং এরিয়া	৭,২৬২ বর্গফুট
১৮	পার্কিং এরিয়া	৩,৮০০ বর্গফুট
১৯	ইন্টারনাল ড্রেইন	৪১০ বর্গফুট
২০	ইন্টারনাল রোড	১৭,৫০০ বর্গফুট
২১	গ্যারেজ	২৮১ বর্গফুট
২২	গার্ডসেড	১২২ বর্গফুট
২৩	ডাস্টবিন	২১৫ বর্গফুট
২৪	সাব-স্টেশন (যন্ত্রপাতি সহ)	৭১০ বর্গফুট

বিদ্যমান লজিস্টিক সুবিধা ঃ

- পরিবহণ সুবিধাঃ কৃষক ও ব্যবসায়ীদের কৃষিপণ্য বিপণনে সহায়তা প্রদানের জন্য ঢাকাস্থ গাবতলী সেন্ট্রাল মার্কেটে ০৬টি রিফারভ্যান (কুলিং সুবিধাসহ) ও ০৫ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ০১টি ট্রাক রয়েছে। এগুলো পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট ভাড়ার হার নির্ধারণ আছে।

- কুল চেম্বার সুবিধাঃ কৃষি ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যবসায়ীদের ব্যবহারের জন্য ২০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ০৩টি কুল চেম্বার রয়েছে যা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহার করা হচ্ছে।
- পাইকারী প্রসেসিং সুবিধাঃ হিমাগারটির সাথে সব্জি ও ফল প্রমিতকরণ, প্যাকেজিং সুবিধাসহ সকল ধরণের কর্তনোত্তর সেবা (Post Harvest Management) প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।
- উৎপাদিত কৃষিপণ্যের খুচরা বাজার চেইনের ভিত্তি কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ ও কৃষিপণ্য রপ্তানীতে কার্যকর সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহার করা।
- কৃষিপণ্যের উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী ও সরবরাহকারীদের পণ্য সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার (Post Harvest) সকল সুবিধা একই স্থান হতে (One stop service centre) প্রদান নিশ্চিত করা।

সেন্ট্রাল মার্কেটের আয়-ব্যয় ঃ

সেন্ট্রাল মার্কেট হতে পরিচালিত আয় হতে অবকাঠামোর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় নির্বাহের পর অবশিষ্ট অর্থ প্রাথমিকভাবে কেন্দ্রীয় বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি এর নামে ব্যাংকে রক্ষিত হিসাবে জমা করা হয়। বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি আয়-ব্যয়ের বিষয়টি তদারকি করে থাকেন। গত ৩০শে জুন,২০২০ তারিখ পর্যন্ত মার্কেটের এফডিআর ফান্ডে প্রায় ৮৯.৫৬ লক্ষ টাকা এবং চলতি হিসাবে প্রায় ১২.৯০ লক্ষ টাকা রক্ষিত আছে।

বাজারের অবস্থান ও ধরণ ঃ

এনসিডিপি নির্মিত ৭৫টি বাজারের মধ্যে ১৫টি পাইকারী বাজার জেলা সদরে ও ৬০টি গ্রোয়ার্স মার্কেট উপজেলা পর্যায়ে বিস্তৃত এবং সেন্ট্রাল মার্কেটটি ঢাকার গাবতলীতে অবস্থিত। তাছাড়া 'পাবা' প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ০৬টি পাইকারী বাজার প্রকল্পভূক্ত ০৬টি জেলায় অবস্থিত।

নং	জেলার নাম	বাজারের সংখ্যা				বাজারের ক্যাটাগরী
		গ্রোয়ার্স	পাইকারী	সেন্ট্রাল মার্কেট	মোট	
১	শেরপুর	-	০১	-	০১টি	পাবা বাজার
২	বরিশাল	-	০১	-	০১টি	পাবা বাজার
৩	যশোর	-	০১	-	০১টি	পাবা বাজার
৪	হবিগঞ্জ	-	০১	-	০১টি	পাবা বাজার
৫	দিনাজপুর	-	০১	-	০১টি	পাবা বাজার
৬	নোয়াখালী	-	০১	-	০১টি	পাবা বাজার
৭	ঢাকা	-	-	০১টি	০১টি	এনসিডিপি বাজার
৮	রাজশাহী	০৫	০১	-	০৬টি	এনসিডিপি বাজার
৯	রংপুর	০৫	০১	-	০৬টি	এনসিডিপি বাজার
১০	বগুড়া	০৩	০১	-	০৪টি	এনসিডিপি বাজার
১১	দিনাজপুর	০৮	০১	-	০৯টি	এনসিডিপি বাজার
১২	পাবনা	০২	০১	-	০৩টি	এনসিডিপি বাজার
১৩	সিরাজগঞ্জ	০২	০১	-	০৩টি	এনসিডিপি বাজার
১৪	পঞ্চগড়	০৫	০১	-	০৬টি	এনসিডিপি বাজার
১৫	নীলফামারী	০৪	০১	-	০৫টি	এনসিডিপি বাজার
১৬	নওগাঁ	০৫	০১	-	০৬টি	এনসিডিপি বাজার
১৭	লালমনিরহাট	০২	০১	-	০৩টি	এনসিডিপি বাজার
১৮	নাটোর	০৪	০১	-	০৫টি	এনসিডিপি বাজার
১৯	ঠাকুরগাঁও	০৫	০১	-	০৬টি	এনসিডিপি বাজার
২০	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	০২	০১	-	০৩টি	এনসিডিপি বাজার
২১	গাইবান্ধা	০২	০১	-	০৩টি	এনসিডিপি বাজার

২২	কুড়িগ্রাম	০১	-	-	০১টি	এনসিডিপি বাজার
২৩	জয়পুরহাট	০৫	০১	-	০৬টি	এনসিডিপি বাজার
সর্বমোট		৬০	২১	০১টি	৮২টি	

বাজারে বিদ্যমান সুবিধাদি ঃ

এনসিডিপি বাজারগুলোতে ব্যবসার নিমিত্ত সর্বমোট ১,৬৪৮টি স্পেস রয়েছে। অনুমোদিত নীতিমালা অনুসারে এ স্পেসগুলোর মধ্যে ৭২৯টি স্পেস এফএমজি ভূক্ত কৃষক, ৬২৪টি স্পেস সাধারণ ব্যবসায়ী এবং অবশিষ্ট ২৯৫টি মহিলা কর্নার দোকান মহিলা ব্যবসায়ীদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। "কৃষিপণ্যের পাইকারী বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন'' প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৬টি বাজারের মধ্যে প্রতিটি বাজারে ২৪টি দোকান/স্টল, ২৫০ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ০১টি গোডাউন শেড, টয়লেট, গোহাঁটা ও ০১টি কসাইখানা রয়েছে।

এনসিডিপি ও পাবা বাজারের বিভিন্ন সুবিধা ঃ

বাজারে বিদ্যমান সুবিধাদির বর্ণনা	পাবা বাজার	এনসিডিপি বাজার
২৫০ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন গুদাম	০৬টি	-
৫ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন কুল চেম্বার	-	০৭টি
দোকান/স্টল	১৪৪টি	-
ওপেন স্পেস (সাধারণ)	-	৬২০টি
ওপেন স্পেস (এফএমজি)	-	৭২৮টি
মহিলা কর্ণার	-	২৯৫টি
শেড	১৮টি	-
কসাই খানা	০৬টি	-
অফিস/ট্রেনিং রুম	০৬টি	৭৫টি

বাজার পরিচালনা পদ্ধতি ঃ

এনসিডিপি ও পাবা বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত নির্ধারিত নীতিমালা রয়েছে। এ সকল নীতিমালার আওতায় বাজারসমূহ পরিচালনা করা হচ্ছে। এ সকল নীতিমালার আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক বাজারের জন্য একটি বাজার ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা কমিটি রয়েছে। উক্ত কমিটিতে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সভাপতি এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জেলা বাজার কর্মকর্তা/জেলা বাজার অনুসন্ধানকারী সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তবে এনসিডিপি বাজারের নীতিমালা অনুযায়ী যে সকল বাজার পৌরসভার মধ্যে অবস্থিত সে সকল বাজারের বাজার ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা কমিটির সভাপতি হিসেবে পৌর মেয়র দায়িত্ব পালন করছেন। উক্ত বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি বাজারের দোকান/স্পেস বরাদ্দ প্রদানসহ বাজার ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সার্বিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

বাজারের আয়-ব্যয় ঃ

এনসিডিপি বাজার পরিচালনা নির্দেশিকা অনুযায়ী স্পেস/দোকান ভাড়া বাবদ আদায়কৃত রাজস্ব হতে ৫০% সরকারী কোষাগারে জমাদান এবং অবশিষ্ট ৫০% বাজার রক্ষনাবেক্ষণ ও মেরামতের নিমিত্ত বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিব এর যৌথ ব্যাংক হিসাবে জমা করা হয়। উক্ত জমাকৃত অর্থ হতে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্ত্বাবধানে বাজারের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া পাবা বাজার পরিচালনা নির্দেশিকা অনুযায়ী স্পেস/দোকান ভাড়া বাবদ আদায়কৃত রাজস্ব হতে ৭৫% সরকারী কোষাগারে জমাদান এবং অবশিষ্ট ২৫% বাজার রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের নিমিত্তে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি সভাপতি ও সদস্য-সচিব এর যৌথ হিসাবে জমা করা হয়। উক্ত জমাকৃত অর্থ হতে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্ত্বাবধানে বাজারের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

এনসিডিপি ও পাবা বাজারের আয়-ব্যয়ের হিসাব ঃ

(লক্ষ টাকায়)

বাজারের ক্যাটাগরি	বাজারের সংখ্যা	শুরু থেকে জুন/১৯ পর্যন্ত আয়-ব্যয় (টাকা)			
		মোট আয়	সরকারী কোষাগারে জমা	বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির ব্যাংক একাউন্টে জমাদান	মোট ব্যয়
পাবা বাজার	৬	২০০.৯৬	১৮৪.৬৭	১৬.২৯	৩.১০
এনসিডিপি বাজার	৭৫	১৭৮.৩৭	৮৮.৯০	৮৯.৪৭	২৮.৩৬
মোট=	৮১	৩৭৯.৩৩	২৭৩.৫৭	১০৫.৭৬	৩১.৪৬

আইসিটি সেল

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আইসিটি সেলের সম্পাদিত গুরত্বপূর্ণ কার্যক্রম:

১) অনলাইনে বাজার দর ১০০% সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

২) ডিজিটাল ডিসপ্লেবোর্ডের মাধ্যমে প্রায় ৮০% সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে।

৩) অনলাইন গ্রুপ এর মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আইসিটি সংক্রান্ত কারিগরী সমস্যা ও অন্যান্য শাখা সংশ্লিষ্ট যাবতীয় সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

৪) কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে সদর দপ্তরে ডিজিটাল এটেনডেন্স স্থাপনের মাধ্যমে নির্ভুল হাজিরা তথ্য প্রদান সম্ভব হচ্ছে।

৫) কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েব পোর্টাল , বাজার দর সংক্রান্ত ওয়েবসাইট, কৃষি ব্যবসার অনলাইন প্লাটফর্ম এবং মোবাইল অ্যাপস ভিত্তিক বিপণন কার্যক্রম চালুকরণ এবং এ সব কাজের সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে রোড ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তদানুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৬) প্রকল্প গ্রহণ, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, মনিটরিং, সমাপন এবং অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে হালনাগাদ তথ্য pmis.imed.gov.bd এই পোর্টালে আপলোড করা হচ্ছে।

৭) করোনা পরিস্থিতির পূর্বে সীমিত আকারে সীমিত আকারে ভিডিও কনফারেন্স এর প্রচলন থাকলেও বর্তমানে নিয়মিত সভা, সেমিনার এবং প্রশিক্ষণ Zoom প্লাটফর্মের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

৮) অধিদপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড অধিদপ্তরের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ, অফিসিয়াল ফেসবুক গ্রুপ এবং ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে বহুল প্রচারের মাধ্যমে সরকার ও জনগনের মধ্যে সংযোগ সাধন করা সম্ভব হচ্ছে।

৯) কৃষি বানিজ্যের সর্ববৃহৎ ওয়েব পোর্টাল চালুকরণে বেসরকারি অনলাইন কৃষি মার্কেটিং ভিত্তিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান chaldal.com কে এই কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ে এ সংক্রান্ত কর্মসূচি প্রেরণ করা হয়েছে।

১০) বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা হতে কৃষিপণ্যের খুচরা ও মৌসুম ভিত্তিক কৃষক প্রাপ্ত বাজার দর সংগ্রহ করে অন লাইনে নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে।

১১) ওয়েবভিত্তিক কৃষিপণ্যের মূল্য, বিপণন ও বাজার ব্যবস্থাপনা সেবা এবং কৃষি ব্যবসা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে।

১২) সদর দপ্তরের প্রতিটি শাখায় কম্পিউটারসহ বিটিসিএল থেকে দ্রুতগতির ফাইবার অপটিকস ইন্টারনেট লাইন সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।

১৩) ই-তথ্য কোষ, সরকারী পোর্টালে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটটি যুক্ত করা হয়েছে। উক্ত পোর্টালে বিভিন্ন তথ্য যেমনঃ নোটিশ, খবর, বিভিন্ন তথ্য, বিভিন্ন সেবাসমূহ, সার্কুলার, বাজার দরের লিংকসহ নিয়মিত তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে।

১৪) কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে (ফধস.মড়া.নফ) প্রতি কর্মদিবসে ৩০টি অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যের খুচরা বাজার দর এবং প্রতিদিনের শতকরা হ্রাস-বৃদ্ধির হার স্ক্রল আকারে প্রচারিত হচ্ছে।

১৫) কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নতুন ওয়েব সাইটের মাধ্যমে বাজার দর লিংকে প্রবেশ করে কৃষক, ভোক্তা ও কৃষি ব্যবসায়ীর জন্য সহায়ক বিভিন্ন ধরনের পণ্যভিত্তিক মূল্য প্রতিবেদন যেমনঃ পণ্যভিত্তিক প্রতিবেদন, তুলনামূলক বিবরণী (সাপ্তাহিক, মাসিক, বাৎসরিক), দৈনিক বাজার দর প্রতিবেদন, প্রয়োজনীয় পণ্যের খুচরা বাজার দরের তুলনামুলক বিবরণী, উপজেলা ভিত্তিক মূল্য প্রতিবেদন ও বৃহত্তর জেলাসমূহের সদর বাজারের খুচরা মূল্যের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে।

১৬) ই-মার্কেটিং এর মাধ্যমে কৃষক ও ভোক্তার মধ্যে অনলাইন লিংকেজ স্থাপন করার মাধ্যম তৈরী করা হয়েছে। এখানে কৃষক ও কৃষি ব্যবসায়ী ফ্রি রেজিষ্ট্রেশন সম্পন্ন করে কৃষিপণ্যের বিজ্ঞাপন দিতে পারে এবং সাধারণ ভোক্তা ও কৃষি ব্যবসায়ী কৃষিপণ্য ক্রয় করতে পারে। যার মাধ্যমে কৃষক, ব্যবসায়ী ও ভোক্তার মধ্যে সরাসরি লিংকেজ স্থাপিত হচ্ছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ

একবিংশ শতাব্দীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রার মহাসড়কে এখন বাংলাদেশ, ডিজিটাল বাংলাদেশে কৃষক, ভোক্তা, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী ও কৃষি ব্যবসার সাথে জড়িত সকল শ্রেনীকে একটি ডিজিটাল প্লাটফর্মে এনে কৃষিপণ্যের ই-বিপণন একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। ন্যায্যমূল্যে কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়, কৃষি ভিত্তিক ই কমার্স উন্নয়ন, নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি, সহজে কৃষিপণ্য ভিত্তিক ব্যবসা ও বাজারে প্রবেশ ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃতিকরণে ই-কৃষি বিপণন সম্প্রসারণে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবেঃ

১) Integrated Digital Service Delivery Platform for Ministry of Agriculture (MoA) কার্যক্রম এর আওতায় লাইসেন্স, ওয়ারহাউজ, বাজার অবকাঠামো, বাজার সংযোগ সহ নানাবিধ কর্মকান্ডের অটোমেশন ব্যবস্থা চালু করা হবে।
২) কৃষক, ভোক্তা, পাইকার, খুচরা ব্যবসায়ী, রপ্তানীকারক, আমদানিকারক, গুদামজাতকারী, পরিবহন ব্যবসায়ীসহ কৃষি ব্যবসার সাথে জড়িত সকলকে একটি ডিজিটাল প্লাটফর্মে একত্রিত করা হবে। ;
৩) কৃষি বিপণনের সাথে জড়িত সকল কৃষক ও ব্যবসায়ীর একটি শক্তিশালী ডেটাবেজ তৈরী করা।
৪) ই-কৃষি বিপণন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শৎরংযড়শবৎনধুধৎ.মড়া.নফ **নামক** একটি আলাদা পোর্টাল ব্যবস্থাপনা করা ;
৫) স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি উদ্যোক্তা, কৃষক এবং কৃষি ব্যবসায়ীগণকে মোবাইল এ্যাপস ব্যবহারের মাধ্যমে বিপণন সুবিধা প্রদান করা।
৬) কৃষিপণ্য সাপ্লাই চেইনের সকলকে ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করা ;
৭) বিনামূল্যে বিজ্ঞাপণ ও প্রচারণার সুযোগ প্রদান করা ;
৮) সহজে অনলাইনে বাজার দর ও কৃষি ব্যবসা মনিটরিং করা ;
৯) ঘরে বসেই কৃষি ব্যবসার সাথে জড়িত সকলের মধ্যে সরাসরি অনলাইন ভিত্তিক বাজার সংযোগ ঘটানো;
১০) ভোক্তার সাথে সকল শ্রেণীর কৃষি ব্যবসায়ীর সম্পর্ক স্থাপন ও দেশ-বিদেশে তুলনামূলক বাজার দর পর্যালোচনাপূর্বক কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে সহায়তা করা ;
১১) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যথাযথ ব্যবহার করে বাজার সংযোগ ও ব্যবসায়ী কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করা হবে। ;
১২) এসএমএস ভিত্তিক নোটিফিকেশনের মাধ্যমে কার্যক্রমের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা ;
১৩) কৃষি ব্যবসা পরিচালনা ও পণ্য সরবরাহ অবাধ, সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্ন করতে অনলাইন ভিত্তিক পরিবহণ তথ্য সুবিধা চালু করা ;
১৪) অনলাইনে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দেশে-বিদেশের ও আঞ্চলিক অন্যান্য বাজারের সাথে মূল্য যাচাইয়ের সুযোগ প্রদান করা। ;
১৫) নিবন্ধনকৃত ব্যবসায়ীর মাধ্যমে কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে বিপণন মানদন্ডানুসারে কৃষিপণ্যের গুণগতমান রক্ষার ব্যবস্থা করা হবে ;
১৬) অনলাইন ভিত্তিক কৃষি উদ্যোক্তা তৈরীতে সহায়তা করা ;
১৭) অন্য দেশ হতে বাংলাদেশি কৃষিপণ্য আমদানিতে উৎপাদক ও রপ্তানিকারকের সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ওয়েব ভিত্তিক সাধারণ প্লাটফর্ম উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা করা ;
১৮) ই-কৃষি বিপণনে জড়িত সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা ;
১৯) অনলাইন ভিত্তিক কৃষি বিপণনে মহিলা ও যুবকদেরকে সম্পৃক্তকরণে উৎসাহ প্রদান করা

বিভাগীয় কার্যালয় সমূহের কার্যক্রম

ঢাকা বিভাগ

ঢাকা বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ১৭টি জেলায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রতিদিন সরেজমিনে পরিদর্শন ও যাচাইয়ের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের বাজারদর সংগ্রহপূর্বক ইন্টারনেট এর মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করে থাকেন। ফলে উৎপাদক, ব্যবসায়ী, ভোক্তা এবং সরকার কৃষিপণ্যের প্রতিদিনের বাজার মূল্য সম্পর্কে অবহিত হচ্ছেন। মাঠ পর্যায়ের প্রতিটি অফিস আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ বিধায় তাৎক্ষনিকভাবে ইন্টারনেট এর মাধ্যমে বাজারদরসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অতিদ্রুত প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণে সক্ষম। অত্র বিভাগ ও বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহ দাপ্তরিক কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে অনুমোদিত ১১১টি পদের বিপরীতে বর্তমানে ৮৪ জন কর্মকর্তা/কমচারী কর্মরত আছেন।

বাজার মনিটরিং কার্যক্রমঃ

কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের যৌক্তিক মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত ও ভোক্তা সাধারণের সুলভ মূল্যে পণ্য ক্রয় করার লক্ষ্যে ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয় ও বিভাগের আওতাধীন জেলা কার্যালয়সমূহ কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, পণ্যের ভেজাল রোধ, কেমিক্যালের ব্যবহার নিরুৎসাহিত ও পণ্য পরিবহন স্থিতিশীল করার জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিয়মিতভাবে বাজার মনিটরিং করেন। কৃষিপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য পাইকারী মূল্যের সাথে বিপণন ব্যয় ও মুনাফা যোগ করে যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করে বাজার সমিতির সাথে সমন্বিতভাবে বাস্তবায়ন করে আসছেন। জেলা প্রশাসকের ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ সহযোগিতা করছেন। বাজার কারবারীদের নৈতিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি ভোক্তাদের অধিকার সচেতন করার জন্য বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহের বাজারে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১৩০০০টি লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রমঃ

ঢাকা বিভাগের আওতাধীন শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের অধীনে ১২টি জেলায় বিদ্যমান ২০টি (১৭টি চালু) গুদামের মাধ্যমে জুলাই, ২০১৯ হতে জুন ২০ পর্যন্ত ১০৫০ জন কৃষকের ৬১০ মেট্রিকটন শস্য সংরক্ষণ এর বিপরীতে ১.১০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত সময়ে সর্বমোট ৭৭৫ জন কৃষক/কৃষাণীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সেন্ট্রাল মার্কেট, গাবতলীঃ

সমাপ্ত উত্তর-পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ’সেন্ট্রাল মার্কেট-গাবতলী, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ১৬টি জেলা ও এর আওতাধীন ৬১টি উপজেলার কৃষকের আর্থিক উন্নয়ন, দরিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষকে সামনে রেখে ঢাকা শহরের বাজারসমূহের সংগে লিংকেজ স্থাপনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষকদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তী নিশ্চিত করা লক্ষ্যে ডাইরেক্ট ফ্রেশ,ফসল ও চাল ডাল লিঃ এর মাধ্যমে সরাসরি কৃষকদের নিকট হতে সংগৃহিত শাক-সব্জি গ্রেডিং এবং প্রসেসিং করে ঢাকার বিভিন্ন প্রতিষ্টানে সরবরাহ করা হচ্ছে। তাছাড়া বিভাগীয় ব্যবস্থাপনায় সরাসরি কৃষকের নিকট হতে কৃষিপণ্য সংগ্রহ করে ৬০টি রিফার ভ্যান, ০১টি খোলা ট্রাক ও ৩০টি কুল চেম্বারের সহায়তায় ঢাকা শহরে বিভিন্ন পয়েন্টে বিপণনের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। সেন্ট্রাল মার্কেটের আয় হতে অবকাঠামোগত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় নির্বাহের পর অবশিষ্ট অর্থ প্রাথমিকভাবে কেন্দ্রীয় বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির নামে বাংরাদেশ কৃষি ব্যাংক, খামারবাড়ি, শাখায় রক্ষিত চলতি ও এফডিআর হিসাবে জমা রাখা হয়। বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি আয়-ব্যয়ের হিসাব তদারকি করেন। ৩০ জুন, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত মার্কেটের ০১টি এফডিআর হিসাবে প্রায় ৮৯,৫৬,৫০০.০০ টাকা এবং চলতি হিসাবে ১২,৯০,৪৬৩.৩৫২ টাকা জমা আছে ।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচীঃ

মূল্য সংযোজন কার্যক্রম সম্পসারনের নিমিত্ত ০২টি অফিস নিমিত্ত ০২টি অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত প্রসেসিং সেন্টারে ২০১৯-২০ অর্থবছরে সর্বমোট ২৫৫ জন কৃষক/কৃষাণীকে প্রশিক্ষণ প্রদান, ৩০৫ জন কৃষককে প্রযুক্তি ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। জেলা বাজার কর্মকর্তা/ জেলা বাজার অনুসন্ধানকারী ১৪৩ জন কৃষক ওন প্রক্রিয়াজাতকারীকে প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রশিক্ষণ এবং বাজার সংযোগ সুবিধা প্রদান করেছেন। এছাড়াও সর্বমোট ১৯টি প্রশিক্ষণে বিভাগ ও বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহে কর্মরত ১৬৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অংশগ্রহন করেন।

লাইসেন্স ইসু ও নবায়নঃ

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ঢাকা বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহ হতে পাইকারী ব্যবসায়ী, আড়ৎদার, কমিশন এজেন্ট, ওজনদার ও পরিমাপকারী প্রভৃতি শ্রেনীর কৃষিপণ্য বাজার কারবারীগণের নিকট ১৫০০টি নতুন লাইসেন্স ইসু এবং ব্যবসায়ীদের ৮৫৯৬টি লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে। লাইসেন্স ফি বাবাদ ৫০,৪৮,০০০.০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ আট চল্লিশ হাজার) টাকা আদায় পুর্বক সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে এবং রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

মেলায় অংশগ্রহণঃ

ঢাকা বিভাগ ও বিভাগের আওতাধীন জেলাসমুহ স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহন পূর্বক অধিদপ্তরের কার্যক্রম মেলায় দর্শনার্থীদের মাঝে তুলে ধরেছেন।

কৃষি বিপণন অবকাঠামো উন্নয়নঃ

উপজেলা পর্যায়ে গ্রোয়ার্স মার্কেট, জেলায় পাইকারী বাজার ও রাজধানীতে কেন্দীয় বাজার টার্মিনাল স্থাপনের পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন মার্কেট সমূহে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তত্ত্ববধানে বিক্রয়কেন্দ্র স্তাপন করা যেতে পারে।

কৃষি বিপণনে সহায়ক বাজার তথ্যঃ

বাজারদর হ্রাস-বৃদ্ধি, মজুত চাহিদা ও সরবরাহ পণ্যভিত্তিক বাজারের অবস্তান এবং পণ্যভিত্তিক উপজেলা বাজার, জেলা বাজার, বিভাগীয় বাজার ও জাতীয় বাজারগুলোর দরের পরিস্থিতিসহ সার্বিক বাজার অবস্থা সম্পর্কে সাধারণ জনগণ/ভোক্তা ব্যবসায়ী ও সরকারকে সবসময়/নিয়মিত অবহিত করার জন্য বিপণন সংক্রান্ত তথ্যাদি বিটিভিতে ও অনান্য চ্যানেল প্রচার করা যেতে পারে।

কৃষি ব্যবসায় বাজার সংযোগ ঃ

কৃষি ব্যবসায় বাজার সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে বড় অন্তরায় হচ্ছে পরিবহন সমস্যা। তাই প্রান্তিক চাষি থেকে শুরু করে ভোক্তা পর্যায় পর্যন্ত কৃষিপণ্য সরবরাহের সুষ্ঠু পদক্ষেপ নেয়া হলে যৌক্তক মূল্যে পণ্য ক্রয় ও বিক্রয় সম্ভব হবে। উক্ত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কৃষি পরিবহন ব্যবস্থানার জন্য কতিপয় ট্রাক, মিনি ট্রাক, কাভার ভ্যান, রিফার ভ্যান, কুলভ্যান ও ভ্যান কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে পরিচালনা করা যেতে পারে ।

প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের বিপণন সম্প্রসারণঃ

নতুন নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বৃদ্ধি কল্পে একটি স্থায়ী শাখা বা প্রকল্প তৈরী করে কৃষিপণ্যের ব্যবহার বহুমুখীকরণ করে প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্য বিপণনের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে ।

সাপ্লাই চেইন উন্নয়নঃ
সাপ্লাই চেইন উন্নয়নে এবং সাপ্লাই চেইন কার্যক্রমের আইনগত ভিত্তি স্থাপন করা যেতে পারে। যাতে প্রত্যেক ডিমার্টমেন্টাল ষ্টোরের আউটলেটের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তাদের কৃষি খামার স্থাপনের জন্য নীতি মালায় অর্ন্তভূক্ত করা যেতে পারে।

কৃষিপণ্যের বাজার স্থাপনাঃ
কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইনের প্রতিটি স্তরে নিয়ম শৃঙ্খলা আনয়ন, দুর্নীতি অসাধুরোধ, বিশ্বস্থতা স্থাপন ও সুনিয়ন্ত্রিত পণ্য প্রবাহের যাবতীয় সহযোগিতাপ্রদানের জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের থানা পর্যায়ে সহকারী পরিচালক, জেলা পর্যায়ে উপপরিচালক এবং বিভাগীয় পর্যায়ে পরিচালক পদমর্যাদার কর্মকর্তা নিয়োগ করে একটি শক্তিশালী কৃষিপণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনা সেল গঠন করা যেতে পারে ।

কৃষি পণ্যের বীমাকরণঃ
অতিরিক্ত বৃষ্টি ও খরায় ফসলের উৎপাদন কম হয়, কখনও সম্পুর্নরুপে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলে চাষিরা উৎপাদনে নিরুৎসাহিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কৃষিপণ্যের বীমা ব্যবস্থা চালু হলে কৃষিপণ্যের বাজার স্তিতিশীল থাকবে।

চট্টগ্রাম বিভাগ

পাহাড় সমুদ্র নদী সমতলবেষ্টিত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র উপকূলের অনুপম সৌন্দর্যের আধার চট্টগ্রাম বিভাগ। এ বিভাগের প্রতিটি জেলাকে প্রকৃতি আপন হাতে সাজিয়েছে তার মূল্যবান সম্পদ দ্বারা। পুরাকীর্তি, ভাষা ও সংস্কৃতি, প্রাকৃতিক সম্পদ, নদ, নদী, দর্শনীয় স্থানের কারনে এ বিভাগ স্বতন্ত্র। চট্টগ্রাম বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী নামে খ্যাত। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যক্রম চট্টগ্রাম বিভাগে **১১**টি জেলা ও ৪টি উপজেলায় বিস্তৃত। উল্লেখ্য একমাত্র চট্টগ্রাম বিভাগেই উপজেলা পর্যায়ে কৃষি বিপণন কার্যক্রম বিদ্যমান। প্রতিদিন বিভাগের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগন সরেজমিন পরিদর্শন ও যাচাইয়ের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের বাজার দর সংগ্রহপূর্বক অনলাইনে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করে থাকেন। বিভাগীয় পর্যায়ে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন হয়। ফলে দ্রুততম সময়ে ভোক্তা, উৎপাদক ব্যবসায়ী ও সরকার প্রতিদিনের বাজার দর প্রাপ্ত হচ্ছেন। বিভাগের প্রতিটি জেলায় ই-ফাইলিং এর কার্যক্রম লাইভে আছে। বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অধিদপ্তরের প্রশাসনিক ও বিপণন সংক্রান্ত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে আসছেন।
বর্তমানে ৭২টি পদের বিপরীতে ৫২জন কর্মরত আছেন।

কৃষকের বাজারঃ কৃষক যাতে তার উৎপাদিত সবজি সরাসরি ভোক্তার নিকট বিক্রয় করতে পারে সে জন্য চট্টগ্রাম বিভাগের ০৮টি জেলায় ''কৃষকের বাজার" স্থাপন করা হয়েছে। বাকি ৩টি জেলায় কৃষকের বাজার স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে। কৃষকের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে কৃষকের বাজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

নিরাপদ সবজি কর্ণার: ভোক্তা যাতে ফ্রেশ বিষমুক্ত ও নিরাপদ সবজি পেতে পারে সে লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বিভাগের প্রতিটি জেলায় "নিরাপদ সবজি কর্ণার" স্থাপন করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপণ: জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকীতে উক্ত বিভাগে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। যেখানে বঙ্গবন্ধুর লেখা অসমাপ্ত আত্মজীবনী, কারাগারের রোজনামচা,আমার দেখা নয়া চীন ও বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য,স্বাধীনতা সম্পর্কিত মোট ৬৫টি বই রয়েছে।

বৃক্ষরোপন অভিযান: জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে চট্টগ্রাম বিভাগের প্রতিটি জেলায় বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালিত হয়।

বাজার দর মনিটরিং কার্যক্রম: কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ভিশন হচ্ছে উৎপাদক, বিক্রেতা ও ভোক্তা সহায়ক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা এবং কৃষি ব্যবসা উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা। এ লক্ষ্যে বিভাগের আওতাধীন **১১**টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে নিয়মিত দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক ভিত্তিতে বাজার দর সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করে সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। জনসাধারণকে প্রতিনিয়ত বাজার দর সরবরাহের লক্ষ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড কর্মসূচীর আওতায় চট্টগ্রাম, বান্দরবান, রাংগামাটি, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, কক্সবাজারত, চাঁদপুর, ফেণী ও কুমিল্লা জেলায় ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া ও আছে ৪২টি সাধারণ মূল্য প্রদশনী বোর্ড।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচী: বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী বর্তমান অর্থ বছর কৃষক, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা ও প্রক্রিয়াজাতকারীদের কৃষি পণ্যের গ্রেডিং, সটিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ৩৪৮জন কৃষককে সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তা প্রাপ্ত কৃষকের সংখ্যা **১৯১** জন ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কৃষকের সংখ্যা **১৫০** জন। বিভাগীয় পর্যায়ে **১৩-১৬** গ্রেডের মোট**৭২**জন কর্মচারীকে ইনহাউস প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

লাইসেন্স ইস্যু/ নবায়ন: চট্টগ্রাম বিভাগে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ৯০৮টি নতুন লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে । যা বাবদ ৩২.২০/-(লক্ষ) টাকার রাজস্ব সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। লাইসেন্স ফি আদায় বৃদ্ধির হার বর্তমান অর্থবছরে ও অব্যাহত আছে।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা: ২০১৯-২০২০ অর্থ বছওে নিজস্ব ও আইনে অত্র বিভাগে ৩০০(তিন শত) টি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়েছে। যার মাধ্যমে আদায়কৃত রাজস্বের পরিমান৩৩,১০,৭০০/-(তেত্রিশ লক্ষ দশ হাজার সাত শত) টাকা যা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

বাজার সংযোগ সুবিধা সংক্রান্ত কার্যক্রম: বিভাগে **১৪৫**জন কৃষক বাজার সংযোগ সুবিধা প্রাপ্ত, এছাড়া কৃষি ব্যবসায় **১৪৮** জন উদ্যোক্তা এই সুবিধা পেয়েছেন। প্রসেসিং সেন্টারের সুবিধা প্রাপ্ত কৃষক **১৫০**জন। কুমিল্লায় কুলভ্যানের মাধ্যমে ফ্রেশকাট ফল ও সবজি বিক্রয়ের উদ্যোগ চলমান।

ইনোভেশণ কর্মসূচী: চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলার কৃষকদের কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষকদের শহরের বিভিন্ন সুপারশপে কৃষি পন্য বিক্রির সংযোগ সৃষ্টির ইনোভেশন কার্যক্রম চলমান আছে। মাঠ পর্যায় থেকে নতুন নতুন ইনোভেশন আইডিয়া সংগ্রহ করে ইনোভেশন টিমকে প্রেরণ করার কাজ চলমান আছে।

উৎপাদিত সবজি বাজারজাতকরণ: ফ্রেশকাট শাকসবজি ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কর্মসূচী আওতায় কুমিল্লা জেলায় প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মোড়কীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল সরবরাহ করা হয়েছে এতে কৃষক দলের সদস্যগণ হাতে কলমে প্রশিক্ষণ নিয়ে স্ব-উদ্যোগে আয়বর্ধনশীল পেশায় নিয়োজিত হতে পারেন।

রাজশাহী বিভাগ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগের কার্যক্রম চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, বগুড়া, জয়পুরহাট, পাবনা, নওগাঁ ও সিরাজগঞ্জসহ মোট ০৮টি জেলায় পরিচালিত হচ্ছে। বিভাগ ও বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহে অনুমোদিত ৬৪টি পদের বিপরীতে বর্তমানে ৪৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। রাজশাহী অঞ্চলে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের মধ্যে ধান, গম, ভুট্টা, আখ, আলু, রসুন, পিঁয়াজ, টমেটো ইত্যাদি প্রধান। উৎপাদিত ফলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, আম,লিচু, পেয়ারা, কলা, তরমুজ, বাঙ্গি, বরই ইত্যাদি। কৃষি পণ্যের সুষ্ঠু ও আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা, হাটবাজার উন্নয়ন, গুদামে শস্য সংরক্ষণ, কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার মূল্য নিশ্চিতকরণসহ বাজারদর সংগ্রহ পূর্বক ওয়েব সাইটে প্রকাশের লক্ষ্যে বিভাগ ও আওতাধীন জেলাসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাজারদর মনিটরিং কার্যক্রম

বিভাগ ও জেলা কার্যালয়সমূহ হতে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক ভিত্তিতে বাজার দর সংগ্রহ করে তা পর্যালোচনা ও সদর দপ্তরে নিয়মিতভাবে প্রেরণ করা হচ্ছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিভিন্ন জেলায় পরিচালিত মোট ২২৩টি মোবাইল কোর্টে অত্র অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ পূর্বক দেশের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ফলে দেখা গেছে রমজান, ঈদসহ বিভিন্ন উৎসবে কৃষিপণ্যের উর্দ্ধগতি রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম

রাজশাহী বিভাগে ০৫টি জেলায় ১১টি গুদামের মাধ্যমে শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৬১৬ জন কৃষকের ৪২২ মে:টঃ শস্য গুদামে সংরক্ষণ-এর বিপরীতে কৃষকদের মাঝে ১.৮৭ (এক কোটি সাতাশি লক্ষ) টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম আরো সম্প্রসারণের উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

এনসিডিপি কার্যক্রম

কৃষকদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি এবং ভোক্তা কর্তৃক সহনীয় মূল্যে পণ্য ক্রয়ের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের রাজশাহী বিভাগের আওতায় রাজশাহী বিভাগের ০৮টি জেলায় ০৮টি পাইকারী ও ২৮টি গ্রোয়ার্স মার্কেট নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এনসিডিপি মার্কেটগুলো পরিচালনা পূর্বক ভাড়া বাবদ মোট ১১,২৭,৬৭৪ (এগারো লক্ষ সাতাশ হাজার ছয়শত চুয়াত্তর) টাকা আদায় করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

বাজার সংযোগ তৈরী ও কৃষিপণ্যের প্যাকেজিং, সর্টিং- গ্রেডিং, প্রসেসিং ও কোয়ালিটি বিষয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ে ১৫৫০ জন কৃষক কৃষাণীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ১৮২০ জন সদস্য সম্বলিত ৯১টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এপিএ অনুযায়ী বিভাগীয় কার্যালয় ও আওতাধীন জেলাসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কম্পিউটারে দক্ষতা উন্নয়ন, শুদ্ধাচার কৌশল, নাগরিক সেবা উদ্ভাবন, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন ও প্রজ্ঞাপিত বাজার তথ্য

রাজশাহী বিভাগের আওতাধীন ০৮টি জেলায় ১১৮টি প্রজ্ঞাপিত বাজার রয়েছে। এ সকল বাজারে বিপণন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে কৃষিপণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৬৪ (সংশোধিত ১৯৮৫) প্রয়োগের মাধ্যমে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ০৮টি জেলা অফিসের মাধ্যমে ৭০৫টি নতুন লাইসেন্স ইস্যু এবং ৩৫৪২টি পুরাতন লাইসেন্স নবায়ন পূর্বক ফি বাবদ মোট ২২,৫৩,০০০/- (বাইশ লক্ষ তেপ্পান্ন হাজার) টাকার রাজস্ব সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

কৃষকের বাজার এবং উন্মুক্ত ও খোলা মাঠে বাজার স্থাপন

রাজশাহী বিভাগে মোট ০৫টি কৃষক বাজার স্থাপন এবং ৩৫০টি বাজার খোলা জায়গায় স্থানান্তর করা হয়েছে।

যৌক্তিক মূল্য বাস্তবায়ন

রাজশাহী বিভাগের প্রতিটি জেলায় যৌক্তিক মুল্য বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

কৃষক বন্ধু ডাকসেবা ও ৫০% কম খরচে বিআরটিসি এর মাধ্যমে কৃষিপণ্য পরিবহন

আম মৌসুমে রাজশাহী বিভাগের আওতাধীন রাজশাহী জেলা হতে কৃষক বন্ধু ডাক সেবার মাধ্যমে রাজশাহী থেকে বিনা মূল্যে প্রতি সপ্তাহে ০৩ দিন গড়ে ০৫ (পাঁচ) মে. টন করে আম ঢাকাতে পাঠানো হয়েছে।

ট্রাকে ষ্টীকার লাগানো

চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং জয়পুরহাট জেলায় ট্রাকে ষ্টীকার লাগিয়ে পণ্য পরিবহন করছে এবং অন্যান্য জেলায় কার্যক্রম চলমান আছে।

e-marketing, e-filing & website সংশোধণ, Apps প্রবর্তন ও Mobile Van পরিচালনা

প্রতিটি জেলায়-ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু আছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ই-মার্কেটিং চালু আছে। করোনাকালীন সময়ে রাজশাহী জেলায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় মোবাইল পিকআপের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি সবজি জাতীয় পণ্য সরবরাহ করা হয়েছে।

খুলনা বিভাগ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের খুলনা বিভাগ ও তার আওতাধীন খুলনা, যশোর, বাগেরহাট, কুষ্টিয়া, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা, নড়াইল ও আঞ্চলিক কার্যালয়, শস্য গুদাম কার্যক্রম, মাগুরা অঞ্চলসহ ১০টি জেলা নিয়ে কৃষিপণ্য বিপণন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এই বিভাগের সকল জেলায় কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু ও আধুনিক বিপণন ব্যবস্থাপনা জোরদার করার লক্ষ্যে কৃষিপণ্যের হাট বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, গুদামে শস্য সংরক্ষণ, কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের বাজারমূল্য নিশ্চিতকরণ, বাজার তথ্য সংগ্রহপূর্বক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রচার কার্যক্রম নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছে।

বাজারদর মনিটরিং কার্যক্রমঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের খুলনা বিভাগের আওতাধীন ১০টি জেলা অফিস হতে অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যের বাজারদর ও বাজার তথ্য, দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক ভিত্তিতে সংগ্রহ, সংকলন ও সংরক্ষণ পূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং তা সুবিধাভোগী যথাঃ কৃষক, ভোক্তা, ব্যবসায়ী, সরকারী-বেসরকারী সংস্থাসহ নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নিয়মিতভাবে সরবরাহ করা হচ্ছে। দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে ১০টিজেলার প্রধান প্রধান বাজারসমূহে ইতোমধ্যে কৃষিপণ্যের ৪২টি মূল্য প্রদর্শনী বোর্ড স্থাপনপূর্বক বাজার মূল্য লিখনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অত্র বিভাগের ১০টিজেলা অফিসে ২২টি বাজার উপদেষ্টা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলার কর্মকর্তাগণ প্রতিনিয়ত বাজারের চাহিদা অনুযায়ী পণ্যের যোগান, সরবরাহ ও বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাজার মনিটরিং কার্যক্রম ও স্থানীয় জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ৫৬টি ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেছেন। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১৩৬ টি কৃষক বিপণন দল এবং ২১ লক্ষ টাকার নন-ট্যাক্স রাজস্ব আদায় হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচীঃ

২০১৯-২০ অর্থ বছরে খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়সহ জেলা পর্যায়ের ৬৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাজার সংযোগ স্থাপনপূর্বক কৃষিপণ্য বিপণন ব্যবস্থাকে আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রধান-প্রধান কৃষিপণ্যের সর্টিং, গ্রেডিং, প্রসেসিং, প্যাকেজিং ও কোয়ালিটি বিষয়ে কৃষক/ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তা ও প্রক্রিয়াজাতকারীগণকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান ও ১৩৬টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে। এছাড়া ১০০৬ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান, ১৩৩ জন কৃষককে প্রসেসিং সেন্টারের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

নতুন লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন ও প্রজ্ঞাপিত বাজার সংক্রান্ত তথ্যঃ

খুলনা বিভাগের ১০টি জেলার প্রজ্ঞাপিত বাজারসমূহে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৪৮৩টি নতুন লাইসেন ইস্যু এবং ৩৫০০টি পুরাতন লাইসেন্স নবায়ন পূর্বক ফি বাবদ প্রায় ২১ লক্ষ টাকা নন-ট্যাক্স রাজস্ব আদায় পূর্বক সরকারীকোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নন-ট্যাক্স রাজস্ব আদায় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

মেলায় অংশগ্রহণঃ

খাদ্য হিসেবে আলুর বহুমুখী ব্যবহার এবং বসত বাড়ীতে আলু সংরক্ষণ বিষয়ে জনগণকে অধিকতর সচেতন করার লক্ষ্যে খুলনা বিভাগের আওতাধীন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ১০টি জেলায় কার্যালয় মেলায় অংশগ্রহণ করে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়সহ ১০টি জেলা কার্যালয় সরকারের উন্নয়ন মেলা, কৃষি মেলা, ফল মেলাসহ জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ করে আসছে।

বরিশাল বিভাগ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বরিশাল বিভাগ- বরিশাল, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, ঝালকাঠী, বরগুনা ও ভোলা এই ০৬টি জেলা, ০১টি আঞ্চলিক কার্যালয় ও শস্য গুদাম কার্যক্রম নিয়ে গঠিত। এ বিভাগ কৃষি বিপণন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এই বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহ হতে প্রতিদিন সরেজমিন যাচাইয়ের মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের বাজারদও সংগ্রহপূর্বক তা প্রধান কার্যলয়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রেরণ, কৃষক ও কৃষি ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, কৃষকদের বাজার সংযোগ সুবিধা প্রদান, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ভ্যালুচেইন উন্নয়ন এবং কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনে উদ্যোক্তাগণকে উদ্বুদ্ধ করাসহ কৃষি বিপণন সংক্রান্ত কার্যাবলী মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। বরিশাল বিভাগ ও বিভাগের আওতাধীন ০৬টি জেলায় সর্বমোট ৪৫টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে ২৩ জন র্কমর্কতা/কর্মচারী কর্মরত আছেন।

বাজার মনিটরিং কার্যক্রমঃ

কৃষকের উৎপাদিত কৃষি পণ্যের যৌক্তিক মূল্য প্রাপ্তি ও ভোক্তাসাধারণের সুলভ মূল্যে পণ্যক্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভাগীয় কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়সমূহ কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য র্নিধারণ ও বাস্তবায়নের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায় রাখার জন্য বিভাগের আওতাধীন ০৬টি জেলার প্রধান প্রধান বাজারসমূহে কৃষিপণ্যের ০৬টি মূল্য প্রদর্শনী বোর্ডে নিয়মিত বাজার মূল্য লিখন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। তাছাড়া বরিশাল বিভাগে বরিশাল, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি এই ০৩টি জেলায় ০৩ টি ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড-এ স্থানীয় কৃষি পণ্যের বাজারদর উপস্থাপন করা হচ্ছে। জেলায় মোবাইল কোর্টে অত্র দপ্তরের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত অংশগ্রহণ করে সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি ও বাজার নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করে আসছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরিশাল বিভাগের আওতায় মোট ২৪০টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয় এবং ৪৯,৬০,৫৪০.০০ (উনপঞ্চাশ লক্ষ ষাট হাজার পাঁচশত চল্লিশ) টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে এই বিভাগের ০৬টি জেলা অফিসে ১৬টি বাজার উপদেষ্টা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রম ঃ

বরিশাল বিভাগের আওতায় ঝালকাঠি জেলায় বর্তমানে ০১টি গুদামের মধ্যমে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম চালু আছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪০ জন কৃষকের ২৩ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য জমা রখা হয় এবং গুদামে শস্য জমার বিপরীতে ভাড়া বাবদ ২১,৭৫০.০০ (একুশ হাজার সাতশত পঞ্চাশ) টাকা আদায় হয়েছে। শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ৮০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।

পাইকারী বাজার অবকাঠামোঃ

বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলায় পাইকারী বাজার অবকাঠামো প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গৈলা পাইকারী বাজারের ২৪টি স্টলের ভাড়া বাবদ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে মোট ৩,২৯,৩৫০.০০ (তিন লক্ষ উনত্রিশ হাজার তিনশত পঞ্চাশ) টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে ।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচীঃ

২০১৯-২০ অর্থবছরে বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়সহ জেলা পর্যায়ের ২২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে "অফিস ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন" বিষয়কসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কৃষিপণ্য বিপণন ব্যবস্থাকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ২০১৯-২০ অর্থবছরে এপিএ চুক্তি অনুযায়ী ১১০টি কৃষক বিপণন দলগঠন করা হয়েছে। ২১০ জন কৃষক ও ৯৫ জন কৃষি ব্যবসায়ীকে কৃষিপণ্য সংগ্রহত্তোর সর্টিং,গ্রেডিং,প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ১১০ জন কৃষি ব্যবসায়ীকে বাজার সংযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে এব ং১০০ জন কৃষককে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন ও প্রজ্ঞাপিত বাজার তথ্যঃ

২০১৯-২০ অর্থবছরে বরিশাল বিভাগের আওতাধীন ৯৭টি প্রজ্ঞাপিত বাজারে কৃষিপণ্য ব্যবসায়ীদের মাঝে ৫৫৭টি নতুন লাইসেন্স ইস্যু এবং ২৩৪৬টি লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ ১৪,৬৫,৭০০.০০ (চৌদ্দ লক্ষ পয়ষট্টি হাজার সাতশত) টাকা রাজস্ব আদায়পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে এবং সেই সাথে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে ।

মেলায় অংশগ্রহণঃ

২০১৯-২০ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ কর্তৃক আয়োজিত কৃষি মেলায় বরিশাল বিভাগের আওতাধীন ০৬টি জেলা কার্যালয় অংশ গ্রহণ করে। মেলায় আগত দর্শনার্থীদের মাঝে অধিদপ্তরের কার্যাবলী, কৃষিপণ্যের বিপণন সংক্রান্ত কার্যক্রমবিষয়ক লিফলেট, পোস্টার প্রদর্শন ও বিতরণ করা হয়েছে।

সিলেট বিভাগ

৩৬০ আউলিয়ার পূণ্য ভূমি হিসেবে খ্যাত সিলেট। সিলেট বিভাগ ও সিলেট বিভাগের আওতাধীন ০৪টি জেলার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রশাসনিক ও বিপণন সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকেন। ০৪টি জেলা মার্কেটিং অফিস থেকে মাঠ পর্যায়ে প্রতিদিন প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের বাজারদর সরেজমিনে যাচাইপূর্বক তা ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করে থাকে। ফলে উৎপাদক, ব্যবসায়ী, ভোক্তা রপ্তানীকারক ও সরকার কৃষি পণ্যের প্রতিদিনের বাজার মূল্য সর্ম্পকে অবহিত হয়ে আসছেন। কৃষিপণ্যের বিপণন কার্যক্রমে সহায়তা এবং অত্র বিভাগ ও বিভাগের ০৪টি জেলা সমূহের দাপ্তরিক কার্যাবলী সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে অনুমোদিত ৩২টি পদের বিপরীতে বর্তমানে ১৭ জন কর্মকর্তা কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন।

বাজারদর মনিটরিং কার্যক্রমঃ

সরকারকে দৈনিক বাজারদর অবহিতকরণ ছাড়াও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও ভোক্তা সাধারণের জন্য সুলভমূল্যে পণ্য ক্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বিশেষ বিশেষ কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণপূর্বক তা বাস্তবায়ন করে আসছে। অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কৃষি পণ্যের মুল্য নিয়ন্ত্রণ, ভেজাল রোধ ও ক্যামিক্যালযুক্ত পণ্য বিক্রি রোধে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ভ্রাম্যমান আদালতে অংশগ্রহন করেছে। প্রতিদিনের বাজার মূল্য ক্রেতা-বিক্রেতাকে অবহিত করার লক্ষ্যে বিভাগের আওতাধীন জেলার প্রধান প্রধান বাজারে মোট ০৪ টি মূল্য প্রদর্শনী বোর্ড এবং ০৫টি ডিজিটাল মূল্য তালিকা বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে । যার ফলে ক্রেতা সাধারণের কোনো অসাধু ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রতারিত হবার সম্ভাবনা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।

উৎপাদিত সবজি প্রক্রিয়াকরণ পূর্বক বাজারজাতকরণ বিষয়ক কার্যক্রমঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর “দেশে ক্রমবর্ধমান উৎপাদিত সবজি প্রক্রিয়াকরণ পূর্বক বাজারজাতকরণ” বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী এ বিভাগের ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। অত্র বিভাগের ইতোমধ্যে ৪০টি কৃষক বিপণন দল গঠন (যেখানে ৯১ জন নারী ও ৩৬৯ জন পুরুষ সদস্য) পূর্বক দলের সদস্যদের পর্যাক্রমে পণ্যের গ্রেডিং, সর্টিং, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ, উদ্যেক্তা উন্নয়ন এবং বিপণন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। হবিগঞ্জ জেলা বাজার কর্মকর্তার মাধ্যমে মাধবপুর ও নবীগঞ্জ উপজেলার একটি বিপণন দলকে চাষীগণের বিক্রয় যোগ্য ভুট্টা বিক্রয় কার্যসম্পাদনের (কৃষক বিপণন দলের) জন্য হবিগঞ্জ সদরে অবস্থিত ওমেগা ফিডমিলের সাথে লিংকেজ স্থাপন করে দেয়া হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় আওতাধীন অফিসসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সামষ্টিক দাপ্তরিক কার্যক্রম, নিয়মিত উপস্থিতি, আচরণ ও শৃংখলা বিধি, আইসিটি এবং ই-ফাইলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

শুদ্ধাচার কার্যক্রমঃ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের অধীনে নৈতিকতা কমিটি গঠন ও ০৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং অত্র কার্যালয়ের অন্তরায় চিহ্নিত করে তা সমাধানে কামিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি ০৪টি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা আয়োজন করে মোট ১৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে এতদ্‌বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জনগণের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা ওয়েবপোর্টালসহ দৃশ্যমান

স্থানে অধিদপ্তরের মৌলিক তথ্যাদিসহ প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। জনগণের অভিযোগ জানার জন্য অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে।

লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন এবং প্রজ্ঞাপিত বাজার সংক্রান্ত তথ্যঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের অফিসসমুহ হতে কৃষিপণ্যের পাইকারী বিক্রেতা আড়ৎদার ও কমিশন এজেন্টসহ অন্যান্য ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় লাইসেন্স প্রদান করে থাকে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এই বিভাগের মোট ০৫টি নতুন প্রজ্ঞাপিত বাজার ঘোষনা করার জন্য গেজেট নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে। এ বছর ০৪ টি জেলা অফিসের মাধ্যমে মোট ১৩২টি নতুন লাইসেন্স এবং ১০৬০টি লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে। লাইসেন্স ফি বাবদ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৭,১৯,০০০/- টাকা রাজস্ব আদায় পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

মেলা আয়োজনঃ

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এই বিভাগের আওতাধীন সুনামগঞ্জ জেলা ০১টি তথ্য মেলায় অংশগ্রহন করেছে। এছাড়াও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক জেলাসমূহ বিভিন্ন প্রকার লিফলেট, হ্যান্ডবিল, পোষ্টার জনগণের মাঝে বিতরণ এবং মাইকিং এর মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে।

রংপুর বিভাগ

রংপুর উত্তরাঞ্চলের কৃষি পণ্য উৎপাদনের একটি সম্ভাবনাময় বিভাগ। রংপুর, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী ও পঞ্চগড় জেলা সমন্বয়ে এ বিভাগ গঠিত। কৃষি প্রধান এলাকা হিসেবে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের টেকসই বাজার ব্যবস্থার উপর এ বিভাগের অর্থনীতি অনেকাংশে নিভরশীল। উৎপাদিত ফসলের সঠিক ও আধুনিক বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হলে জাতীয় অর্থনীতি আরো সমৃদ্ধ হবে। এ লক্ষ্য নিয়ে এ বিভাগ প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। এই বিভাগের সকল জেলায় কৃষি পণ্যের সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থাপনা জোরদার করার লক্ষ্যে কৃষি পণ্যের হাট বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, গুদামে শস্য সংরক্ষণ, কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের বাজার মূল্য নিশ্চিতকরণ এবং বাজার তথ্য সংরক্ষণ পূর্বক ওয়েব সাইটের মাধ্যমে প্রচার কার্যক্রম নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছে। এ লক্ষ্য নিয়ে রংপুর বিভাগে অনুমোদিত ৭২ টি পদের বিপরীতে বর্তমানে ৪০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী তাদের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

বাজার মনিটরিং কার্যক্রমঃ

সদর দপ্তরে দৈনিক বাজারদর অবহিতকরণ ছাড়াও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারনের মাধ্যমে কৃষকদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও ভোক্তাসাধারণের জন্য সুলভমূল্য নিশ্চিত করণ এ অধিদপ্তরের প্রধান কাজ । কৃষিপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ, ভেজাল রোধ ও ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার রোধে এ বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উদ্যোগে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ১৭৭টি ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে প্রায় ৬,৪০,১০০/-(ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার এক শত) টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আদালত পরিচালনার ফলে বিভিন্ন উৎসব এবং গুরত্বপূর্ণ সময়ে কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য বাস্তবায়ন সহ ভেজাল পণ্য বিক্রয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে। জেলার প্রধান প্রধান বাজার সমূহে এ বিভাগের আওতায় মোট ৫২টি মূল্য প্রদর্শনী বোর্ড ও ০৮ জেলায় ইলেট্রিক ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপিত হয়েছে। যার ফলে ক্রেতাসাধারণ মূল্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে থাকেন। ফলে অসাধু ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রতারিত হবার সম্ভাবনা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া দৈনন্দিন ভিত্তিতে প্রতি জেলা অফিস হতে কৃষি পণ্যের বাজার মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতি মনিটরিং করা হয়।

এনসিডিপি ও পাবা বাজার কার্যক্রম:

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর আর্থিক সহায়তায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সমাপ্ত নর্থ ওয়েস্ট ক্রপ ডাইভারসিফিকেশন প্রজেক্ট (এনসিডিপি)-এর আওতায় এ বিভাগে মোট ৮টি পাইকারী, ৩২টি গ্রোয়ার্স মার্কেট নির্মাণ করা হয়। এ সব বাজার সমূহের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে উৎপাদক, ব্যবসায়ী ও ভোক্তাগণের মধ্যে একটি টেকসই বাজার ব্যবস্থাপনা ও বাজার সংযোগ পদ্ধতি চালু করা সম্ভব হয়েছে। সামগ্রিক কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। এনসিডিপি বাজার ছাড়াও অত্র বিভাগের দিনাজপুর জেলায় পাইকারী বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পাবা) এর ০১ টি বাজার রয়েছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের রংপুর বিভাগের আওতায় উত্তরাঞ্চলের ৮টি জেলায় ৮টি পাইকারী ও ৩২টি গ্রোয়ার্স মার্কেট ও ১টি পাবা বাজার হতে জুলাই-২০১৯ থেকে জুন ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত সর্বমোট ৫,৬৮,৯০৩/-(পাঁচ লক্ষ আটষট্টি হাজার নয় শত তিন) টাকা ননট্যাক্স রাজস্ব আয় হয়েছে ।

শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রম:

কৃষকদের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে রংপুর বিভাগের আওতাধীন ০৮টি জেলার মোট ৩৪টি গুদামের মাধ্যমে শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। কৃষকগণ ফসল সংগ্রহ মৌসুমে তাদের পণ্য বিক্রয় না করে গুদামে সংরক্ষণ করেন এবং বাজার মূল্যের ৭০% ব্যাংক ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে আর্থিক প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন। পরবর্তিতে পণ্যের মূল্য অফসিজনে বৃদ্ধি পেলে কৃষকগণ তাদের পণ্য বিক্রয় করে ব্যাংক ঋণ পরিশোধের পরেও আর্থিকভাবে লাভবান হয়ে থাকেন। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এ বিভাগের আওতাধীন ৩৪ টি গুদামে ১২৬৩ মেট্রিক টন শস্য জমা করা হয় এবং জমাকৃত শস্যের বিপরীতে প্রায় ১.৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরন করা হয়।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের রংপুর বিভাগীয় কার্যালয় হতে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ এবং এসডিজি ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় বিভাগীয় কার্যালয়সহ ৮টি জেলা অফিসের জেলা কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক, মাঠকর্মকর্তা ও অফিস সহকারীসহ মোট ৩৮ জন কর্মকর্তা কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও রংপুর জেলার বিখ্যাত হাড়িভাঙ্গা আম সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও বিপণন কলাকৌশল বিষয়ক ০২টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করার মাধ্যমে ৬০ জন আম চাষী ও ব্যবসায়ীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। রংপুর বিভাগের অফিস-কাম-প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন-এর সংস্থান রয়েছে। প্রত্যেকটি প্রশিক্ষণ কক্ষটিতে ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থী একসাথে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। প্রশিক্ষণ কক্ষে ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা আছে। এছাড়া পঞ্চগড় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কক্ষে ২০-৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী আবাসন সুবিধাসহ একসাথে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। প্রশিক্ষণ কক্ষে ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা আছে।

লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন এবং প্রজ্ঞাপিত বাজার সংক্রান্ত কার্যক্রম:

এ বিভাগের আওতাধীন জেলা অফিস সমূহ হতে কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ এর মাধ্যমে কৃষি পণ্যের পাইকারী বিক্রেতা, আড়তদার ও কমিশন এজেন্টসহ অন্যান্য ব্যবসায়ীদের ব্যবসা কার্য পরিচালনার জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এ বিভাগের ৮টি জেলা অফিস হতে মোট ২৭৪ টি নতুন লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। নতুন লাইসেন্স ফি বাবদ ১,৩৪,১০০/-(এক লক্ষ চৌত্রিশ হাজার একশত) টাকা এবং ১৩১৪ টি পুরাতন লাইসেন্স নবায়ন করা হয়। যার নবায়ন ফি বাবদ ৭,০৯,৯০০/-(সাত লক্ষ নয় হাজার নয়শত) টাকা আদায়পূর্বক উক্ত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়। লাইসেন্স ফি আদায়ের বৃদ্ধির হার বর্তমান অর্থ বছরে অব্যহত রয়েছে।

বাজার সংযোগ সুবিধা সংক্রান্ত কার্যক্রম:

এ বিভাগের ১৮৯ জন ফল ও সবজি চাষী ও ব্যবসায়ীকে বাজার সংযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কৃষি ব্যবসায় উদ্যোক্তাদের মধ্যে ১৫০ জন উদ্যোক্ত বাজার সংযোগ সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে। প্রসেসিং সেন্টারে সুবিধা প্রাপ্ত কৃষকের সংখ্যা ১০০ জন। বিশেষভাবে রংপুরের হাড়িভাঙ্গা আম, মিষ্টি কুমড়া এবং পঞ্চগড় ও দিনাজপুর জেলার টমেটো বাজার জাতকরণের লক্ষ্যে চাষীদেরকে সরাসরি দেশের ঘাটতি জেলাসমূহের আড়ৎদার, পাইকারী বিক্রেতাদের সহিত

সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। করোনাকালীন সময়ে এ ধরনের সুবিধাপ্রাপ্ত আম,টমেটো,মিষ্টি কুমড়া চাষীরা সরাসরি উপকৃত হয়েছেন। জেলা ও বিভাগীয় প্রশাসনসহ সর্বমহলে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের এ ধরণের ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ/কার্যক্রম প্রসংশিত হয়েছে।

উন্নয়ন ও পরিকল্পনা কার্যক্রম:

দেশের ০৭টি বিভাগের মধ্যে রংপুর বিভাগে সর্বাধিক আলু উৎপাদিত হয়। বর্তমানে প্রায় ৪০ লক্ষ মেঃ টন আলু উৎপাদন হলেও এর বিপরীতে হিমাগারে সংরক্ষন সুবিধা মাত্র ৯.৫০ লক্ষ মেঃ টন। অবশিষ্ট প্রায় ৩০.৫০ লক্ষ মেঃ টন আলুর সংরক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধি, রফতানী বাজার সম্প্রসারণ ও বহুমূখী ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ বিভাগ হতে "আলুর বহুমূখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প" নামক একটি প্রকল্প দাখিল করা হয়েছে। যা অনুমোদন চুড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পটি অনুমোদিত হলে আলু চাষী কৃষকের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তির মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাস ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হবে।

মেলায় অংশগ্রহন:

এ বিভাগের ৮ জেলায় স্থানীয় জেলা প্রশাসন ও অন্যান্য সরকারী বেসরকারী সংস্থার উদ্যেগে অনুষ্ঠিত মেলায় এ অধিদপ্তরের জেলা অফিসসমূহ বিভিন্ন উন্নয়ন মেলায় অংশ নিয়ে সেবা প্রার্থী জনগণকে এ অধিদপ্তরের সেবা কার্যক্রম বিষয়ে সচেতন করে আসছেন।

অধিদপ্তরের প্রকল্প/কর্মসূচী

অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচীসমূহের কার্যক্রম

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প

কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কাঁঠালের বহুমুখী ব্যবহার সম্প্রসারণ কর্মসূচি

<table>
<tr><td>কর্মসূচির নাম</td><td>:</td><td colspan="3">কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কাঁঠালের বহুমুখী ব্যবহার সম্প্রসারণ কর্মসূচি।</td></tr>
<tr><td>বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা</td><td>:</td><td colspan="3">কৃষি বিপণন অধিদপ্তর</td></tr>
<tr><td>কর্মসূচি বাস্তবায়নকাল</td><td>:</td><td colspan="3">জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২১</td></tr>
<tr><td>কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয়</td><td>:</td><td colspan="3">২২৫.০০ লক্ষ টাকা</td></tr>
<tr><td>কর্মসূচির উদ্দেশ্য</td><td>:</td><td colspan="3">গৃহ পর্যায়ে ও বাণিজ্যিক পর্যায়ে কাঁঠালের বহুমূখী ব্যবহার বৃদ্ধি, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য হিসাবে বাজার চাহিদা সৃষ্টি করা এবং সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্প্রসারণ করার মাধ্যমে মূল্য সংযোজন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে এর বাজার উন্নয়ন ও জনগণের পুষ্টির উন্নয়ন সাধন করাই কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য। কর্মসূচীর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপঃ
১। দেশ ও বিদেশে প্রচলিত কাঁঠালের বহুমূখী ব্যবহার বাংলাদেশে জনপ্রিয় করা ;
২। গৃহ পর্যায়ে ও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কাঁঠালের বহুমূখী ব্যবহার সম্প্রসারণ করা ;
৩। কাঁঠালের ব্যবহার বহুমূখীকরণের উদ্দেশ্যে প্রযুক্তিগত ও বিপণন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা;
৪। প্রযুক্তিগত ও বিপণন সহায়তা প্রদান করা ;
৫। বাজার উন্নয়ন, মূল্য সংযোজন ও বিপণন প্রসার মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা ;
৬। প্রক্রিয়াজাতকরণ সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাত শিল্পের বিকাশ ঘটানো;</td></tr>
<tr><td>কর্মসূচির আওতায় গৃহীতব্য উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ</td><td>:</td><td colspan="3">কর্মসূচীর আওতায় গৃহীতব্য উলেণ্টখযোগ্য কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ক) কাঁঠাল অধিক উৎপাদনকারী ৫ জেলার প্রতি জেলায় ১০টি করে মোট ৫০টি গ্রুপ গঠন করা। প্রতিগ্রুপে সদস্য সংখ্যা হবে ১৫ জন। গ্রুপভূক্ত মোট কৃষকের সংখ্যা হবে ৭৫০ জন।
খ) গ্রুপভূক্ত৭৫০ জন কাঁঠাল চাষীকে প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং, সংরক্ষণ ও বিপণন কলাকৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান।
গ) প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং ও সংরক্ষণে কারিগরী সহায়তা প্রদান।
ঘ) কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণের নিমিত্ত অধিদপ্তরের অফিস কাম প্রসেসিং সেন্টারে ০৪টি (গাজীপুর (ঢাকা), নরসিংদী, রংপুর ও রাঙ্গামাটি (চট্টগ্রাম) জেলায়) কাঁঠাল ডিহাইড্রেশন প্লান্ট স্থাপন।
ঙ) বাজার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম (বিজ্ঞাপন, প্রচার,প্রসারমূলক কার্যক্রম) ।
চ) বিপণন সমস্যার সমাধান, আন্তসংযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ বিতরণ। (হোল্ডিং-৫০টি, কাঁঠালের বহুমুখী ব্যবহার ও সংরক্ষণ কলা কৌশল সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম)।</td></tr>
<tr><td>কর্মসূচি এলাকা</td><td>:</td><td colspan="3">টাঙ্গাইল, গাজীপুর, নরসিংদী, রংপুর, রাঙ্গামাটি</td></tr>
<tr><td rowspan="2">কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি</td><td rowspan="2">:</td><td>২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)</td><td>২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)</td><td>কর্মসূচি শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি</td></tr>
<tr><td>১১১.০০</td><td>১১০.৪৭ (৯৯.৫২%)</td><td>১১০.৪৭ (৯৯.৫২%)</td></tr>
</table>

কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তব অগ্রগতি: (৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত)

- কর্মসূচির আওতাভূক্ত অধিক কাঁঠাল উৎপাদনকারী জেলা যেমন টাঙ্গাইল, গাজীপুর, নরসিংদী, রংপুর ও রাঙ্গামাটি জেলায় ০৫টি করে মোট ২৫টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে। প্রতিগ্রুপে ১৫ জন করে কাঁঠাল চাষী, কাঁঠাল ব্যবসায়ী ও কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাতকারীগণের সমন্বয়ে মোট গ্রুপভূক্ত সদস্য সংখ্যা ৩৭৫ জন।
- কর্মসূচির আওতাভূক্ত প্রতি জেলায় কাঁঠাল চাষী, কাঁঠাল ব্যবসায়ী ও কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাতকারীগণের সমন্বয়ে ০২টি করে মোট ১০টি প্রশিক্ষণে আয়োজন করা হয়েছে।

- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ৩০ জন কর্মকর্তাকে টি ও টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ঢাকাস্থ সেন্ট্রাল মার্কেট, গাবতলী ও নরসিংদী জেলায় ০২ (দুই)টি ডিহাইড্রেশন প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে।
- কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবৎসরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে লগো ও কর্মসূচির নাম সম্বলিত ২০০০০ টি লিফলেট ও ৫০০০ টি পোষ্টার তৈরী করা হয়েছে।
- এছাড়া কর্মসূচীর আওতায় শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ খাতে ২৫টি হোর্ডিং তৈরী করা হয়েছে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প

০১	বাস্ড়বায়নকারী সংস্থা	ঃ	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
০২	বাস্ড়বায়ন কাল	ঃ	০১ জুলাই/২০১৯ হতে ৩০ জুন/২০২৪ পর্যন্ত
০৩	প্রাক্কলিত ব্যয়	ঃ	১৬০.০০ কোটি টাকা
০৪	অর্থায়নের উৎস	ঃ	জিওবি
০৫	প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য	ঃ	অবকাঠামো, লজিষ্টিক এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধি প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ ক) বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ করার মাধ্যমে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অবকাঠামো সুবিধা বৃদ্ধি করা; খ) গৃহ পর্যায়ে শাকসবজি ও ফলমূল সংরক্ষণের জন্য স্বল্প খরচে জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণের মাধ্যমে কৃষক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কৃষিপণ্য সংরক্ষণের প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্প্রসারণ করা; গ) প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কৃষক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী, এবং উদ্যোক্তাগণের কৃষিপণ্য বিপণনে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; ঘ) কৃষি পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে কৃষক, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা এবং বাজার কারবারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা; ঙ) উন্নত বিপণন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর-এর জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
০৬	প্রকল্প এলাকা	ঃ	

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা, সাভার
	ফরিদপুর	সদর, সদরপুর
	গাজীপুর	সদর, কাপাসিয়া
	শরীয়তপুর	সদর, জাজিরা
	গোপালগঞ্জ	সদর, কোটালিপাড়া
	টাঙ্গাইল	সদর, মধুপুর
	নরসিংদী	সদর, শিবপুর
	নেত্রকোনা	মোহনগঞ্জ
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	সদর, ফুলবাড়ীয়া
	শেরপুর	সদর, নকলা
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম, সীতাকুন্ড
	কক্সবাজার	সদর, চকরিয়া
	চাঁদপুর	সদর, মতলব দক্ষিণ, ফরিদগঞ্জ
	কুমিল্লা	সদর, চান্দিনা, লাকসাম, মনোহরগঞ্জ
	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	সদর
রাজশাহী	রাজশাহী	রাজশাহী, পুঠিয়া
	পাবনা	সদর, সাথিয়া
	বগুড়া	সদর, শেরপুর
	সিরাজগঞ্জ	সদর, রায়গঞ্জ
	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সদর, শিবগঞ্জ

			খুলনা	খুলনা	সদর, ডুমুরিয়া
				যশোর	সদর, বাঘারপাড়া
				ঝিনাইদহ	সদর, কালীগঞ্জ
				কুষ্টিয়া	সদর, দৌলতপুর
				সাতক্ষীরা	সদর, কলারোয়া
			বরিশাল	ভোলা	সদর, চরফ্যাশন
				পিরোজপুর	সদর
				বরিশাল	সদর, গৌরনদী
			রংপুর	রংপুর	সদর, মিঠাপুকুর
				দিনাজপুর	সদর
				কুড়িগ্রাম	সদর
				পঞ্চগড়	সদর, দেবীগঞ্জ
			সিলেট	সিলেট	সদর, গোলাপগঞ্জ
				সুনামগঞ্জ	সদর
				হবিগঞ্জ	সদর

০৭	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি	ঃ	২০১৯-২০ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (%)
				মোট ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
			২৯৬.০০	২৯৫.৭৭	৯৯.৯২	০.০১৮%

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তব অগ্রগতি

০১। একুশটি ভবন নির্মাণের জন্য বারটি জেলায় জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান আছে।
০২। ভবনের আর্কিটেকচারাল ডিজাইন সংশোধন করার কাজ চলমান আছে।
০৩। ভবন নির্মাণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
০৪। মাঠ পর্যায়ে কৃষক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী, আমদানী-রপ্তানীকারকগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করার কাজ চলমান আছে।
০৫। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন সম্পদ সংগ্রহের কাজ চলমান আছে।

বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা প্রকল্প

০১	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
০২	বাস্তবায়নকাল	:	অক্টোবর-২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত (অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী)
০৩	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪৯৮৯.০০ লক্ষ টাকা ।
০৪	অর্থায়নের উৎস	:	জিওবি
০৫	প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য	:	ক) প্রকল্প এলাকায় বিপণন সেবা সম্প্রসারণ এবং খামারের সাথে সরাসরি বাজার সংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষকদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তাকরণ ও আয় বৃদ্ধি। খ) ফুলের ভ্যালু চেইন এবং সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থার উন্নয়ন। গ) ফুলের বিপণন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের নিমিত্ত অবকাঠামো সুবিধা স্থাপন করে আধুনিক এবং টেকসই বাজার সংযোগ বিস্তার। ঘ) বাজার ভিত্তিক কৃষক দল গঠণ করে বিপণন সক্ষমতা বৃদ্ধি। ঙ) প্রশিক্ষণ, প্রণোদনা এবং অন্যান্য প্রচারমুলক কার্যক্রমের মাধ্যমে ফুলের কর্তনোত্তর ক্ষয়ক্ষতি এবং বিপণন ব্যয় হ্রাস।
০৬	প্রকল্প এলাকা	:	ঢাকা, মানিকগঞ্জ, যশোর, ঝিনাইদহ, সাতক্ষিরা, চুয়াডাঙ্গা।

০৭	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি	:	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)
			২৪৫.০০	২৪২.০০ (৯৮.৭৮%)	২৬৮.১৬ (৫.৩৮%)

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তব অগ্রগতি (৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি):

ক) **মুদ্রন ও প্রকাশনাঃ** প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবৎসরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের লগো ও প্রকল্পের নাম সম্বলিত ১৬০০ টি ফাইল, ৪০০০ টি খাম, ৮০০ টি রাইটিং প্যাড, ৪৫০টি বুকলেট, ৬০০ টি কলম এবং ৬২০০ টি লিফলেট তৈরী করা হয়েছে।

খ) **প্রচার ও বিজ্ঞাপনঃ** প্রকল্প কাজে সম্বলিত ১০মিনিট ব্যাপ্তীকালের একটি ভিডিও ডকুমেন্টারী তৈরী করা হয়েছে।

গ) কৃষক, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষনঃ ২০১৯-২০২০ অর্থবৎসরে কৃষক ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক ১২ ব্যাচ ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়ে ০১ ব্যাচ টিওটি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

ঘ) **এক্সপোজার ভিজিটঃ** ২টি ব্যাচে ১২ জন (প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ডিএএম, ডিএই ও প্রকল্প কর্মকর্তা এবং ফুল ব্যবসায়ী ও কৃষক প্রতিনিধি সহ মোট ১২ জন) এর বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে।

ঙ) **জীপ গাড়ী ও মটরগাড়ী ক্রয়ঃ** প্রকল্প কাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এর নিমিত্ত প্রকল্প পরিচালকের ব্যবহারের জন্য ০১টি জীপ গাড়ী সংগ্রহ করা হয়েছে এবং মাঠ কর্মকর্তাদের ব্যবহারের জন্য ৬টি মটর সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে।

চ) **ডিএএম ঢাকা এর বিভাগীয় কার্যালয় (মিরপুর) উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণঃ** ২০১৯-২০২০ অর্থবৎসরে প্রকল্পের আওতায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের (মিরপুর, ঢাকা) উর্ধ্বমুখীখী সমপ্রসারণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি)

প্রকল্পের নাম	:	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি)।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই,২০১৮ থেকে জুন,২০২৪ পর্যন্ত
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট ব্যয় : ২০,২১১.১২ লক্ষ টাকা।
অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়)	:	ক) জিওবি : ৪,৬২৭.৭২ লক্ষ টাকা। খ) প্রকল্প সাহায্য : ১৫,৫৮৩.৪০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য	:	জলবায়ু পরিবর্তনের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চাহিদা ভিত্তিক ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শস্যের বহুমূখীকরণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ; **প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ** ক) উচ্চ মূল্য ফসলের প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণ ; খ) বাজার সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ; গ) কর্তনোত্তর ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিনিয়োগ বৃদ্ধি ; ঘ) ভ্যালুচেইনের বিভিন্ন স্তরে ফুড সেফটি ও পুষ্টি ব্যবস্থার উন্নয়ন ; ঙ) কৃষিপণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণে কৃষক, উদ্যোক্তা এবং বাজারকারবারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

অনলাইন প্রাইস মনিটরিং সংক্রান্ত ইলেকট্রনিক ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন কর্মসূচি

০১.	কর্মসূচির নাম	:	অনলাইন প্রাইস মনিটরিং সংক্রান্ত ইলেকট্রনিক ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন কর্মসূচি		
০২.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)		
০৩.	বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই, ২০১৭ হতে ৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত।		
০৪.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট: ১৩৭.০০ লক্ষ টাকা		
০৫.	অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়)	:	জিওবি: ১৩৭.০০ লক্ষ টাকা		
০৬.	কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য	:	১) অনলাইন প্রাইস মনিটরিং এর জন্য ইলেকট্রনিক ডিসপেণ্ডবোর্ড স্থাপন করে উৎপাদনকারী, মধ্যস্থকারবারী, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতাসহ ভোক্তাসাধারণকে পণ্যের মূল্য সম্পর্কিত তথ্য অবহিত করা ; ২) অধিদপ্তর কতৃক বর্তমানে ব্যবহৃত computer hardwareএবং আনুষাঙ্গিক উপাদানসমূহের উন্নয়ন ও প্রতিস্থাপন ; ৩) মোবাইল ফোন ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ ব্যবস্থার প্রচলন ; ৪)online ভিওিক কৃষিপণ্যের ক্রয়-বিক্রয় লেনদেন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদক ও উচ্চমূল্যের বাজারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন ; ৫) আইসিটি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ তৈরী ও উন্নয়ন ; ৬) বর্তমান ওয়েব-সাইট ও এর উপাদানসমূহের উন্নয়ন ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ ; ও ৭) বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় সহায়তা প্রদান।		
০৭.	কর্মসূচির আওতায় গৃহীতব্য উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	১. ঢাকাসহ ৬৪টি জেলায় ৭০টি অনলাইন প্রাইস মনিটরিং এর জন্য ইলেকট্রনিক ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন। ২. অধিদপ্তরের ICT ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন। ৩. কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদক ও উচ্চমূল্য বাজারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন। ৪. আইসিটি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ তৈরী ও উন্নয়ন। ৫. বর্তমান ওয়েব সাইট ও এর উপাদানসমূহের উন্নয়ন।		
০৮.	কর্মসূচি এলাকা	:	সমগ্র বাংলাদেশ		
০৯.	কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি	:	২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৯-২০ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়)	কর্মসূচির শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (%)
			২০.৫০	২০.৪৮ (৯৯.৯০%)	১৩৬.৯৭ (৯৯.৯৮%)

কর্মসূচীর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তব অগ্রগতি (জুন,২০২০ পর্যন্ত) ঃ

- ২০১৯-২০ অর্থবছওে ১০টিসহ দেশের ৬৪টি জেলায় একটি করে সর্বমোট ৭০(সত্তর)টি ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে এবং এগুলোর মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের বাজারদরসহ অন্যান্য বিপণন তথ্য প্রচার করা হচ্ছে;
- অধিদপ্তরের ওঈঞ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে দুইটি সার্ভার সংগ্রহ করা হয়েছে;
- অনলাইন ডিসপ্লেবোর্ড সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও সম্প্রচারের নিমিত্ত দুইটি সফটওয়ার প্রস্তুত করা হয়েছে;
- প্রস্তুতকৃত সফ্টওয়ার ব্যবহারের মাধ্যমে স্ব-স্ব জেলার বাজার কর্মকর্তাগণ কতৃক বাজারদরসহ অন্যান্য তথ্য ডিসপ্লেবোর্ডে প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;

বাজেট
(অনুন্নয়ন+উন্নয়ন)

]

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেট

১. উন্নয়ন বাজেট ঃ (লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, প্রাক্কলিত ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন পর্যায়	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	আর্থিক অগ্রগতি (%)
০১।	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বিপণন অংগ) (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২৪)	৩৮৩৬.০০	৩৪২১.০০	৩২০৮.০০(৯৩.৭৭%)
০২	''বাজার অবকাঠামো সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ'' প্রকল্প (০১/১০/২০১৮-৩০/০৬/২০২১)	২০০০.০০	২৪৫.০০	২৪২.১০(৯৮.৮২%)
০৩/	**কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প**(১লা জুলাই ২০১৯ হতে ৩০শে জুন ২০২৪ পর্যন্ত)	০০	২৯৬.০০	২৯৫.৭৭(৯৯.৯২%)

২. রাজস্ব বাজেটে অর্থায়নকৃত কর্মসূচী ঃ (লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কর্মসূচীর নাম, প্রাক্কলিত ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন পর্যায়	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	আর্থিক অগ্রগতি (%)
১/	**কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কাঁঠালের বহুমুখী ব্যবহার সম্প্রসারণ কর্মসূচি**(জুলাই,২০১৯ হতে ৩০ জুন,২০২১ পর্যন্ত)	১১১.০০	১১১.০০	১১০.৪৭(৯৯.৫২%)
২।	অনলাইন প্রাইস মনিটরিং সংক্রান্ত ইলেক্টনিক ডিসপেপ্ডবোর্ড স্থাপন কর্মসূচী। জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০	২০.৫০	২০.৫০	২০.৪৮(১০০%)

৩. কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (অনুন্নয়ন+উন্নয়ন+কর্মসূচী)ঃ (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	বিবরণ	২০১৯-২০২০	
		বাজেট	সংশোধিত বাজেট
০১।	অনুন্নয়ন	২৬৯১.০০	২৮২২.৪১
০২।	উন্নয়ন		৩৭৪৫.৮০
০৩।	কর্মসূচী	১৩১.৫০	১৩০.৯৫
সর্বমোট :			**৬৬৯৯.১৬**

৪. কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেটঃ

অনুন্নয়ন বাজেটঃ (লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কোড নং	বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০২০
(ক) অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়				
১।	৩১০০	নগদ মঞ্জুরী ও বেতন	২০৪৮.০০	২০৪১.২৬
২।	৩২০০	পণ্য ও সেবার ব্যবহার	৫৭৭.১০	৬১৭.৪২
৩।	৪১০০	অ-আর্থিক সম্পদ	৬৫.৯০	১৬৩.৭৩
মোট কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (অনুন্নয়ন)			**২৬৯১.০০**	**২৮২২.৪১**

কর্ম পরিকল্পনা

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

স্বল্প জনবল, প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট, অবকাঠামোগত দুর্বলতা ও নানা সমস্যা থাকা সত্ত্বেও কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষক ব্যবসায়ী ও ভোক্তা সহায়ক বিপনন ব্যবস্থার উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অত্র অধিদপ্তর কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সাথে রয়েছে নানাবিধ পরিকল্পনা।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পরিকল্পনা

স্বল্প মেয়াদী (০১ বছর)

- উদ্ভাবনীমূলক কৃষি বিপণন সেবা প্রদানে জেলা,উপজেলা, বিভাগ ও প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে সার্টিফিকেট ও আর্থিক প্রণোদনা প্রদান।
- স্বল্পমূল্যে বিআরটিসির ট্রাক, ডাক বিভাগের কৃষক বন্ধু ডাক সেবা ও রেলগাড়িতে কৃষি পণ্য পরিবহণ প্রতিটি জেলায় প্রচার প্রচারণা চালানো ও মধ্যস্থতাকারীর ভুমিকা পালন করা। কৃষি পণ্যকে জরুরী পণ্য হিসেবে ঘোষণা করে ফেরিসহ অন্যান্য স্থানে দ্রুত পারাপারের ব্যবস্থা নেয়াকৃষি পণ্য পরিবহণে বিভিন্ন স্তরে চাঁদাসহ অন্যান্য অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশ ও প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করা।দেশের সরকারি ও বেসরকারি সংরক্ষণাগারের তালিকা,ভাড়া ও ধারণক্ষমতা সহ তালিকা প্রস্তুত করে প্রতিটি বিপণন অফিসে সংরক্ষণ ও প্রচার প্রচারণা চালানো। এসব কৃষি পণ্যের নিয়মিত বাজার মনিটরিং, ওয়েবসাইট,ইলেক্ট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ড ও বুলেটিন আকারে মূল্য প্রচার।
- আমদানিকৃত কৃষি পণ্য/উপকরণের পরিমান ও মূল্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন করা;মুল্য,গুনগত মান নিয়মিত মনিটরিং করা ও কৃষি বিপণন আইন ২০১৮ অনুযায়ী মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা।বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ট্যারিফ কমিশন ও আমদানি/রপ্তানি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সাথে সমন্বয় করা।
- ধান ও চালের সঠিক উৎপাদন খরচ নির্ণয় করে যৌক্তিক মুল্য নির্ধারণ করে দেয়া,কৃষক প্রাপ্ত বাজার দর ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও তুলনামূলক প্রতিবেদন প্রস্তুত করাউক্ত কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা এবং সরকারি ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে কৃষি বিপণন কর্মী যুক্ত করা ও মাঠ পর্যায়ে উক্ত কাজের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করা।চালের দাম বৃদ্ধি/অস্বাভাবিকতার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে চালকল মালিক,আড়ৎদারদের ও ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলে কারণ ও করণীয় নির্ধারনে সরকারকে সহায়তা করা।
- ঘাটতি অঞ্চলের ব্যবসায়ী তালিকা প্রস্তুত করে উদ্বৃত্ত অঞ্চলের ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড,ওয়েবসাইটে ও লিফলেট আকারে প্রচার করা,আড়ৎ ও উন্মুক্ত উৎপাদন এলাকায় বোর্ডে টানিয়ে দেয়া। সেই সাথে উদ্বৃত্ত অঞ্চলের কৃষক ও ব্যবসায়ীদেরকে ঘাটতি অঞ্চলের ব্যবসায়ীর সাথে যোগাযোগ ও ব্যবসায় মধ্যস্থতা করা।উক্ত অঞ্চলের ব্যবসায়ীদেরকে ই-মার্কেটিং কার্যক্রমের আওতায় আনা;সাপ্লাই চেইনের বিভিন্ন অংশীজনের সাথে নিয়মিত সভা ও সেমেনার করা।-বিআরটিসি, কৃষক বন্ধু ডাক সেবা, রেলগাড়ী ও বেসরকারি অন্যন্য পরিবহণ সুবিধা পেতে সাহায্য করা।
- কৃষক বিপণন গ্রুপ দল গঠন এবং/উৎপাদক ও বিক্রেতার সাথে ভোক্তার সংযোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদান,ছোট, মাঝারি ও বড় বানিজ্যিকজ কৃষক চিহ্নিত করে আলাদা বিপণন দল গঠন ও সমবায় বিপণনে উৎসাহ প্রদান করা,ই মার্কেটিংযে সুযোগ করা দেয়া,বিভিন্ন পরিবহণের সাথে সমন্বয় করে পণ্য পরিবহণে সাহায্য করা|;বিভিন্ন বাজার তথ্য দিয়ে সহায়তা করা;কৃষকের বাজারে পণ্য বিক্রয়ে অগ্রাধিকার দেয়া।
- ভুট্টা ও গমের সংরক্ষণের জন্য শগঋকের গুদাম ব্যবহার উদ্বুদ্ধ করা;গৃহ পর্যায়ে আলু/পিয়াজ/রসুন সংরক্ষণের প্রাকৃতিক হিমাগার নির্মান প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করা ও ফল সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুত করা।
- সরকারিভাবে সংগৃহীত খাদ্য সংরক্ষণে প্রয়োজনে বেসরকারি গোডাউন এবং সরকারি শস্যগুদামগুলো ব্যবহার।সকল সরকারি/বেসরকারি গুদামের অবস্থান, ভাড়া, অন্যান্য শর্ত ও সুযোগের তথ্য সম্বলিত তথ্যভাণ্ডার প্রস্তুত ও ওয়েবসাইটে, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড ও বুলেটিন আকারে প্রচার করা এবং শগঋকের গুদাম ব্যবহারে উদবুদ্ধ করা।

- ই-কৃষিবিপণন চালু করা এবং সমবায় বিপণনে উৎসাহ ও প্রণোদনা প্রদান (ডিজিটাল বাজার ব্যবস্থা)।ই-কৃষি বিপণন প্লাটফর্ম লাইভে আনা এবং এ সংক্রান্ত কর্মসূচি যত দ্রুত সম্ভব অনুমোদন শেষে বাস্তবায়ন শুরু করা।বিপণন প্রণোদনা প্রদানের রুপরেখা প্রণয়ন; সমবায় বিপণনে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন সভা সেমিনার ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।
- কৃষি ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা উন্নয়নে সহজ শর্তে ঋন প্রদানে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া।বানিজ্যিক ব্যাংকের সাথে সভা/সেমিনার করা এবং কৃষি বিপণন ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা করা ।

  সুপারশপ, পাইকার, বড় ব্যবসায়ীদের সাথে সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে সবজি ও ফল ক্রয় বিষয়ে সভা/সেমিনার করা;সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে কৃষি পণ্য ও ফল ক্রয়ে সুপারশপ ও পাইকারদের সাথে মধ্যস্থতা করা, পরিবহণ সুবিধার ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনে তাদের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা।
- সেনা বাহিনী,পুলিশ, জেলখানা, হাসপাতাল ও এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্রয়কৃত প্রতিদিনের সবজি যেন সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ক্রয় করা হয় সে বিষয়ে পত্র প্রেরণ ও মধ্যস্থতাকারীর কার্যকর ভূমিকা পালন করা।
- কৃষকের বাজার জেলা/উপজেলা পর্যায়ে বৃহৎ পরিসরে সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ ও অনুমোদনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও স্বল্প পরিসরে প্রতিটি জেলায় শুরু করা।কৃষকের বাজার পরিচালনায় আপদকালীন সময়ে রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থের সংস্থান করা।প্রতিটি জেলায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমান কৃষি পণ্যের বাজার কার্যক্রম আরো জোরদারকরণ।
- সরকারি-বেসরকারি ত্রান কার্যক্রমে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে সবজি ক্রয় করে অন্তর্ভুক্তকরণে মন্ত্রণালয়/জেলা/ উপজেলা প্রশাসন ও স্থানীয় সংগঠনগুলোকে উদবুদ্ধকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করা।
- যৌক্তিক মুল্য নির্ধারণে কৃষক, ব্যবসায়ী, জেলা চেম্বার অফ কমার্স ও অন্যান্য অংশীজনের সাথে সভার আয়োজন, কমিটি গঠন এবং মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ। পন্যভিত্তিক প্রকৃত উৎপাদন খরচ নির্ণয় করে তার সাথে অন্যান্য খরচ যুক্ত করে যৌক্তিক মুল্য নির্ধারণ করে ওয়েবসাইটে, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড, লিফলেট ও বুলেটিন আকারে প্রচার করা।
- বাণিজ্যিক কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কৃষক বা কৃষি উদ্যোক্তা, কৃষিব্যবসায়ী (পাইকার, ফরিয়া, ব্যাপারী, প্রক্রিয়াজাতকারী, রপ্তানিকরী, অনলাইন ব্যবসায়ী, আড়তদ্বার, কমিশনএজেন্ট), গুদামজাতকারী,হিমাগারব্যবসায়ী, পরিবহণ ব্যবসায়ীসহ কৃষি পণ্যের সাপ্লাই চেইনের সকল অংশীজনের ডাটাবেজ প্রস্তুত এবং অনলাইনে প্রকাশ।
- কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়নে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা এবং জেলা পর্যায়ে নির্মানাধীন প্রসেসিং কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর কাজ দ্রুত শেষ করার ব্যবস্থা গ্রহণ।প্রণিতব্য প্রকল্প গুলোতে উল্লেখিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা;প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি করা।

মধ্যমেয়াদী (২-৩ বছর)

- জেলা ভিত্তিক নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের চাহিদা নির্ণয় এবং সে অনুযায়ী উৎপাদন নিশ্চিতকরণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করা।
- ফসল সংগ্রহোত্তর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, গুণগত মান নিশ্চিতকরণ ও অধিক মূল্য পেতে প্রক্রিয়লাজাতকরণে দেশে বিদেশে প্রচলিত বিভিন্ন প্রযুক্তি বিষয়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
- ফসল কর্তনোত্তর ক্ষতি হ্রাসে কৃষি যান্ত্রিকীকরণসহ কৃষক সচেতনতা বৃদ্ধি, কৃষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম জোরদারকরণ, কৃষিযান্ত্রিকীকরণে উদ্যোক্তা গঠন ও প্রশিক্ষণ।কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়নে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা এবং জেলা পর্যায়ে নির্মানাধীন প্রসেসিং কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর কাজ দ্রুত শেষ করার ব্যবস্থা গ্রহণ।
- কৃষিযান্ত্রিকীকরণে উদ্যোক্তা গঠন ও মেরামত ও চালনা প্রশিক্ষণ।কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়নে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা এবং জেলা পর্যায়ে নির্মানাধীন প্রসেসিং কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর কাজ দ্রুত শেষ করার ব্যবস্থা গ্রহণ।
- কৃষকের মাঝে উন্নত ও প্রচলিত লাগসই কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে সম্প্রসারণকর্মী ও কৃষকদের দক্ষতাবৃদ্ধি এবং কৃষি সেবা পদ্ধতির মান উন্নয়নে কৃষি শিক্ষা-গবেষণা-সম্প্রসারণ সম্পর্কে জোরদারকরণ।
- কৃষিপণ্য উৎপাদক, মধ্যস্থকারবারী ও ব্যবসায়ীদের ডাটাবেজ তৈরীকরণ।কৃষি পণ্যের সাপ্লাই চেইনের সকল অংশীজনের বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত ডাটাবেইজ তৈরিপূর্বক ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা এবং এ সংক্রান্ত ডায়েরী প্রস্তুত করা।

- সুপারশপ ,ই-কমার্সও বড় বড় প্রক্রিয়াজাতকারি প্রতিষ্ঠান যাতে সরাসরি কৃষকের সাথে চুক্তিভিত্তিক চাষ পদ্ধতিতে যায় সেজন্য উভয়পক্ষের মধ্যস্থতা করা, মনিটরিং করা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাপোর্ট দেয়া।রপ্তানিকারক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সাথে নিয়মিত সভা/সেমিনার করা ও চুক্তিভিত্তিক রপ্তানিযোগ্য উৎপাদনের জন্য উৎসাহিত করা; চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য কৃষকের বাজারে বিক্রয়ের সুযোগ করে দেয়া।
- বৃহৎ পরিসরে ই-মার্কেটিং চালুকরণ ও জোরদারকরণে প্রকল্প গ্রহণ,সরাসরি কৃষক ও বড় ব্যবসায়ী/কমিশন এজেন্ট/পাইকার/ আড়তদারদের তথ্য ওয়েবসাইটে, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে, লিফলেট আকারে ও উৎপাদন এলাকায় বোর্ডে প্রচার ও যোগাযোগের মধ্যস্থতা করা এবং প্রয়োজনীয় বাজার সংযোগ করিয়ে দেয়া। প্রতিটি জেলা/উপজেলায় সম্প্রসারিত কৃষকের বাজারে সরাসরি কৃষি পণ্য বিক্রয়ে উৎসাহিত করা ও সার্বিক সহায়তা করা।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন প্রসেসিং সেন্টারের কাজ দ্রুত শেষ করা ও ব্যবহার উপযোগী করে দ্রুত সেবা সম্প্রসারণ করা।কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, লজিস্টিক সাপোর্ট, প্রশিক্ষণ, নতুন বাজার সংযোগ ও বাজারজাতকরণে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন শুরু করা।
- কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ,মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি ও রপ্তানি সম্প্রসারণ সহায়ক সেবা জোরদারকরণ।অধিদপ্তরে আমদানি-রপ্তানি অধিশাখা খোলার ব্যবস্থা গ্রহণ;-আমদানি রপ্তানি সংক্রান্ত বাজার তথ্য ব্যবস্থা উন্নত করা; জেলা পর্যায়ের প্রসেসিং কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর ব্যবহার বৃদ্ধি করা; প্রস্তাবিত ভ্যালুচেইন প্রকল্প দ্রুত অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।আমদানি/রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সাথে সম্পর্ক জোরদারকরণ, প্রণোদনা প্রদান ও কৃষি বিপণন ঋন প্রাপ্তিতে সার্বিক সহায়তা করা; GAP নীতিমালা বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কুয়ারেন্টাইন বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করা; রপ্তানি সম্প্রসারণে বিদেশে বাংলাদেশী দুতাবাসমূহের সাথে সমন্বয় করা।
- কৃষিপণ্যের মান উন্নয়নগ্রেডিং ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমের মাধ্ ,প্রমিতকরণ ,যমে অভ্যন্তরীণ বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।উক্ত সেবাসমূহ সম্প্রসারণের জন্য আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও জেলা অফিস কাম ট্রেনিং এন্ড প্রসেসিং কেন্দ্রগুলোর সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন, লজিস্টিক সাপোর্ট ও এ সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করা।কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, গ্রেডিং, সর্টিং, প্রমিতকরণ ও মোড়কীকরণ বিষয়ে ভিডিও/ডকুমেন্টারী সংকলন ও প্রচারেরে ব্যবস্থা করা।
- ই-মার্কেটিং কার্যক্রম জোড়দারকরণে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন শুরু করা; সমবায় বিপণনে প্রতিটি ইউনিয়ন ভিত্তিক সমবায় বিপণন দল গঠন করা, ঋন প্রাপ্তিতে সহায়তা করা এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটটিকে সংস্কার করে আধুনিক রুপদান করা; ই-কৃষি বিপণনের আওতায় উন্নয়নকৃত প্লাটফর্মের সাথে সমন্বয় করা।দেশের সকল কৃষি পণ্য, উপকরণ ও কৃষি যন্ত্রপাতির বাজারজাতকরণ সেবাকে ই-মার্কেটিংযের আওতায় আনা।
- দেশে বিদেশে আধুনিক কৃষি বিপণন সংক্রান্ত প্রশিক্ষনে বিপণন কর্মী মনোনয়ন ও প্রশিক্ষণ খাতে অর্থ সংস্থান বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ।আঞ্চলিক ও জেলা প্রশিক্ষণ সেন্টারের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ ও কার্যক্রম বৃদ্ধি করা।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের গবেষণা শাখাকে শক্তিশালী করা ও গবেষণার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ বাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণ, নিয়মিত কৃষি পণ্যের সাপ্লাই চেইন, ভ্যালু চেইন ও টেকসই বাজারজাতকরণ নিয়ে গবেষণা করা ও অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় বৃদ্ধি করা।অধিদপ্তরের নিজস্ব পরিবহণ ব্যবস্থা চালুকরণে প্রকল্প প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন করা; ভর্তুকি প্রদানের রূপরেখা প্রণয়ন, অর্থ সংস্থান ও বাস্তবায়ন করা।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও জেলার প্রসেসিং কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গুলোতে উক্ত বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ আয়োজন করা এবং প্রয়োজনে অন দ্যা স্পট ট্রেইনিংযের মাধ্যমে কৃষক ও কৃষি ব্যবসায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করা।
- বাজারজাতকরণে বিভিন্ন পর্যায়ে পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিত করণে সংশ্লিষ্টদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।গুণগত মান নিশ্চিতকরণে প্রশিক্ষণ ও মনিটরিং কার্যক্রম নিয়মিত করা ও কৃষি বিপণন আইন ২০১৮ অনুযায়ী মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা এবং এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে নিয়মিত বিভিন্ন সভা/সেমিনার ইত্যাদি আয়োজন করা।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জনবল সংখ্যা বৃদ্ধিকরা।-ক্যাডার কম্পোজিশন অনুমোদনের ব্যবস্থা করা ক্যাডার ও ননক্যাডার নিয়োগবিধি অনুসারে দ্রুত উপজেলা,জেলা,বিভাগ ও প্রধান কার্যালয়ে জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতির ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রাখা এবং প্রয়োজনে পদ সৃজন ও পূরনের পদক্ষেপ গ্রহণ।
- নারী কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখা এবং কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণকে স্বীকৃতি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ।বসতবাড়িতে নারীদের প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষি পণ্যের বাজার সংযোগ করে দেওয়া, ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষন প্রদান করা; কৃষি

উদ্যোক্তা/বিপণন ঋন পেতে সার্বিক সহায়তা করা ও প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা করা; পুরুষের পাশাপাশি নারীদের কৃষি কাজের শ্রমের মুল্য নির্ধারণ এবং উৎপাদন খরচের সাথে তাদের অবদান অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

- কৃষক উদ্যোক্তা উন্নয়নে ও লাভজনক বিপণনে বিভিন্ন কৃষি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাথে কৃষকদের পশ্চাদ সংযোগ করে দেয়া।পশ্চাদ সংযোগে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন, মনিটরিং করা ও যে কোন বিবাদ মীমাংসা।
- কৃষকের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি, কর্তনোত্তর ক্ষতি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনা, কৃষি ব্যবসা ব্যবস্থাপনা, মূল্য সংযোজন, বাণিজ্যিক কৃষি উন্নয়ন, কৃষি পণ্যের দক্ষ বাজার ব্যবস্থাপনা তথা উদ্ভাবনমুলক কৃষি বিপণন গবেষণার উন্নয়ন।-নিয়মিত উক্ত বিষয়ে গবেষণা করা এবং বিভিন্ন মিডিয়া ও জার্নালে প্রকাশের ব্যবস্থা করা।অন্যান্য কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করা।

দীর্ঘমেয়াদী (৪-৫ বছর)

- পলি শেড নির্মাণের মাধ্যমে রপ্তানিযোগ্য নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ।পলি শেডে উৎপাদিত রপ্তানিযোগ্য নিরাপদ সবজির সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, মূল্য সংযোজন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সহায়তা করা।
- উচ্চমূল্য ফসলের সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিয়মিত রাখা, বাজার সংযোগ করে দেয়া ও মনিটরিং এবং মোবাইল কোর্ট অব্যাহত রাখা; চুক্তিভিত্তিক/পশ্চাদসংযোগ চাষ বৃদ্ধিকরণে ইতোপূর্বে গৃহীত কার্যক্রম চালু রাখা ও এ সংক্রান্ত সুবিধা প্রদানে প্রকল্প/কর্মসুচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন শুরু করা।
- বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণাগার ও বিশেষায়িত কোল্ড স্টোরেজ নির্মান প্রকল্প প্রনয়ণ, বাস্তবায়ন ও সেবা সম্প্রসারণ করা।
- কৃষিপণ্য সংরক্ষণের স্থানীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবনের সচেষ্ট হওয়া, যার মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল প্রাপ্তি নিশ্চিত করা সম্ভব।বসত বাড়িতেই আলু, পিঁয়াজ,রসুন ইত্যাদি সংরক্ষণের প্রযুক্তি ও প্রয়োজনীয় সেবা বৃদ্ধি করা ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত প্রাকৃতিক হিমাগার ব্যবস্থা কৃষকের কাছে পৌছে দিতে প্রয়োজনীয় গবেষণা, প্রকল্প প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন করা।
- কৃষি পণ্যের মুল্যনীতি প্রনয়ণ ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় রূপরেখা তৈরি, নীতি প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন শুরু করা।
- কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে অবকাঠামো ও লজিস্টিক খাতসহ মূলধন খাতে পিপিপির ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ;প্রয়োজনে ভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরবেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে অবকাঠামো ও লজিস্টিকসহ মুলধন খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে পারস্পারিক সম্পর্ক জোরদার করা।
- প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা প্রদানে প্রয়োজনীয় বাজেট বাড়ানো ও এ সংক্রান্ত কার্যক্রম নিয়মিত করা। কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও উদ্যোক্তা উন্নয়নে আঞ্চলিক ও জেলা প্রশিক্ষণ কার্যালয় সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ।কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে প্রক্রিয়াজাতকরণ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনায় উন্নত প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নে কর্মসূচী ও প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।
- কৃষি পণ্যের প্রকৃত চাহিদা নির্ণয়ে গবেষণা করা ও সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বিষয়ে নিয়মিত গবেষণা, প্রশিক্ষণ, লজিস্টিক সাপোর্ট ও বিভিন্ন বাজারজাতকরণ তথ্য প্রদান করা।
- মৌসুম ভিত্তিক বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন খরচ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ সুবিধা ও আর্থিকভাবে লাভ-ক্ষতির তুলনামূলক বিশ্লেষণযুক্ত গবেষণা করা ও কৃষক ও ব্যবসায়ীদেরকে সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণে সাহায্য করা।
- হাওর অঞ্চলে ভাসমান বাজার স্থাপনে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া।
- শস্য সংরক্ষণ ও লাভজনক সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও দেশীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবনে নিয়মিত গবেষণা করা ও অন্যান্য কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় বৃদ্ধি করা।
- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের ব্রান্ডিং উন্নয়নে নির্দিষ্ট পণ্যের গুনগত মান, গ্রেডিং, ট্রেসিবিলিটি, যৌক্তিক মুল্য, লাইসেন্স ইত্যাদি সম্বলিত উন্নত মোড়কীকরণ ও সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা চালু করণে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন শুরু করা।উক্ত সুবিধা প্রদানে আঞ্চলিক ও জেলা কার্যালয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ আয়োজন করা।
- কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে ট্রেসিবিলিটি উন্নয়নে গবেষণা করা, প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপর্ট দেয়া এবং সার্বিক রপ্তানি উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ। কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক জোরদার করা, আন্তর্জাতিক চাহিদা ও গুনগত মান নিয়ে গবেষণা, গ্যাপ বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ বাড়ানো ও নতুন আন্তর্জাতিক বাজার অনুসন্ধান ও বাজার সংযোগে পদক্ষেপ গ্রহণ|

কলা, আলু, গম, কাঁঠাল, টমেটো, ভূট্টা ও আমের পণ্য প্রবাহ

মুখ্যপণ্য	পণ্য প্রবাহ (প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্য)	উপযোগিতা
কলা	কাস্টার্ড, মিল্কশেইক, কেক, লাচ্ছি, চপ, প্যানকেক, পাউডার/আটা, জ্যাম, সস/টক, কলার ভিনেগার, পুরী, কলার পানীয়, রুটি, মিষ্টি, পাউরটি, লুচি, জুস, পাকোরা, রোল, চিপস, পিঠা।	হৃৎপিন্ডের স্বাস্থ্য সুরক্ষা করে, মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য রক্ষা করে, হাড়ের সুরক্ষায়, ডায়রিয়া চিকিৎসায়, হজম শক্তি বৃদ্ধি করে, অবসাদ দূর করে, দাঁত উজ্জ্বল সাদা করে, মানসিক চাপ কমাতে, তাৎক্ষণিক শক্তি উৎপাদনে, ক্যান্সার প্রতিরোধক, চোখের সুরক্ষায়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, ধুমপান ইচ্ছা থেকে বিরত থাকতে, সকালের ঘুম ঘুম ভাব দূর করে, জ্বর কমাতে, পাইলস চিকিৎসায়, ত্বকের আর্দ্রতা বাড়াতে, ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে, বয়সের ছাপ কমাতে, জুতা পরিস্কারক হিসাবে, ত্বকের মৃতকোষ দূর করতে, চর্মরোগ চিকিৎসায় ও আঁচিল দূরীকরণে, অনিদ্রা দূর করে।
আলু	তরকারি, চিপস, আলুর আটা, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, চপ, দম, ভর্তা, পাকোরা, পরোটা, প্যানকেক, আলু ডোবা পিঠা, আলু পুরি, রুটি, ক্রিস্পি আলুর সন্দেশ, সিঙ্গারা, কোরমা, স্যান্ডউইচ, আলুর মিনি চমচম, লুচি, আলুর বাদাম চপ, আলুর ডাল, আলু কিমা টিকিয়া, আলুর চাট, আলুর সালাদ, রসমালাই, আলুর সেমাই।	ত্বক পরিষ্কারক হিসেবে, ত্বক-এর রং উজ্জ্বল করতে, আগুনে পোড়ার প্রাথমিক চিকিৎসায়, চোখের নিচে কালো দাগ দূর করতে, চুল কালো ও চুল পড়া রোধ করতে, ত্বকের তেল তেলে ভাব দূর করতে।
গম	আটা, ময়দা, সুজি, বার্লি, পেস্ট্রি, কেক, বিস্কুট, ক্র্যাকার্স, ভাত, খিচুড়ি, কাপড়ের মাড়, বিস্কুট, নুডুলস, রুটি, পাউরুটি, রোল, মাফিন, পিঠা, লুচি, সেমাই, হালুয়া, বিয়ার, পঁচনশীল পণ্যাস্টিক পণ্য, কসমেটিকসের উপাদান, মাংসের প্রতিস্থাপক হিসাবে, পরোটা, ওষুধের কাঁচামাল, স্যান্ডউইচ, বার্গার, দানাদার খাদ্য, পাস্ড়, গমের তুষ, গমের তুষের তেল, পশু খাদ্য, খই, বিভিন্ন স্বাদের বিস্কুট, মিষ্টি পাউরুটি, প্যানকেক, সুপ স্টিক, চানাচুর, কুকি, চিপস, চা-কফির প্রতিস্থাপক উৎপাদনে, এলকোহল তৈরীতে, ফ্যাটি এসিড উৎপাদনে।	ত্বক উজ্জ্বল ও ব্রন দূর করে, ত্বকের উপরের মৃত কোষ দূর করে, হজম শক্তি বৃদ্ধি করে, ডায়াবেটিকস ও ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, স্ট্রোকের ঝুঁকি হ্রাস করে, বয়সের চাপ কমাতে, ত্বক পরিষ্কারক হিসেবে।
কাঁঠাল	কাঁচা কাঁঠালের সজি/তরকারি, ভর্তা, বার্গার, সাসলিক, পিৎজা, কাটলেট, সমুচা, নুডলস, সুপ, জুস, স্যান্ডউইচ, কাঁঠালের মাফিন, কাঁঠাল তরকারি, কাঁঠালের সত্ব, জ্যাম, জেলি, পিঠা, হালুয়া, আইসক্রিম, চিপস, আচার, কাঁঠাল বিচির ভর্তা, খিচুড়ি, তরকারি, বিচির হালুয়া, গরুর মাংসে কাঁচা কাঁঠাল, কাঁচা কাঁঠালের মুরগী ভুনা, কাঁঠালের বিরিয়ানি, কোপ্তা, কাঁঠাল বিচির সন্দেশ, বিচির ডাল, কাঁচা কাঁঠালের কোরমা, কাবাব, পাঁপড়, জিলাপি, পুডিং, বড়া, চপ, রুটি, পায়েস, মোঘলাই, সালাদ, স্মুদি।	রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ভিটামিন ও খনিজের আধার, হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়, হজম সমস্যায়, চুল পড়া রোধ ও নতুন চুল গজানো, শক্তি বর্ধক, ক্যান্সার চিকিৎসায়, কোলন ক্যান্সার প্রতিরোধক, ত্বকের পোড়া ভাব দূর করে, হাড় গঠনে সহায়তা করে, ঠান্ডাজনিত ইনফেকশন মোকাবেলায়, রক্তে চিনির নিয়ন্ত্রণ, হাড় ক্ষয় রোধ করে, থাইরয়েড সমস্যায়, আলসার চিকিৎসায়, স্নায়ুতন্ত্রের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিতে।
টমেটো	অর্থকরী ফসল, সবজি, সালাদ, আচার, কাসুন্দি, টমেটো পুরি, টমেটো পাউডার, তরকারী, ভর্তা, বাড়িতে বানানো সাধারণ সস, পাস্তা সস, রোস্টকৃত টমেটো, সুপ, জুস, জ্যাম, সালসা, ডেজার্ট।	রোদে পোড়াভাব দূর করে, ডার্ক সার্কেল ও রিংকেল দূর করে, ত্বক পরিষ্কারক হিসাবে, পেটের মেদ কমাতে, ক্যান্সার ঝুঁকি কমায়, দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করে, হজম সমস্যা দূর করে, ডায়বেটিস নিয়ন্ত্রণে মুত্রনালীর ক্ষত চিকিৎসায়, হাড়ের গঠনে, শরীরের জ্বালাপোড়া কমাতে, মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য সুরক্ষা করে, লিভারের সুরক্ষা করে, চুলের ভিটামিন ও নতুন চুল গজাতে, চুল পড়া রোধ করে, মাতৃকালীন সময়ে ভীষণ উপকারী, সিগারেটের ধোঁয়ার ক্ষতিকারক প্রভাব কমায়, ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধিতে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, স্ড়ন ক্যান্সার প্রতিরোধ করে, মূত্রাশয় মলাশয়ের রোগ চিকিৎসায়, উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে, হজম সমস্যা দূর

		করে, মাথার ত্বক পরিষ্কারক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
মুখ্যপণ্য	পণ্য প্রবাহ (প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্য)	উপযোগিতা
ভুট্টা	আটা, ময়দা, প্যাস্ট্রি, কেক, বিস্কুট, ক্রেকার্স, পাকোরা, ভুট্টার দুধ, তেল, পপকর্ন/খই, বিস্কুট, রুটি, পিঠা, বিয়ার, ওষুধের কাঁচামাল, দানাদার খাদ্য, চিপস, পরোটা, পুরি, সুপ, মিশ্রিত খাদ্য, খিচুরি, ভুট্টা, পোলাও, ভুট্টার অপরিণত মোচা অথবা দানা সিদ্ধ বা ভেজে, প্রতিষ্ঠানে স্টার্চ, অ্যাজবেস্টস বোর্ড, স্যান্ডউইচ, বার্গার, পাস্তা, চানাচুর গবাদিপশুর খাদ্য, প্রসাধন সামগ্রী, হরলিকস, কর্নফ্লেক্স, ভোজ্য তেল, এসিটিক এসিড, অ্যালকোহল, শিল্পজাত দ্রব্য, গোখাদ্য, হাঁস-মুরগি ও মাছের খাদ্য।	খনিজ ও ভিটামিনের উৎস, উচ্চমাত্রার আয়রণ ও ম্যাঙ্গানিজ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, পটাশিয়ামের আদর্শ উৎস, কোমরের হাড় ক্ষয়ে যাওয়া রোধ করে, ভিটামিন বি ১২, রক্তস্বল্পতা দূর করে, চুলের উজ্জ্বলতায়, ত্বক উজ্জ্বলকারক, ক্যান্সার প্রতিরোধক, হজম ক্ষমতা বাড়ায়, বাজে কোলস্টেরল নিয়ন্ত্রক, শক্তি বৃদ্ধি করে, হৃদ রোগের ঝুঁকি কমায়, কোষ্টকাঠিন্য দূর করে, পাকস্থলী এসিডিটি কমায়, ক্ষুধামন্দা দূর করে, ডায়াবেটিক নিয়ন্ত্রণ করে।
আম	জেলি, জুস, ললি, লাস্যি, আমের দই, কাষ্টার্ড, স্মুদি, কেক, ফিরনী, বরফি, পুডিং, সন্দেশ, আম পোলাও, আম ডাল, আম মাংস, আম সবজি, ম্যাংগো চিকেন লাজানিয়া, ম্যাংগো তন্দুরি চিকেন, মোরব্বা, আমসত্ব, আচার, চাটনি, আইসক্রিম, সস. হালুয়া, কাসুন্দি, আমের ম্যুজ।	ক্যান্সার প্রতিরোধ করে, কোলোস্টেরল কমায়, ত্বক পরিস্কার করে, হজমে সহায়তা করে, হিট স্ট্রোক কমায়,হৃদ রোগের ঝুঁকি কমায়, উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমায়।

মানচিত্রে
অধিদপ্তরের অবকাঠামো

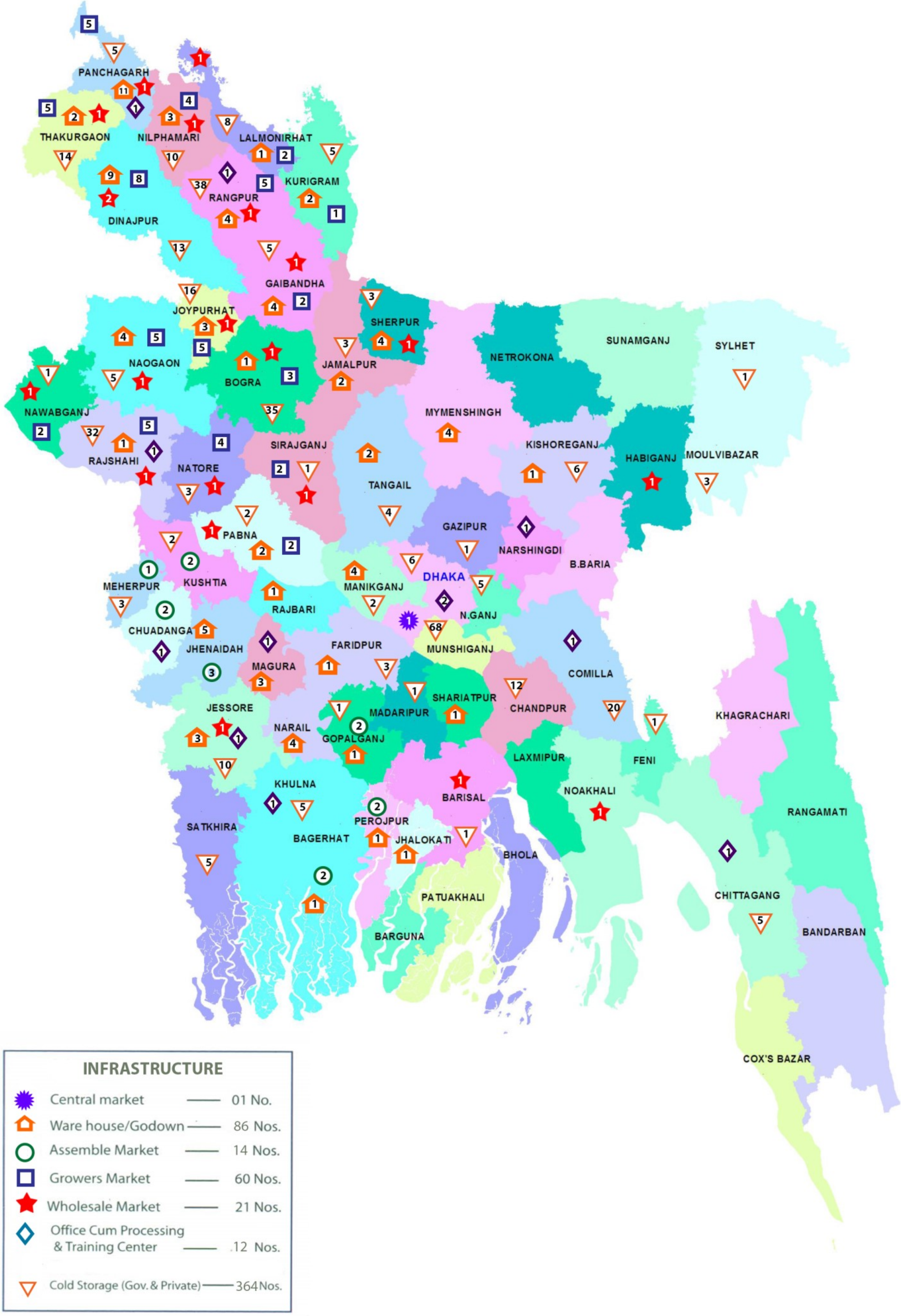
PANCHAGARH
THAKURGAON
NILPHAMARI
LALMONIRHAT
KURIGRAM
RANGPUR
DINAJPUR
GAIBANDHA
JOYPURHAT
NAOGAON
BOGRA
NAWABGANJ
RAJSHAHI
NATORE
SIRAJGANJ
JAMALPUR
SHERPUR
NETROKONA
SUNAMGANJ
SYLHET
MYMENSHINGH
KISHOREGANJ
HABIGANJ
MOULVIBAZAR
TANGAIL
GAZIPUR
NARSHINGDI
B.BARIA
PABNA
KUSHTIA
MEHERPUR
CHUADANGA
JHENAIDAH
MAGURA
RAJBARI
MANIKGANJ
DHAKA
N.GANJ
MUNSHIGANJ
FARIDPUR
COMILLA
JESSORE
NARAIL
GOPALGANJ
MADARIPUR
SHARIATPUR
CHANDPUR
LAXMIPUR
NOAKHALI
FENI
KHAGRACHARI
RANGAMATI
KHULNA
SATKHIRA
BAGERHAT
PEROJPUR
JHALOKATI
BARISAL
BHOLA
PATUAKHALI
BARGUNA
CHITTAGANG
BANDARBAN
COX'S BAZAR
INFRASTRUCTURE
Central market — 01 No.
Ware house/Godown — 86 Nos.
Assemble Market — 14 Nos.
Growers Market — 60 Nos.
Wholesale Market — 21 Nos.
Office Cum Processing & Training Center — 12 Nos.
Cold Storage (Gov. & Private) — 364 Nos.

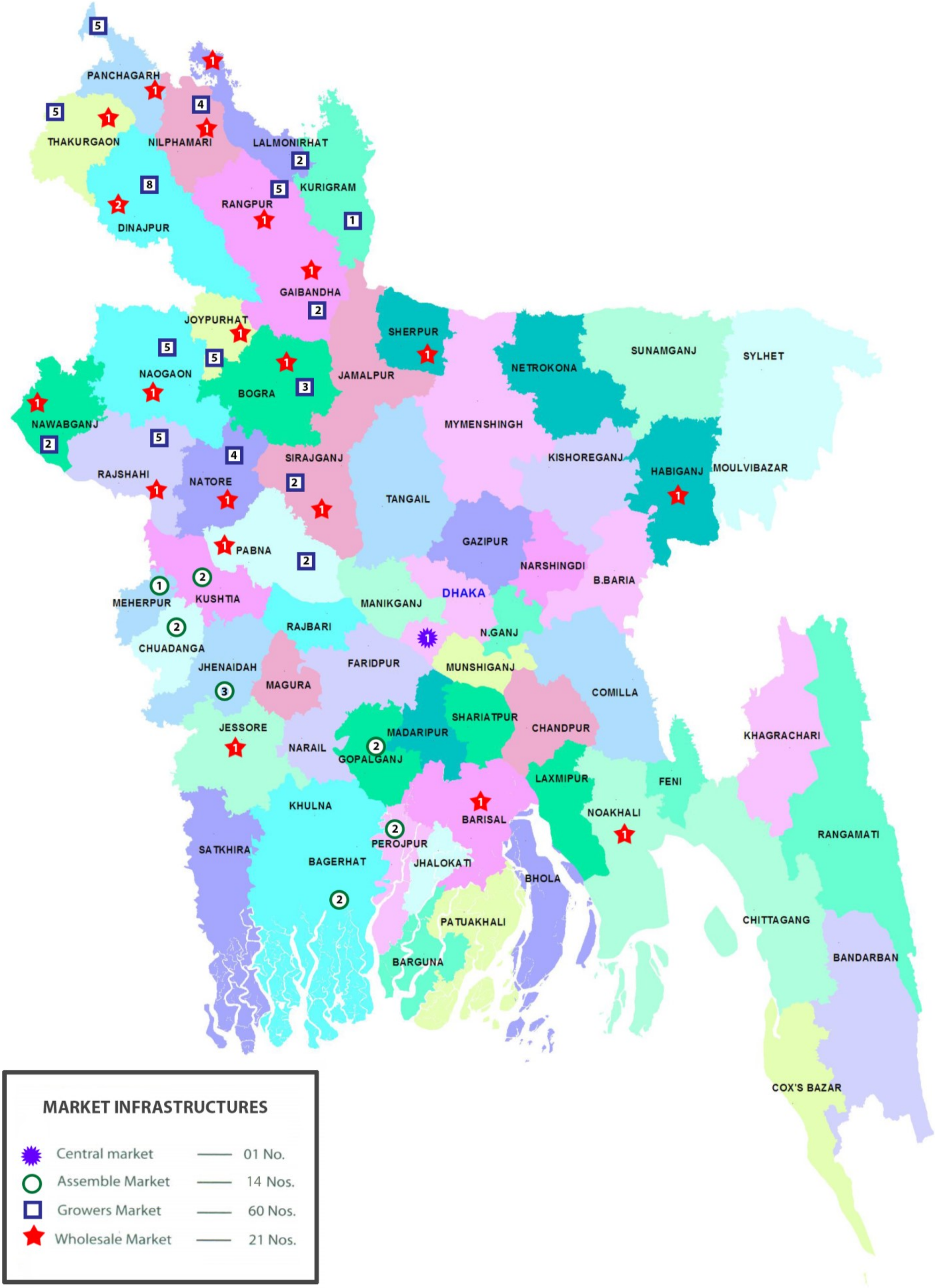
PANCHAGARH
THAKURGAON
NILPHAMARI
LALMONIRHAT
KURIGRAM
DINAJPUR
RANGPUR
GAIBANDHA
JOYPURHAT
NAOGAON
BOGRA
NAWABGANJ
RAJSHAHI
NATORE
SIRAJGANJ
JAMALPUR
SHERPUR
NETROKONA
SUNAMGANJ
SYLHET
MYMENSHINGH
KISHOREGANJ
HABIGANJ
MOULVIBAZAR
TANGAIL
GAZIPUR
NARSHINGDI
B.BARIA
PABNA
MEHERPUR
KUSHTIA
MANIKGANJ
DHAKA
N.GANJ
CHUADANGA
RAJBARI
JHENAIDAH
FARIDPUR
MUNSHIGANJ
MAGURA
COMILLA
SHARIATPUR
CHANDPUR
MADARIPUR
JESSORE
NARAIL
GOPALGANJ
KHAGRACHARI
LAXMIPUR
FENI
NOAKHALI
KHULNA
BARISAL
RANGAMATI
PEROJPUR
SATKHIRA
BAGERHAT
JHALOKATI
BHOLA
PATUAKHALI
CHITTAGANG
BARGUNA
BANDARBAN
COX'S BAZAR
MARKET INFRASTRUCTURES
Central market — 01 No.
Assemble Market — 14 Nos.
Growers Market — 60 Nos.
Wholesale Market — 21 Nos.

Cold Storage 364

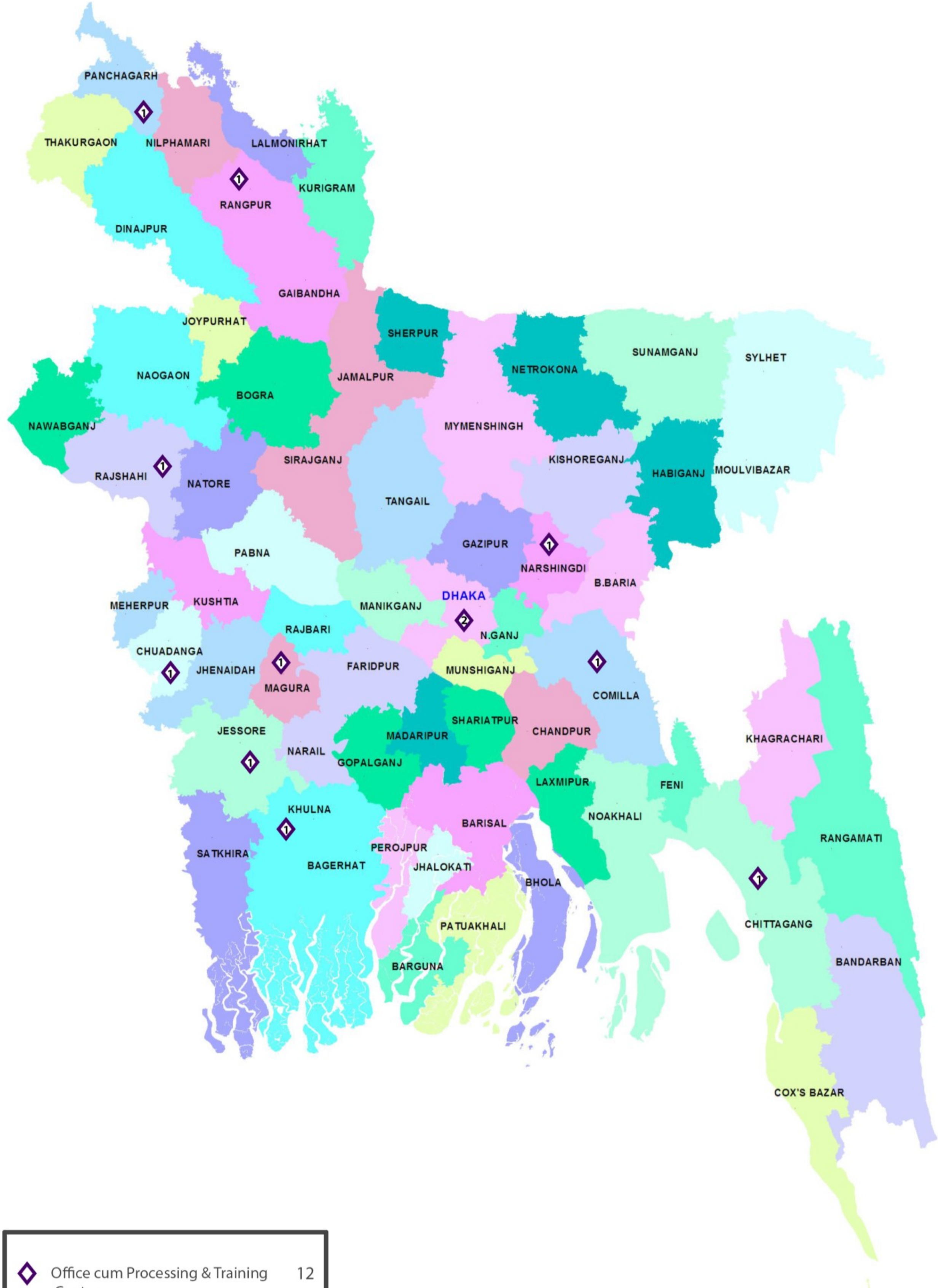

◇	Office cum Processing & Training Center	12

Warehouse/Godown ----- 86

Cold Storage 364

Office cum Processing & Training Center 12

MARKET INFRASTRUCTURES
Central market —— 01 No.
Assemble Market —— 14 Nos.
Growers Market —— 60 Nos.
Wholesale Market —— 21 Nos.

ফটো গ্যালারী

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এবং বেসরকারী সংস্থা সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কম্পিটিটিভ স্ট্র্যাটেজিস লিমিটেড (সিডিসিএস) এর মধ্যে সমঝোতা স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ও কৃষি সচিব মহোদয়ের কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের সাথে মতবিনিময় সভা

পিকেএসএফ কর্তৃক আয়োজিত উন্নয়ন মেলায় মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এর স্টল পরিদর্শন

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০১৯ উদযাপন উপলক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এর র‍্যালীতে অংশগ্রহণ

জাতীয় সবজি মেলা-২০১৯ এ মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ও কৃষি সচিব মহোদয়ের কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এর স্টল পরিদর্শন

রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউস্থ কৃষকের বাজারে কৃষি সচিব মহোদয়ের কৃষকের বাজার পরিদর্শন

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক চাঁদপুর জেলায় কৃষকের বাজার উদ্বোধন

জেলা প্রশাসক কর্তৃক ফেনী জেলায় কৃষকের বাজার উদ্বোধন

মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউস্থ সেচ ভবনে কৃষকের বাজার উদ্বোধন

জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় খুলনা জেলায় হাতের মুঠোয় কাঁচাবাজার নামক মোবাইল এ্যাপস উদ্বোধন

খাদ্য মেলা-২০১৯ এ এফএও এর কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ রবার্ট ডি সিমসন এর কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এর স্টল পরিদর্শন

নিরাপদ সবজি পরিবহণ ও বিপণন কাজে ব্যবহৃত কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের রিফার ভ্যান

মানিক মিয়া এভিনিউস্থ রাজধানীর কৃষকের বাজারে ক্রেতা সমাগম

মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট এর আওতায় পোস্ট হারভেস্ট ও প্রাইমারী প্রসেসিং বিষয়ক কর্মশালা

রাজধানীর কৃষকের বাজার এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ও কৃষি সচিব মহোদয়

কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ বাস্তবায়নকল্পে ভ্রাম্যমাণ আলাদতের মাধ্যমে বাজার মনিটরিং কার্যক্রম

নিরাপদ সবজি পরিবহণ ও বিপণন কাজে ব্যবহৃত কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের রিফার ভ্যান